পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 209 Saturday, 29 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২০৯ সংখ্যা ❋ ১৪ আষাঢ়, ১৪৩১, শনিবার, ২৯ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## একুশের পোস্টারে অভিষেক নেই, শুধু মমতা
# তৃণমূলে ফের কি নভেম্বর বিপ্লব

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নভেম্বরের ছায়া জুলাইয়ে! গত বছরের ২৩ নভেম্বরে নেতাজি ইন্ডোরে কর্মী সভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল। সেখানে অভিষেকের কোনও ছবি ছিল না। তা নিয়েও সে সময় দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছিল। দলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, পোস্টারে অভিষেকের ছবি থাকা উচিত ছিল। সামনেই ২১ জুলাই। দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর এই দিনে ধর্মতলায় শহিদ দিবসের আয়োজন করে তৃণমূল। লোকসভায় বিপুল জয়ের পর এবারের সমাবেশকে ঐতিহাসিক করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে তৃণমূল। ইতিমধ্যে এআইটিসির টুইটার হ্যান্ডেলের কভার পেজে ২১ জুলাইয়ের ছবিও দেওয়া হয়েছে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকলেও অভিষেকের ছবি নেই। স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূলের অন্দরেও কানাঘুষো শুরু হয়েছে। অনেকে মনে করছেন, আবার সেই নভেম্বর বিপ্লব ফিরে আসতে পারে! প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরই নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে অভিষেক জানিয়েছিলেন, কিছুদিন তিনি ছুটি নিচ্ছেন এবং সাংগঠনিক কাজ থেকে দূরে থাকবেন। অভিষেকের ওই পোস্ট ঘিরে সে সময় দলের অভ্যন্তরে একাধিক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। পরে অবশ্য বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে অভিষেকের একটি ছোট অস্ত্রোপচার হয়। তবে ২১ জুলাইকে কেন্দ্র করে এআইটিসির টুইটার হ্যান্ডেলের কভার পেজের ছবি সামনে আসতে অভিষেকের টুইট ঘিরে ফের নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। সেই সূত্রে উঠে

আসছে নভেম্বর বিপ্লবের প্রসঙ্গও। কিন্তু কী হয়েছিল নভেম্বরে? নভেম্বরে নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের কর্মী সভার নেপথ্যে রয়েছে আরও একটি ঘটনা। ১০০ দিনের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে অভিষেকের নেতৃত্বে গত বছরের সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে দু'দিনের ধর্না কর্মসূচি হয়েছিল। দিল্লিতে সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় সেখান থেকেই রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক। পুজোর মুখে টানা পাঁচদিন রাজভবনের সামনে ধর্নাতেও বসেছিলেন তিনি। পরে রাজ্যপালের আশ্বাসে ঘেরাও তুলে নেওয়া হলেও তখনই অভিষেক জানিয়েছিলেন, পুজো মিটলেই নেত্রীর নেতৃত্বে নভেম্বর থেকে ফের বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। স্বাভাবিকভাবে অভিষেক যে এজেন্ডাকে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই সংক্রান্ত নভেম্বরের মিটিংয়েই তাঁর ছবি না থাকা নিয়ে দলের অভ্যন্তরেই প্রশ্ন উঠেছিল। এবারেও একুশের জুলাইয়ের সমাবেশ ঘিরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে দলের অভ্যন্তরে। প্রসঙ্গত, দলনেত্রীর পাশাপাশি এবারের লোকসভা ভোটে উত্তর থেকে দক্ষিণ মাটি কামড়ে প্রচার করেছিলেন অভিষেকও। লোকসভায় ২৯টি আসনে জয়ের নেপথ্যে তাই অভিষেকের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। দলের একাংশের কথায়, তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলে এখনও শেষ কথা বলেন তিনিই। সেদিক থেকে দলীয় কর্মসূচিতে নেত্রীর ছবি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ওই মহলের মতে, যদি আগে কখনও অভিষেকের ছবি না রাখা হত, তাহলে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও জায়গা থাকতো না। কিন্তু অতীতে দীর্ঘ কয়েকবছর যেখানে দলনেত্রীর পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে অভিষেকের ছবিও রাখা হত, সেখানে আচমকা এই পরিবর্তন অনেকেরই চোখে লাগছে। তবে দলের আর একটি সূত্রের খবর, চোখের চিকিৎসার কারণে ওই সময় সম্ভবত দেশের বাইরে থাকবেন অভিষেক। ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বৈঠকেও তাঁর হাজির থাকার সম্ভাবনা নেই। দলের এক নেতার কথায়, কর্মীদের মধ্যে চর্চা হতেই পারে। তবে এনিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কর্মসূচির সঙ্গে যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকছেন না, সম্ভবত সে কারণেই ছবি রাখা হয়নি।

## রাজ্য পুলিশের বড় সাফল্য, পুরুলিয়ার ডাকাতি সহ ৪ ঘটনায় ধৃত ১৪

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ** সাম্প্রতিককালে রাজ্যে ঘটে গিয়েছে একাধিক ডাকাতির ঘটনা। আর সেই সমস্ত ডাকাতির ঘটনার তদন্তে এবার বড়সড় সাফল্য পুলিশের। এক্ষেত্রে মোট ৪টি ঘটনায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৪টির মধ্যে ২টি ডাকাতি ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। আর অন্য দুটিতে অপরাধের আগেই দুস্কৃতীদের পাকড়াও করতে সক্ষম সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্র। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ বর্মা। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের ঘটনায় ঝাড়খন্ডের গ্যাংয়ের ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। হাওড়ার ডোমজুড়ের ঘটনায় বিহারের সমস্তিপুরে তল্লাশি চালিয়ে ডাকাতদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া আসানসোল-দুর্গাপুরে জামুড়িয়া থানা এবং বাঁকুড়া থানা এলাকা থেকে বড় ডাকাতির ঘটনার আগেই দুস্কৃতীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।'' এই সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রয়োজন মতো বিহার পুলিশ ও ঝাড়খন্ড পুলিশের সহায়তা পাওয়া গিয়েছে বলেও জানান আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ বর্মা বলেন, ''পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২২ সালে। সেই ঘটানার তদন্ত করতে গিয়ে ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ওই জায়গায় আরও ৩টি ঘটনা ঘটেছে। সেই ৩টি ঘটনাতেও ধৃতদের যোগ পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। তাতে গ্রেফতার করা হয় ২ জনকে। আর ওই ঘটনাতেই বাকি ২ জনকে গ্রেফতার করেছে ঝাড়খন্ড পুলিশ। সেক্ষেত্রে মোট ৪ জন গ্রেফতার হয়েছে। সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছে অস্ত্র ও একটি গাড়ি।'' মনোজ বর্মা আরও জানান, বাঁকুড়াতেও সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বাইক ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে তাদেরও ডাকাতির পরিকল্পনা ছিল। ওই গ্যাংয়ের বাকিদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদেরও গ্রেফতার করা হবে। আর কিছুদিন আগে হাওড়ার ডোমজুড়ে যে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল, তাতে সমস্তিপুর থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাননি এডিজি আইনশৃঙ্খলা।

### মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ
## বেহালায় ফুটপাতের ওপর তৈরি পার্থর অফিস ভেঙে দিল তৃণমূল কর্মীরাই

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ** ফুটপাত দখল চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পরই শহরজুড়ে চলছে উচ্ছেদ অভিযান। বিভিন্ন জায়গায় একদিকে যেমন বেআইনি হকারদের তুলে দেওয়া হচ্ছে, একই রকমভাবে ভাঙা হচ্ছে ফুটপাত দখল করে থাকা পার্টি অফিসও। বৃহস্পতিবারই তারাতলায় বিজেপির কার্যালয় ভেঙেছিল পুলিশ। শুক্রবার বেহালায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দফতর ভেঙে ফেলে হল। তা অবশ্য করেছেন দলীয় কর্মীরাই। বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল কর্মীরা ম্যান্টনের ফুটপাতে তৈরি হওয়া পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দফতর ভেঙে দিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই এই দফতর ভেঙেছেন তারা। একই সঙ্গে তাঁদের অভিযোগ, একই রাস্তায় ওপর কিছু দূরে বিজেপির একটি পার্টি অফিস রয়েছে। সেটা এখনও ভাঙা হয়নি। ওটাও যাতে ভাঙা হয় সেই দাবি করেছেন তারা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এখনও জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মন্ত্রিত্ব গেছে, দলীয় কোনও পদও নেই। যদিও এখনও খাতায়-কলমে তিনি বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক। তবে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর এই পার্টি অফিস কার্যত শূন্য হয়েই পড়েছিল। তার আগে নিয়মিত সেখানে যেতেন পার্থ, বিধায়ক হিসেবে কারও কোনও কাগজে সই করতে হলে সেখান থেকেই করতেন। কিন্তু আজকাল পার্থর এই দফতর শুধু স্মৃতিই হয়ে গেছিল। সেটাও ভাঙা পড়ল। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো যে আর কেউ নেই, এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। দল নির্বিশেষে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। এজন্যই তিনি বাকিদের থেকে আলাদা। যদিও এর পাল্টা দিয়েছে বিরোধীরা। বিজেপির দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই পার্টি অফিস নিয়ে অভিযোগ জানানো হচ্ছিল। কিন্তু প্রশাসন কোনও গা করেনি। এখন এসব করে নাটক দেখানো হচ্ছে। সিপিএম বলছে, ডায়মন্ড হারবার সহ একাধিক জায়গায় এমন অনেক পার্টি অফিস রয়েছে। সেগুলি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার তারাতলায় বিজেপির কার্যালয়ে চলে বুলডোজার। এই ঘটনা নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় এলাকায়। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তৃণমূলের পার্টি অফিস নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এদিকে তাঁদের দলের পার্টি অফিস ভাঙা হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে বচসা হওয়ায় একাধিক বিজেপি কর্মীকে আটক করা হয়।

## কোচবিহারের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি! বিধানসভায় ধরনায় বসতে চায় বিজেপিও

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ** কোচবিহারে মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এবার সেই বিতর্কের আঁচ ছড়াল বিধানসভাতেও। কোচবিহারের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুলে বিধানসভা চত্বরে ধরনায় বসতে চায় বিজেপির পরিষদীয় দল। এই নিয়ে এবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠালেন বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। ধরনায় বসার জন্য অধ্যক্ষের থেকে অনুমতি চেয়ে ওই চিঠি পাঠানো হয়েছে বিজেপির তরফে। এর পাশাপাশি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও চিঠি পাঠিয়েছেন জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জাতীয় মহিলা কমিশনকে। কোচবিহারের ওই বিতর্কিত ঘটনায় বাংলায় টিম পাঠানোর আবেদন জানিয়ে তিন কমিশনের কাছে চিঠি লিখেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''এটি সভ্য সমাজের লজ্জা আমার সঙ্গে বোনের কথা হয়েছে। তার পাশে আমরা সবাই আছি। বিজেপির মহিলা বিধায়করা সোমবার থেকে বিধানসভার গেটে ধরনাতে বসবেন। আমাদের দিদিভাইরা সোমবার থেকে ধরনায় বসছেন এই অত্যাচারের সিবিআই তদন্তের দাবি করে। আশা করি, সেদিন এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। অধ্যক্ষ দুটি চোখ খোলা রাখবেন, একটি চোখ অন্তত বন্ধ করবেন না।'' প্রসঙ্গত, কোচবিহারের ঘটনার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিজেপি নেতা অমিত মালব্যর ট্যুইটের থেকে বিষয়টি নজরে আসে জাতীয় মহিলা কমিশনের। তারপরই জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা কড়া ভাষায় এর নিন্দা জানিয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ যাতে যথাযথ ধারায় এফআইআর রুজু করে, সেই নির্দেশও দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। ঘটনায় অভিযুক্তরা যাতে দ্রুত গ্রেফতার হয় এবং যাতে ওই মহিলার যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, সে কথাও নিশ্চিত করার জন্য এক্স হ্যান্ডেলে বলেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন।

## এবারের মাধ্যমিকে ১২ হাজার খাতায় ভুল! মানল পর্ষদ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ** মাধ্যমিকের রিভিউ রেজাল্টে চারজনের স্থান বদল হল। অন্যদিকে মাধ্যমিকের খাতায় ১২ হাজার ভুল। ১২ হাজার ৪৬৮টি উত্তরপত্রে গ্রেফ নম্বর যোগে গন্ডগোল দেখা গিয়েছে এবার। স্ক্রুটিনিতে ২২ নম্বর পর্যন্তও বেড়েছে পরীক্ষার্থীর। ফলে মেধা তালিকাতেও এসেছে বদল। মেধা তালিকায় স্থান বদলেছে চারজন পরীক্ষার্থীর। অন্যদিকে প্রথম দশের মেধা তালিকায় ঢুকে পড়েছে আরও সাতজন। শুক্রবার

সাংবাদিক বৈঠক করে এই ফলাফল জানান মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিনের রিভিউ রেজাল্ট ঘোষণার পর জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অলিভ গায়েন ষষ্ঠ থেকে চতুর্থে উঠে এসেছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের সপ্ত দে সপ্তম থেকে উঠে এসেছে পঞ্চমে। একই জেলার আবৃত্তি ঘটক সপ্তম থেকে উঠে এসেছে ষষ্ঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঋতব্রত নাথ নবম থেকে সপ্তমে উঠে এসেছে। তবে ১২ হাজারের বেশি খাতায় যোগে ভুল নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু।

## 'আপনিও তো একসময় রাজ্যপাল ছিলেন', এবার ধনখড়ের শরণে বিমান

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ** জগদীপ ধনখড় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকাকালীন বারবার সামনে এসেছে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। মতানৈক্যও হয়েছে অনেক। তাঁর উত্তরসূরী সি ভি আনন্দ বোসের সময়েও বদলায়নি ছবিটা। বিধায়কদের শপথ ঘিরে নতুন করে তৈরি হয়েছে জটিলতা। সেই জট কাটাতে এবার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা দেশের উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে কথা বললেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ভগবানগোলার জয়ী প্রার্থী রেয়াত হোসেন ও বরানগরের জয়ী প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ ঘিরে তৈরি হয়েছে জটিলতা। রাজভবনের সঙ্গে বিধানসভার চিঠি চালাচালি হয়েছে, বিধায়করাও চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু বিধানসভায় যেতে নারাজ রাজ্যপাল। অন্যদিকে, বিধায়করাও রাজভবনে যাবেন না। ধরনায় বসে গিয়েছেন তাঁরা। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবারই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে। সূত্রের খবর, শুক্রবার এই বিষয়েই জগদীপ ধনখড়রের সঙ্গে কথা হয়েছে স্পিকারের। উপ রাষ্ট্রপতিকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনখড়কে হস্তক্ষেপ করার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। বিধানসভা সূত্রের খবর, তিনি উপরাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করে বলেছেন, ''আপনি একসময় এই রাজ্যের রাজ্যপাল ছিলেন। আপনার সময়ও এরকম একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি বিধানসভায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথবাক্য পাঠ করান। আপনি এখন রাজ্যপালের সুপিরিয়র। আপনি রাজ্যপালকে বোঝান।''

## বৌবাজারের ছাত্রাবাসে মোবাইল চুরির সন্দেহে পিটিয়ে খুন

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুনঃ** এ বার গণপিটুনির ঘটনা খাস কলকাতায়। বৌবাজারের ছাত্রাবাসে গণপিটুনিতে মৃত এক জন। মোবাইল চোর সন্দেহে তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, হস্টেলের দোতলায় এই কাণ্ড হয়েছে। এই ঘটনায় ছাত্রাবাসের ভিতর থেকে ১৫-১৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতের নাম ইরশাদ। তাঁর বয়স ৪৭ বছর। চাঁদনি চক এলাকায় একটি টিভি সারাইয়ের দোকানে কাজ করেন তিনি। শুক্রবার তাঁকে বউবাজারের হস্টেলে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার হস্টেলের এক আবাসিকের মোবাইল ফোন চুরি যায়। ফোন চুরির অভিযোগ করা হয়েছিল থানায় বলে খবর। শুক্রবার সকালে হস্টেলের পাশে এক দোকানের মালিক ছাত্রদের জানান, ওই লোকটি এলাকায় ঘুরঘুর করছেন। বৌবাজারে ওই উদয়ন হস্টেলের উল্টোদিকে রয়েছে বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। অভিযোগ, দোকানি বলার পরেই হস্টেলের সামনে ফুটপাথ থেকে ওই ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যান ছাত্রেরা। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ এই ঘটনা হয়। ফুটপাথ থেকে তাঁকে তুলে আনার সময়ও মারধর চলছিল বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বৌবাজার থানার পুলিশ। তারা হস্টেলে ঢুকতে চাইলে প্রথমে গেট খোলা হয়নি বলে অভিযোগ। তার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মুচিপাড়া থানার পুলিশ। তাদের জন্যও দরজা খোলা হয়নি বলে অভিযোগ। মনে করা হচ্ছে, দোতলায় মারধরের পর সিঁড়ি দিয়ে ইরশাদকে নামিয়ে আনা হয়। সে সময় তাঁকে হিন্দিতে বলতে শোনা গিয়েছে, ''খুব মেরেছে (বহুত মারা)।'' এর পর তাঁকে উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের স্ত্রী থানায়

অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার পরেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। হস্টেলে গিয়ে ১৫-১৬ জনকে আটক করেছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের পায়ে আঘাত লেগেছে। স্থানীয় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ জোগার করার চেষ্টা করছেন পুলিশ কর্মীরা। গত কয়েক দিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত উত্তর ২৪ পরগনায় গণপিটুনির ঘটনা চলছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুচুরির অভিযোগ তুলে মারধর করা হচ্ছে। বারাসতের এক শিশুর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই সমাজমাধ্যমে 'ছেলেধরা' নিয়ে 'গুজব' ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ২৪ পরগনায়। তার পরেই বারাসত, খড়দহ, অশোকনগরে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। বনগাঁতে এক যুবককে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করেন স্থানীয় লোকজন। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রতিটি ঘটনাতেই লোকমুখে বা সমাজমাধ্যমে 'গুজব' ছড়িয়ে পড়ার পর সেই ঘটনা ঘটেছে। বারাসতে একই দিনে দুই জায়গায় মোট তিন জনকে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করা হয়। তাঁদের মধ্যে এক মহিলাও ছিলেন। পরে অশোকনগরে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনি দেওয়া হয় এক তরুণীকে। বাধা দিতে গেলে পুলিশকেও মারধর করে উন্মত্ত জনতা। খড়দহে এক যুবককে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করেন এলাকার মানুষ। বনগাঁ পুরসভা এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরপল্লিতে রাস্তায় ভবঘুরে এক যুবককে ঘুরতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। দ্রুত গুজব ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়দের সন্দেহ হয়, ওই যুবক ছেলেধরা। শিশু অপহরণের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। মুহূর্তে এলাকায় লোকজন জড়ো হয়ে যায়। শুরু হয় গণপিটুনি। ছেলেধরা সন্দেহে ওই যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি এখন বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গাইঘাটাতেও এক যুবককে মারধর করা হয় ছেলেধরা সন্দেহে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। এ বার কলকাতায় মোবাইল চোর সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা। তাতে মৃত্যু হয়েছে যুবকের।

## প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন ইরান, মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪ প্রার্থী

তেহরান, ২৮ জুন ঃ ইরানে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। তবে এরপরও ভোটার উপস্থিতি থাকলে ভোটদানের সময় মধ্যরাত পর্যন্ত বা।তে পারে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নিয়ম অনুসারে, যদি কোনও প্রার্থী কমপক্ষে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পান, তবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর প্রথম শুক্রবার শীর্ষ দুই প্রার্থীর মধ্যে ফের রান-অফ রাউন্ডের ভোট হবে।হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় গত ১৯ মে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর ইরানিরা নতুন নেতা নির্বাচনের জন্য ভোট কেন্দ্রে আসছেন। জনসাধারণের কঠিন এই সময়ে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনীর প্রতি অনুগত চার প্রার্থী এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই আগাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী ৮০ জনের মধ্য হতে ৬ জনকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছিল ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিল। তবে পরে দুই জন প্রার্থী অন্যদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে সরে আসার ঘোষণা করেন। ফলে এবারের নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন চার প্রার্থী। এর এই চার প্রার্থী হলেন- মাসুদ পেজেশকিয়ান, মোস্তফা পুরমোহাম্মাদি, সাইদ জলিলি এবং মোহাম্মদ বাকের কলিবফ।

## মিশরে ৯০০ বছরের পুরনো ১৪০০টি মমি উদ্ধার করা হয়েছে

ইজিপ্ট, ২৮ জুন ঃ মিশরের আসওয়ান শহর থেকে উদ্ধার ১৪০০টির বেশি মমি। শুক্রবার মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের তরফে জানা গেছে, সম্প্রতি মিশরের এই শহর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ৩৬টি সমাধি খুঁজে পেয়েছেন। যার প্রতিটিতে ৩০ থেকে ৪০টি মমি রয়েছে। জানা গেছে, মমিগুলি ৯০০ বছর আগের বলে অনুমান করছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। উল্লেখ্য, প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই শহরটিকে এমনিতেই মৃতের শহর বলে থাকেন। নীল নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত এই আসওয়ান শহরটি ৪৫০০ হাজার বছরের পুরনো। এই শহরে মধ্যে প্রাচীন পারস্য, মিশরীয়, রোমান, গ্রীক এবং উপক্রান্তীয় আফ্রিকানরা বসবাস করত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি বিশেষ দল পাঁচ বছর ধরে কাজ করে এই মমিগুলি আবিষ্কার করেছেন। মনে করা হচ্ছে, এখানে যাঁদের সমাধিস্থ করা হয়েছিল তাঁরা সংক্রামক রোগে মারা গিয়েছিলেন।প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানান, এই শহরে মানুষদের শ্রেণি অনুসারে সমাধিস্থ করা হয়েছে। অভিজাতদের পাহাড়ের চূড়ায় সমাধিস্থ করা হয়েছে এবং মধ্যবিত্তদের তাঁদের নীচে সমাধিস্থ করা হয়েছে। মিলানের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ প্যাট্রিজিয়া পিয়াসেন্টিনি বলেন, সমাধিস্থলটি প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার ফুট প্রসারিত।

## কর্ণাটকের হাভেরিতে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা টেম্পো ট্রাভেলারের, ৩ শিশু-সহ মৃত্যু ১৩ জনের

হাভেরি, ২৮ জুন ঃ কর্ণাটকের হাভেরি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা মারল একটি টেম্পো ট্রাভেলার। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মোট ১৩ জনের, মৃত ১৩ জনের মধ্যে ৩টি শিশু রয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। শুক্রবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ব্যাদাগি তালুকের অন্তর্গত গুন্দেহাল্লি ক্রসিংয়ে।পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ভোররাত ৩.৪৫ মিনিট নাগাদ হাভেরি জেলার ব্যাদাগিতে জাতীয় সড়ক ৪৮-এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা মারে একটি টেম্পো ট্রাভেলার। টেম্পো ট্রাভেলারে মোট ১৭ জন যাত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে ১১ জন দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং দু''জনকে হাসপাতালে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আহত চারজনের মধ্যে দু''জন হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন।

## উত্তরবঙ্গে সরকারি ভবনে ছাদ কেন লাল, গেরুয়া হবে? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতার

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সরকারি ভবনে কোথাও কোথাও রাজ্যের স্বীকৃত রং আকাশি নীল ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে উষ্মা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।উত্তরবঙ্গে ভিন্ন রংয়ের টিন কী ভাবে আমদানি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশও মুখ্য সচিবকে দিয়েছেন মমতা। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকেও এ বিষয়ে মমতার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। নীল-সাদা রং নিয়ে আগেই তপর হয়েছিল রাজ্য সরকার। সরকারি ভবন তো বটেই, এমনকি ব্যক্তির বাড়িতে ওই রং করা হলে কর ছাড়ের সুবিধার কথাও ঘোষণা হয়েছিল।গত বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, ' পাঁচটা বাড়ি নিয়ে জয়পুর যদি পিঙ্ক সিটি হতে পারে, তাহলে রাজ্যের নিজস্ব রং এখানে কেন মানা হচ্ছে না? উত্তরবঙ্গের সব বাড়িতে লাল বা গেরুয়া টিন লাগিয়ে দিয়েছে। যারা ওই টিন সরবরাহ করে তাদেরবলতে হবে, এটা আমাদের রাজ্যের রং নয়। মুখ্যসচিব এই কাজ করবেন। যে যেমন খুশি জামাকাপড় পরতে পারে। নিজের ইচ্ছেমতো বাড়িও তৈরি করতে পারে । কিন্তু বাড়ির ছাদ লাল, গেরুয়া করে দেবে কেন?'' প্রশাসনিক বিশ্লেষকদের অনেকের অবশ্য প্রশ্ন, তবে কি মুখ্যসচিব টিনের সরবরাহকারীদের ডেকে জানাবেন, রাজ্যের নির্ধারিত রং ছাড়া অন্য রঙের টিন আনা যাবে না?মমতা এ দিন কেন্দ্রকেও নিশানা করে বলেন, ' স্টেশন সব গেরুয়া করে দিয়েছে। দলের রং কেন থাকবে? আমার দলের রং তো ব্যবহার করি না!..পূর্ত দফতরকে বলব, নবান্নের রং সবাইকে পাঠাতে হবে। মুখ্যসচিবের মাধ্যমে সব দফতরে যাবে।''বিধানসভায় বিজেপির সচেতক শঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, ' মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক মুখ খুব দ্রুত প্রকাশ পেয়েছে। যে কোনও দখলদারির পিছনে দিদিমণির দুষ্টু-দামাল ভাইয়েরা। উনি লাল, গেরুয়া বলে কী বোঝাতে চাইছেন? পুরসভা নির্বাচনের আগে পুর-এলাকাগুলো তো বিরোধীমুক্ত করেছিল তৃণমূল। তা হলে সেই নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করা হোক।'' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর দাবি, ' মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন বাড়ির রং নীল-সাদা করলে কর ছাড় মিলবে। লোকে তাতে সাড়া দেয়নি। কে কোন রং পছন্দ করবেন, সেটা মানুষের স্বাধীনতা। কে কী খাবে, বিজেপির সরকার ঠিক করে দিতে চায়, মুখ্যমন্ত্রীও এক রঙে সব রাঙাতে চান!''

## 'খুচরো' পয়সার সমস্যায় জর্জরিত ব্যবসায়ীরা

দক্ষিণ দিনাজপুর,২৮জুনঃ বর্তমানকালে বাজারে হঠাৎ অন্তর্ধান ঘটেছে খুচরো টাকার। কোভিডকাল এবং তার পরবর্তীতে বাজারে এক টাকা, দুই টাকার কয়েনের প্রয়োজনের অধিক জোগান ছিল। এমন অবস্থা ছিল, দু'পাঁচ টাকার পণ্য কিনে ক্রেতারা খুচরো টাকা দিতে গেলে ব্যবসায়ীরা মেজাজ দেখিয়ে বলতেন, 'এই খুচরো টাকা দেবেন না।' 'চলবে না।' 'হয় দশ, বিশ টাকার নোট দিন, নচে পণ্য ফেরত দিন।' আর আজ। সেই কয়েনের জন্য এখন বিক্রেতারা পড়েছেন মহা ফ্যাসাদে। এক দুই টাকার কয়েনের খোঁজে তাঁরা ছুটছেন এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আর এক ব্যবসায়ীর নিকট। সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সহ সারা বংশীহারী এবং বুনিয়াদপুর এলাকায় এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, এমনকি দশ টাকার কয়েন বা নোটের অভাব দেখা দিয়েছে।মালদা থেকে বালুরঘাটগামী সরকারি বাসের কনডাক্টর সুনীল সরকার বলেন, 'কী বলবো দাদা, দশ টাকা, পনেরো টাকা ভাড়া দিতে কেউ ১০০ টাকা আবার কেউ ৫০০ টাকার নোট ধরিয়ে দিচ্ছে। বলছে, খুচরো নেই। টাকা ফেরত দিতে আমায় হিমসিম খেতে হচ্ছে।' বুনিয়াদপুরের মুদি ব্যবসায়ী দীনেশ সাহা বলেন, 'কয়েকদিন থেকে এলাকায় এক টাকা, দুই টাকার কয়েন এবং দশ, বিশ টাকার নোটের আকাল দেখা দিয়েছে। কোনও ব্যক্তি পাঁচ, দশ টাকার পণ্য কিনলে সোজা ১০০, ২০০ কিংবা ৫০০ টাকার নোট ধরিয়ে দিচ্ছে। জানি না, কী কারণে খুচরো টাকার আকাল দেখা দিল।' খুচরো বিভ্রাট প্রসঙ্গে এসবিআই বুনিয়াদপুর শাখার ম্যানেজার নয়ন সরকার বলেন, 'এই ব্যাপারে এখন কিছু বলা যাবে না।' এখন দেখার, কবে বাজারে খুচরো টাকার জোগান এসে অভাব দূর হয়। তবে বর্তমানে খুচরো পয়সার অভাবে সমস্যায় জর্জরিত ব্যবসায়ীরা।

## রাজ্য অনুমতি দিলেও শুভেন্দুরা ৩০ জুন রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসবেন না!আচমকা কী হল?

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসার অনুমতি না দেওয়ায় কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা ঠুকেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ওই মামলার শুনানি ছিল। সেখানে রাজ্য জানায়, ৩০ জুন রাজভবন চত্বরে ধর্নায় বসতে পারেন শুভেন্দু (Suvendu Adhikari)। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে অবধি নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের নিয়ে অবস্থানে বসতে পারেন তিনি।রাজ্যের তরফ থেকে ধর্নায় বসার অনুমতি মিললেও শুভেন্দুর আইনজীবী অবশ্য এতে রাজি হলেন না। তিনি আদালতকে বলেন, রবিবার নয়, বরং শনিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে রাজভবনের (Raj Bhavan) সামনে ধর্নায় বসার অনুমতি প্রদান করা হোক। কারণ আগামী রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ' মন কি বাত' অনুষ্ঠান রয়েছে।সেকথা শুনে জাস্টিস সিনহা (Justice Amrita Sinha) আগামী ৭ জুলাই ধর্নায় বসার কথা বলেন। তখন রাজ্যের এজি তথা অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, ' রাজ্যের কাছ থেকে নির্দেশিকা নিয়ে এই বিষয়ে আদালতকে জানাতে হবে'। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সেদিন এই বিষয়ে রাজ্যের তরফ থেকে অনুমতি মিলল কিনা তা জানাবেন অ্যাডভোকেট জেনারেল।পুলিশের তরফ থেকে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসার অনুমতি না পাওয়ার পর কার্যত ফুঁসে উঠেছিলেন শুভেন্দু। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, গত অক্টোবর মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজভবনের সামনে পাঁচ দিন ধর্নায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের তরফ থেকে কোনও রকম বাধা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র বিজেপি নেতা বলে শুভেন্দুকে ধর্নায় বসায় অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।এই প্রসঙ্গে আদালতের তরফ থেকে রাজভবনের বদলে অন্য কোনও স্থান খুঁজে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে গত বৃহঃবার শুনানিতে রাজ্য জানায়, আগামী ৩০ জুন রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসতে পারেন শুভেন্দু। তবে এবার দিনক্ষণের জটিলতার কারণে আটকে গেল রাজ্যের বিরোধী দলনেতার ধর্না কর্মসূচি।

## অবশেষে জামিন হেমন্ত সোরেনের, পাঁচ মাস বন্দি থাকার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন মঞ্জুর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ অবশেষে জামিন পেলেন হেমন্ত সোরেন। শুক্রবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে ঝাড়খণ্ড হাই কোর্ট। জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেখান থেকে আর্জি প্রত্যাহার করে নেন। অবশেষে তাঁকে জামিন দিল ঝাড়খণ্ড হাই কোর্ট। লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন হেমন্ত সোরেন । দু'দিনের সওয়াল জবাব পর্বের পর তথ্য গোপনের অভিযোগে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত ।১৩ জুন শুনানির পর হেমন্ত সোরেনের জামিন নিয়ে রায়দান সুরক্ষিত রেখছিল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট । শুক্রবার আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে । আদালতের রায়ের পর সোরেনের আইনজীবী অরুণাভ চৌধুরী বলেন, সোরেনের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে । আদালত প্রাথমিকভাবে মনে করেছে যে তিনি এই মামলায় দোষী নন এবং জামিনে থাকাকালীন আবেদনকারীর অপরাধ করার কোনও সম্ভাবনা নেই ।ইডির আগে আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) সংক্রান্ত রাঁচির বিশেষ আদালত হেমন্ত সোরেনের জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। তার পরেই ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। অবশেষে প্রায় পাঁচ মাস পরে জামিন পেলেন হেমন্ত।

## কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৩৮ তম জন্ম দিন পালন,কবি ও সাহিত্য সম্মেলন

দুরন্তবার্ত,২৮জুনঃকবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম দিন পালন হয় ।জন্ম স্থান পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কাছে পাতিলপাড়ায়। প্রথমে কবির মূর্তিতে মালা দেওয়া হয়।সারা দিন ধরে সাহিত্য সভা কবি সম্মেলন হয়। নৃত্য গীত আলেচনা ও কবির জীবনি অবলম্বনে নাটক হয়। নাটকটি রচনা করেছেন ডঃ রমলা মুখার্জী স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে তিনি ও অংশগ্রহণ করেন। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন ২৬ সে জুন ১৮৮৭ সালে।১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুর হরিপুর । তিনি মাতুলালয়ে পূর্ব বর্ধমান পাতিল পাড়া জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত মায়ের নাম মহিত সুন্দরী দেবী। তাঁর কাব্যে গ্রন্থ মরীচিকা (১৯২৩) মরুশিখা (১৯২৭) মরুময়া (১৯৩০) সায়ম (১৯৪০) হাট লোহার ব্যথা কবিতা পাঠ্যপুস্তক অনেকেই পড়েছেন । তাঁকে মনে রেখেছেন। তিনি কর্ম জীবনে ইন্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁকে দুঃখবাদী কবি বলা হয়। পাতিল পাড়া কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মূর্তিতে মালা দেওয়া হয়। পাশে সিঙ্গারকোন ঐকাতান হলে জন্মদিন পালন হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ। ঐ অনুষ্ঠানে ধ্রুবতারা বই উদ্বোধন করেন প্রাক্তন তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক ও কবি অরবিন্দ সরকার। শিবশঙ্কর বক্সী দুলাল সুর আর্য বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার দীপঙ্কর চক্রবর্তী চিন্ময়ী চ্যাটার্জি টুলু টুল গাঙ্গুলী শিখা চৌধুরী উদয় চাঁদ কুন্ড গুরুপসাদ যশ মুরারী চক্রবর্তী রূপা চৌধুরী সহ শতাধিক নবীন প্রবীণ মহিলা স্থানীয় ও কলকাতা সহ রাজ্যের কবি গণ উপস্থিত ছিলেন। পাতিল পাড়া গ্রামবাসী অনুষ্ঠানে সম্পাদিকা মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আমরা প্রতিবছর কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্ম দিন পালন করি। প্রতি মাসে অনুষ্ঠান হয়। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গবেষণাগার রয়েছে। অনুষ্ঠানে আসার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

## এন এইচ ২বি জাতীয় সড়কে ভেদিয়া উড়ালপুলের কাজ শেষ পর্যায়ে

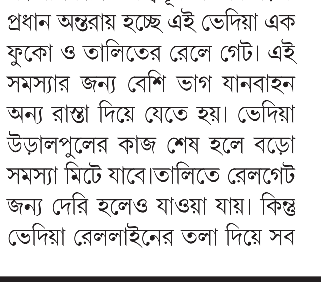

দুরন্তবার্তা, গুসকরাঃ ভেদিা উড়ালপুলের কাজ শেষ পর্যায়ে। রেললাইনের ওপর অংশ টুকু জুড়ে দিলে কাজ শেষ। বর্ধমান রামপুরহাট লুপ লাইনে রেলসেতু নির্মাণ কাজ চলছে জোড় কদমে। ২০২১ সালে আগষ্ট মাসে কাজ শুরু হয়েছে।ঐ বছর জুন মাসে দরপত্র আহ্বান করা হয়। রাজ্য পূর্ত দফতরের তত্ত্বাবধানে এই কাজ চলছে।ব্রীজ সংযোগ রাস্তা নিয়ে মোট ২১৫০ মিটার।চার লেনের এই উড়ালপুলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৬৭ কোটি টাকা। বর্ধমান মোড় গ্রাম এন এইচ ২বি জাতীয় সড়কে ভেদিয়া পাশে রেললাইনের নিচে দিয়ে এই রাস্তা। সাড়া বছর সমস্যা। এই এক ফুকো দিয়ে যেকোনো একটি মাত্র গাড়ি যেতে পারে। বর্তমানে রাস্তা থেকে অনেক নিচু । বর্ষা বা বৃষ্টি হলে জল জমে যায়। ফলে যানবাহন চলাচল সমস্যা হয় । ব্যাপক যানজট হয় । বড়ো গাড়ী রেললাইনের তলা দিয়ে যেতে পারে না। এই দক্ষিণ বঙ্গের সাথে উত্তর বঙ্গের সংযোগকারি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই ভেদিয়া এক ফুকো ও তালিতের রেলে গেট। এই সমস্যার জন্য বেশি ভাগ যানবাহন অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। ভেদিয়া উড়ালপুলের কাজ শেষ হলে বড়ো সমস্যা মিটে যাবে।তালিতে রেলগেট জন্য দেরি হলেও যাওয়া যায়। কিন্তু ভেদিয়া রেললাইনের তলা দিয়ে সব সময় সব গাড়ী যেতে পারে না। কলকাতা বর্ধমান বোলপুর শান্তিনিকেতন যাওয়ার জন্য ভেদিয়া উড়ালপুলে ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তালিতের রেললাইনের ওপর উড়ালপুলের কাজ কয়েক মাসের মধ্যে শুরু হবে বলে জানা গেছে।জমি অধিগ্রহণ কাজ শেষ পর্যায়ে। ২৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা দরকার।তার মধ্যে ১৭'৫৩৫ একর অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাকি ৯ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এই জমির মালিক গণ কিছু দিনের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাবে। এই ওড়ালপুল তৈরী জন্য প্রথম পর্যায়ে ১৪৬ কোটি টাকা। পড়ে বেড়ে ২২৩ কোটি টাকা। ব্রীজ ও সংযোগকারী রাস্তা ২২০০ মিটার । বর্ধমান বোলপুর সিউড়ি রামপুরহাট সহ উত্তর বঙ্গের সংযোগকারি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক এন এইচ ২বি এই জাতীয় সড়ক । বর্ধমানের পাশেই তালিত গেট ।গেট বন্ধ হলে খুলতে দেরি হয়। রাজধানী বন্দে ভারত শতাব্দী কলকাতা বর্ধমান বোলপুর আসানসোল যাওয়ার এই রেললাইনে প্রতিদিন শতাধিক ট্রেন মালগাড়ি যাতায়াত করে। ফলে রেলগেট বন্ধ হলে তিব্র যানজট হয়। জট ছাড়ার আগেই আবার রেলগট পরে যায়। এই জাতীয় সড়কে সচল করতে গতি আনতে তালিত ও ভেদিয়া উড়ালপুলের ভীষণ প্রয়োজন। দক্ষিণ বঙ্গের সাথে উত্তর বঙ্গের সংযোগকারি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক প্রধান অন্তরায় হচ্ছে তালিত গেট ও ভেদিয়া উড়ালপুলের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ওড়ালপুল তৈরী হলে জাতীয় সড়কে গতি বাড়বে। যানবাহন চলাচল বাড়বে।সময় বাঁচবে।

## ২৯ জুন শুরু বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, জম্মু থেকে রওনা পুণ্যার্থীদের প্রথম দল

জম্মু, ২৮ জুন ঃ আর মাত্র কয়েক ঘঃটার অপেক্ষা, ২৯ জুন (শনিবার) থেকে শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পুণ্যার্থীরাও যথেষ্ট উসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে রয়েছেন। শুক্রবার সকালেই জম্মু বেস ক্যাম্প থেকে পহেলগাঁও ও বালতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে পুণ্যার্থীদের প্রথম দল। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা পতাকা নেড়ে পুণ্যার্থীদের প্রথম দলকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের প্রথম দল জম্মু থেকে রওনা হয়েছে। গত ৩-৪ বছরে অমরনাথ যাত্রার জন্য প্রচুর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এবারও জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে, নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।চলতি বছর অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে ২৯ জুন থেকে, চলবে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় তীর্থযাত্রীদের জন্য লাইভ টেলিকাস্টের (সরাসরি সম্প্রচার) ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ড। ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বরফে ঢাকা শিবলিঙ্গের গুহা দর্শনে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তরা ভিড় করেন অমরনাথে। এ বছর ৫২ দিন ধরে পুণ্যার্থীরা অমরনাথ দর্শন করতে পারবেন। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগের পহেলগাঁও থেকে ৪৮ কিমি এবং মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরওয়ালের বালতাল থেকে ১৪ কিমি হেঁটে পৌঁছাতে হয় অমরনাথে। দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পথ হলেও মহাদেবের টানে বয়স নির্বিশেষে ভক্তদের সমাগম হয় এই পুণ্যস্থানে।

## নিট পরীক্ষা প্রসঙ্গে মোদীকে চিঠি মমতার, আগের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান

কলকাতা, ২৮ জুন ঃনিট পরীক্ষা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন জানিয়েছেন, নিট বাতিল করা হোক। পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগে এই পরীক্ষা পরিচালনার পূর্ববর্তী ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিট-ইউজি নিয়ে এখনও পর্যন্ত যত অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত করছে সিবিআই। পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমতাবস্থায় নিট বাতিলের আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

## নিট ইস্যুতে লোকসভায় আলোচনা চাইলেন রাহুল, ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি নিম্নকক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে লোকসভায় আলোচনা চাইলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর রাহুল গান্ধী বলেন, আমরা বিরোধী দল ও সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের শিক্ষার্থীদের একটি যৌথ বার্তা দিতে চাই, যে আমরা এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তাই, আমরা ভেবেছিলাম শিক্ষার্থীদের সম্মান করার জন্য আমরা আজ নিট নিয়ে আলোচনা করব, একটি উৎসর্গীকৃত আলোচনা।লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এদিন নিট নিয়ে আলোচনার দাবি জানান, একই দাবি জানান বিরোধী দলের সাংসদরাও। তখন স্পিকার ওম বি।লা বলেন, রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপন হবে আগে। বিরোধীরা নিজেদের দাবিতে অন। থাকলে লোকসভার অধিবেশন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।রাজ্যসভাতেও নিট ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এরপর রাজ্যসভার অধিবেশনও বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

## প্রবল বৃষ্টিতে গরম থেকে নিস্তার পেল দিল্লি, রাস্তায় জল জমে বাড়ল ভোগান্তিও

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃদীর্ঘ অস্বস্তিকর গরমের পর বৃষ্টি স্বস্তি ফেরালো রাজধানী দিল্লিতে। বৃষ্টিতে স্বস্তি ফিরলো ঠিকই, তবে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ভোগান্তির শিকারও হতে হয়েছে দিল্লিবাসীকে। শ্লথ গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন। আগের দিন বৃহস্পতিবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে দিল্লিতে। বৃহস্পতিবার সারারাত বৃষ্টির পর শুক্রবার সকালেও বৃষ্টি থামেনি দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে। রাতভর বৃষ্টির জেরে দিল্লির নানা স্থানে রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। কোথায় হাঁটু, আবার কোথাও কোমর পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে।তাপপ্রবাহের হাত থেকে নিস্তার পেলেও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে রাজধানীর বেশ কয়েকটি জায়গায় জল জমে বিপর্যস্ত জনজীবন। মিন্টো রোড-সহ বেশ কয়েকটি রাস্তায় এক কোমর জল। মিন্টো রোডের উপর গাড়ি ভেসে যেতেও দেখা গিয়েছে। দিল্লির মধু বিহার এলাকা জলের তলায়, ভিকাজি কামা প্লেস মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় জলমগ্ন। দিল্লির কনৌট প্লেস, মেহরাউলি বদরপুর রোডও জলের তলায়।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে অসহ্য গরম থেকে দিল্লিবাসীকে স্বস্তি দিয়েছে বৃষ্টি, আর এই বৃষ্টিই বয়ে এনেছে চূড়ান্ত ভোগান্তি। সারারাতের বৃষ্টির পর শুক্রবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় জল জমে গিয়েছে, কোথাও হাঁটু পর্যন্ত, কোথাও আবার হাঁটুর ওপরে জল জমে গিয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ার জন্য দিল্লিতে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন গাড়ির চালকরা, শ্লথ গতিতে চলাচল করেছে গাড়ি।তবে, দিল্লির মেয়র শেলি ওবেরয় বলেছেন, গতবারের তুলনায় এবার পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। শেলি ওবেরয় শুক্রবার সকালে বলেছেন, মরসুমের প্রথম বৃষ্টি এটি। সমস্ত পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্ত দফতর ও অফিসাররা মাঠে নেমে কাজ করছেন। এই পরিস্থিতির আর সম্মুখীন হতে হবে না দিল্লিবাসীকে।অন্যদিকে লখনউ ও গুরুগ্রামতে,ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মতোই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল উত্তর প্রদেশ, বৃষ্টি হয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রামেও। শুক্রবার সকালে প্রবল বৃষ্টি হয় উত্তর প্রদেশের নয়ডা ও মোরাদাবাদ-সহ বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি হয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রামেও। গুরুগ্রামে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হয়েছেন মানুষজন। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে ধীর গতিতে চলাচল করছে যানবাহন।এদিকে, রাজধানী দিল্লিতেও বৃষ্টিতে দুর্বিষহ অবস্থা। শুক্রবার ভোররাত আড়াইটে থেকে ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত এই তিন ঘণ্টায় দিল্লিতে বৃষ্টি হয়েছে ১৫০ মিলিমিটার। কয়েক ঘণ্টার এই বৃষ্টিতে রাজধানীর বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। দিল্লির নিচু এলাকাগুলিতে বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে গিয়েছে। যান চলাচলের অবস্থাও তথৈবচ। রাস্তায় রাস্তায় বিপুল যানজট। ভারী বৃষ্টির জেরে প্রভাব পড়েছে বিমান চলাচলেও। তার সঙ্গে বিমানবন্দরের এক নম্বর টার্মিনালে ছাদ ভেঙে পড়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৫ জন। এক নম্বর টার্মিনাল থেকে সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

## ইউরো থেকে বাদ চার স্প্যানিশ রেফারি!

জার্মানি, ২৮ জুন ঃইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পাঁচজন স্প্যানিশ রেফারিকে নক আউট রাউন্ড থেকে বাদ দেওয়া হল।উয়েফা শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফিল্ড রেফারি জেসাস গিল মানজানোর সঙ্গে তার দুই সহকারী ডিয়েগো বারবেরো সেভিয়া ও অ্যাঞ্জেল নেভাদো রদ্রিগেজ এবং ভিএআর রেফারি আলেহাঃেদ্রা হার্নান্দেজকে এবারের ইউরোতে ম্যাচ পরিচালনা করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে উয়েফা কর্তৃপক্ষ।তাদের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার অভিযোগ ছিল, ফ্রান্সের সঙ্গে ম্যাচে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এই রেফারিরা। এই ম্যাচে ফ্রান্স জিতেছিল এক গোলে।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯জুন মার্ট ঃশনিবার, ১৪ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪ আষাঢ় মাস ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৪ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং ৫৬শতকরা। বৃষ্টিহয়েছে শুক্রবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৭টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**বাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ।। **মিথুন রাশিঃ** আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **কর্কট রাশিঃ**বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে। মানসিক যন্ত্র না হবে **সিংহ রাশিঃ** অস্বস্তি আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে কিন্তু আপনার কোনো বন্ধু এর থেকে বেরনোর জন্য আপনাকে অসম্ভব সাহায্য করবে। **কন্যা রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু একজন স্বার্থপর বদরাগী ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলবেন কারণ তিনি আপনাকে কিছু মানসিক উত্তেজনা দেবে যা পুনরায় সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। শুভ দিন। **তুলারাশিঃ**আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** যেহেতু আপনি কিছু অসুবিধার সামনা করতে পারেন তাই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখুন-অন্যথায় এটি আপনাকে কিছু গুরুতর ঝামেলায় ফেলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **ধনু রাশিঃ**আপনার পিতা মাতার প্রতি অমর্যাদা আপনার ভবিষ্যত সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। **মকর রাশিঃ**অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে **মীন রাশিঃ** আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন

# টাকি পৌরসভায় হকার দের পুর্নবাসন দেওয়ার উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ২৮ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর রাস্তার ধারে বেআইনি দখলদারি রুখতে মাইকিং করা হয় টাকি পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় । মাইকিং এর পর শুক্রবার সকালে টাকি পৌরসভার হাসনাবাদে ফুটপাত দখল করে থাকা ব্যাবসায়ীদের শনিবার থেকে রাস্তার ধার থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো প্রশাসন। পাশাপাশি তাদের কে পুর্নবাসন দেওয়ারও উদ্যোগ নিলো পৌরপ্রশাসন। টাকীর পৌর প্রধান, উপ পৌরপ্রধান এবং কাউন্সিলাররা হাসনাবাদ থানার পুলিশের সহযোগিতায় টাকি পৌরসভা এলাকার হাসনাবাদ বাস স্ট্যান্ড, বনবিবি সেতু সংলগ্ন স্থানে ফুটপাত দখল মুক্ত অভিযানে নামে। তবে ব্যাবসায়ীদের উচ্ছেদ না করে তাদের জন্য বিকল্প ব্যাবস্থার আশ্বাসও দেয় পৌর প্রশাসন। বিকল্প জায়গা পেতে আগামী সোমবার থেকে পৌরসভাতে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে ব্যাবসায়ীদের। সেই আবেদনপত্রের ভিত্তিতে ব্যবসাযীদেরকে পুনর্বাসন ও সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত সহযোগিতা দেওয়া হবে বলে জানান পৌরপ্রধান সহ পৌর আধিকারিকরা।

## বিদ্যুৎ পোস্টে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু দুই বিদ্যুৎ কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ জুন ঃ বিদ্যুৎ পোস্টের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল বিদ্যুতের দুই অস্থায়ী কর্মীর। আর এই ঘটনায় এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শুক্রবার পাঠালো পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মগরাহাট থানা এলাকার রাধানগর গ্রামে বিদ্যুতের পোস্টে কাজ করতে গিয়েছিল বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। বিদ্যুতের তার জোরার সময় আকস্মিক বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর কোলের ঢলে পড়ে দুই কর্মী। তাঁরা হলো সালামাতুল্লাহ লস্কর (৩০) ও মেহেরাজ মন্ডল(২২) দুজনেরই বাড়ি জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া নিজ এলাকায়। এই ঘটনা ঘটার পরে তড়িঘড়ি তাদেরকে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ শুক্রবার বেলায় জয়নগর থানা থেকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করলো জয়নগর থানার পুলিশ। কিভাবে এই মৃত্যু ঘটলো তাঁর তথ্য অনুসন্ধানে বিদ্যু দপ্তরের আধিকারিকরা ও পুলিশরা ঘটনাস্থলে শুক্রবার যান। আর এই ঘটনায় মৃতদের গ্রামে শোকে ছায়া নেবে এসেছে।

## উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ২৮ জুন ঃ টি-২০ বিশ্বকাপের সেমি ফাইনালে ভারতের জয়ের পর গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। শুক্রবার সকালে হুগলির উত্তরপাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সৌরভ চট্টোপাধ্যায়(৪০)। উত্তরপাড়ার আরকে স্ট্রিটের বাসিন্দা। ভারতীয় রেলে কর্মরত ছিলেন তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত জেগে ভারত-ইংল্যান্ড টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখেন সৌরভ। এর পর ভোরে এক বন্ধুর সঙ্গে উত্তরপাড়ার রামঘাটে স্নান করতে চলে যান। সেখানেই জোয়ারের জলে তলিয়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সৌরভের বন্ধু পুলিশ এবং পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। পরে গঙ্গা থেকে সৌরভের দেহ উদ্ধার হয়। সৌরভের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## রেলের দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় বাতিল একাধিক লোকাল দূরপাল্লার ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ শিয়ালদহের পর চরম ভোগান্তির শিকার হতে চলেছেন রেলের দক্ষিণ-পূর্ব শাখার যাত্রীরা। শনিবার (২৯ জুন) থেকে বাতিল করা হয়েছে একাধিক লোকাল-সহ দূরপাল্লার ট্রেন। খড়গপুর শাখায় রেলের কাজের জন্য ব্যাহত হবে এই ট্রেন চলাচল। রেলের তরফে এক বিবৃতিও জারি করে বলা হয়েছে, প্রি-নন ইন্টারলকিং এবং নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলবে খড়গপুর শাখার আন্দুল স্টেশনে। ২৯ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই কাজ। এই ৮ দিন বাতিল থাকবে একাধিক লোকাল এবং দূরপাল্লার ট্রেন। সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে মোট ১২ টি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথও। ৩০ জুন, ২ ও ৬ জুলাই বাতিল থাকবে হাওড়া-দিঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস, হাওড়া-বারবিল-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস এবং সাঁতরাগাছি-পুরুলিযা-হাওড়া এক্সপ্রেস। সম্বলপুর-শালিমার এক্সপ্রেস ৫ তারিখে বাতিল থাকবে। ৫ জুলাই এবং ৬ জুলাই বাতিল থাকবে জগদলপুর-হাওড়া সমলেশ্বরী এক্সপ্রেস, হাওড়া-চক্রধরপুরবোকারো স্টিল সিটি এক্সপ্রেস। ৬ জুলাই চলবে না হাওড়া-তিতলাগড় কান্তবাঞ্জি-হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেন।

## কলকাতার গল্ফ গ্রিনে ভেঙে পড়ল গাছ, মৃত্যু এক রিক্সা চালকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ কলকাতার গল্ফ গ্রিনের সেন্ট্রাল পার্কের সামনে ভেঙে পড়ল একটি বড় গাছ। ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। তিনি পেশায় রিক্সা চালক। গোটা গাছটি উপড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার সময় গাছের মোটা একটি ডাল একজন রিক্সা চালকের মাথায় পড়ে। মাথা ফেটে গিয়ে রক্তপাত শুরু হয। তড়িঘড়ি তাঁকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম অলোক কযাল। তিনি রিক্সা স্ট্যান্ডের কাছেই থাকতেন। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। ওই এলাকায় রিক্সা চালাতেন তিনি।

## বজবজে সোনার দোকানে ডাকাতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ বজবজে সোনার দোকানে ডাকাতি। শুক্রবার দুপুরে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটল বজবজের একটি সোনার দোকানে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ক্রেতা সেজে তিন জন দুস্কৃতী দোকানের ভিতরে ঢুকেছিল। মুখে ছিল কালো কাপড় ও মাথায হেলমেট পরিহিত তিন দুস্কৃতী নগদ ৬০ হাজার টাকা ও পাঁচ ভরি সোনার গযনা নিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেয। দোকানের কর্মীদের ভয় দেখিয়ে চলে লুঠপাট। পুলিশ খবর পেতেই ঘটনাস্থলে আসে। দোকান ও এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুস্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

## মেট্রো রেলওয়ে ক্রীড়াবিদ, গায়ক এবং নৃত্যশিল্পীদের নিয়োগের মাধ্যমে উৎসাহিত করে

কলকাতা, ২৮ জুন ঃ যদি কেউ সরকারি চাকরি খুঁজছেন, ভারতীয় রেলওয়ে তাদের জন্য সেরা বিকল্পগুলির মধ্যে একটি। প্রতি বছর ভারতীয় রেল বেশ সংখ্যক শূন্যপদ ঘোষণা করে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন নন-গেজেটেড জিআর-এ বিভিন্ন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। ডি পোস্ট এবং এছাড়াও ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কোটার অধীনে.মেট্রো রেলওয়ে, আকারে ছোট হলেও, ১৯৮৪ সালে তার সূচনা থেকেই কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে একটি কুলুঙ্গি তৈরি করেছে। মেট্রো রেলওয়ের নিরলস এবং নিরলস প্রচেষ্টা 'লাইফলাইন অফ দ্য লাইফলাইন'-এর বিশিষ্টতা অর্জনের জন্য অনেক দূর এগিয়েছে। জয়ের শহর'। একটি মসৃণভাবে মেট্রো চালানোর জন্য, মেট্রো রেলওয়ে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে দক্ষ কর্মী নিয়োগের উপর জোর দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র মেট্রো রেলওয়েকে সাহায্য করে না বরং বেকারত্বের সমস্যা দূর করতেও অনেক অবদান রাখে। আজ অর্থাৎ ২৮.০৬.২০২৪ তারিখে, দাবা, ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল এবং টেবিল টেনিসে পারদর্শী ১৩ জন ক্রীড়াবিদ এবং ২ জন প্রার্থী গান ও নৃত্য বিশেষজ্ঞ মেট্রো রেলে যোগদান করেছেন। এই নিয়োগের মাধ্যমে মেট্রো রেলওয়ে আবারও প্রমাণ করেছে যে এটি খেলাধুলা ও সংস্কৃতিতে প্রতিভাসম্পন্ন যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করে। এই ১৫ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের আজ মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি দ্বারা সংবর্ধিত করা হয়েছে। এই সমস্ত ক্রীড়াবিদদের আমাদের গর্ব বলে অভিহিত করে মহাব্যবস্থাপক তার আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতেও তারা মেট্রো সম্প্রদায়কে গর্বিত করে তুলবে। এই কর্মসূচিতে মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

## ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ঋণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃরাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে ব্যাঙ্কগুলির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি বা এসএলবিসি'র বৈঠকে আলোচনার পর এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। রাজ্যের অর্থ দফতর সূত্রে জানা গেছে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা গত আর্থিক বছরের তুলনায় অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। আগেরবার এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে চলতি আর্থিক বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই ব্যাঙ্কগুলি এরাজ্যের ছোট শিল্পে ঋণ দানের হার ক্রমান্বয়ে বাড়াচ্ছে বলে অর্থ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

# মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর গড়িয়াহাটে দেবাশিস কুমার ,শুরু হকার সার্ভে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জবরদখল করে হকারি নিয়ে উম্মাপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশের পরই অভিযান চালাতে শুরু করেছে পুলিশ-প্রশাসন। বুলডোজার দিয়ে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে বৈঠক করে মমত্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এক মাসের মধ্যে রাস্তা ছো দিতে হবে হকারদের। সেই সঙ্গে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিদের এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করার কথাও বলেছেন। নেত্রীর নির্দেশমতো শুক্রবার রাস্তায় নামলেন বিধায়ক তথা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। গায়িাহাট ঘুরে দেখেন তিনি। শুক্রবার সকাল থেকেই পথে নামেছে অফিসারদের দল। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, হকারদের দোকান প্রতি পরিবারের একজনকে একটি করে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। সেই ফর্ম খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পুরসভার পাশাপাশি সমীক্ষা করবে হকার কমিটিগুলিও। এই পুরো সমীক্ষার ভিডিওগ্রাফী করা হবে। আগামী ১ মাসের মধ্যে্ রিপোর্ট পেশ করবে পুরসভা। সব খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি হাইপাওয়ার কমিটি।ভ্বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠক থেকেই হকারদের জন্য বিকল্প ভাবনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতার নির্দেশ, ফুটপাথের একদিকে হকার বসতে পারে। কোন দিকে বা কোথায় হকার বসবে, তা সার্ভে করে ঠিক করে নিতে হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সার্ভে করতে হবে। এই জন্য একটা কমিটিও গড়ে দিয়েছেন তিনি। যেখানে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, দেবাশিস কুমার, অতীন ঘোষ এবং মলয় ঘটক। পুলিশ থেকে কমিশনারদেরও এই কমিটিতে রাখা হবে। তাঁদের সার্ভের পাশাপাশি সমান্তরাল সার্ভে করবে হকার কমিটিগুলিও। তার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সার্ভে হবে মূলত গড়িয়াহাট, কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে, গ্র্যান্ড হোটেল চত্বর, নিউ মার্কেট-সহ মোট পাঁচটি এলাকায়। সোমবার মমতার কড়া দাওয়াইয়ের পর হকার উচ্ছেদে নামে কলকাতা-সহ বড় পুরসভাগুলো। একের পর এক বেআইনি হকার তুলে দেওয়া হয়। তা নিয়ে ফের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই প্রশাসনকে মানবিক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তবে বেআইনি কাজ বা হকার বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তাঁর নির্দেশের পর হকার জট কাটাতে তৎপর কলকাতা পুরসভা।

## টোটো, বেআইনি বিল্ডিং, অবৈধ উপায়ে জলাশয় ভরাট করা বেআইনি কাজ হলেই এবার কড়া ব্যবস্থা বললেন অরূপ রায়

টোটো, বেআইনি বিল্ডিং, অবৈধ উপায়ে জলাশয় ভরাট করা বেআইনি কাজ হলেই এবার কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন অরূপ রায়। নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর শুক্রবার সকালে হাওড়া পুরসভায় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকেই তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলেন। এদিনের বৈঠকে রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ রায়, মনোজ তিওয়ারি, হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া, বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী, ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী, হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য সহ পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং পুর আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বৈঠক শুরু হয় বেলা সাড়ে ১১টায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর হাওড়া কমিশনারেট এলাকায় নাগরিক পরিষেবা কিভাবে দেওয়া যাবে সেই নিয়েই এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, এদিন হাওড়া কমিশনারেট এলাকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। টোটো এবং বেআইনি বিল্ডিং, অবৈধ উপায়ে জলাশয় ভরাট করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তা নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেআইনি টোটো এবং বেআইনি পার্কিং নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে। বেআইনি দখলদারি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বেআইনি বিল্ডিং যারা করবেন, পুরসভার প্ল্যানের বাইরে যারা বিল্ডিং করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে পুরসভা এফআইআর করবে। প্রয়োজন হলে প্রোমোটার এবং জমির মালিক উভযকেই গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ কমিশনারকে জানানো হয়েছে। যারা জলাশয় বেআইনিভাবে ভরাট করবে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে। সবকিছুই একটা আইনের মধ্যে আনতে হবে। কোনওরকম বেআইনি কাজ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী যে সব অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগের ব্যাপারে পুলিশকে সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে সকলে সহমত প্রকাশ করেছেন। কোথাও কোন বেআইনি পার্কিং হলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। বেআইনি কাজ যারা করছেন তাদের প্রয়োজনে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা হবে। অরূপ রায় আরও বলেন, টোটোর জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড হবে। টোটোকে একটা আইনের অনুশাসনের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। ঠিক হয়েছে যিনি টোটোর মালিক তিনিই টোটো চালাবেন। এই ব্যাপারে জেলাশাসক ইতিমধ্যে তালিকা তৈরি করছেন। টোটোকে ই-রিক্সায় পরিবর্তন করা এবং আইনের অনুশাসনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসন চেষ্টা করবে। এদিনের বৈঠক নিয়ে রাজ্যের ক্রী॥ প্রতিমন্ত্রী তথা শিবপুরের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি বলেন, হাওড়া পুরসভায় দীর্ঘদিন নির্বাচন হয়নি। এখানে নির্বাচন করার প্রয়োজন আছে। এখানে বেআইনি বিল্ডিং হচ্ছে। সেগুলো দেখার জন্য পুলিশ, পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা আছেন। যারা বেআইনি কাজ করছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যেখানে যেখানে দেখি বেআইনি বিল্ডিং হচ্ছে বা পার্কিং হচ্ছে তা আমি লিখিতভাবে জমা করে দিয়েছি। কাজ হতে দেরি হচ্ছে। কেন দেরি হচ্ছে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা জানাতে পারবেন। নির্বাচনের সময় এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যাতে শিবপুর বাজারের হকারদের জন্য বিকল্প জায়গা করা যায়। সেই মতো জায়গা দেখা হচ্ছে। বালির বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো টোটো, হকারদের নিয়ে এদিন বৈঠক হয়েছে। এদিন সদর্থক আলোচনা হয়েছে। বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা আলোচনা হয়েছে। তাড়াতাড়ি সেগুলো বাস্তবায়িত হবে। মুখ্যমন্ত্রী দলমতনির্বিশেষে আইনি পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। বেআইনি বিল্ডিং এবং পার্কিংয়ের ব্যাপারে যে অভিযোগ এসেছে এবং যা আসবে সেগুলো নিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন। এমন কি প্রোমোটার বা জমির মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এইসব ঘটনার সঙ্গে যেই যুক্ত থাকুন তিনি যে দলের নেতাই হোক কাউকে রেয়াত করা হবে না। রাণা চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, এখনও পর্যন্ত বালির নতুন কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন বালির বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে যতদিন বালিতে পুরবোর্ড না তৈরি হচ্ছে, ততদিন কিভাবে এগোবে বা কিভাবে চলবে তা নিয়ে একটা গাইডলাইন তৈরি করতে। তা খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে। যেমন নির্দেশ পাওয়া যকবে সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে। বালি পুরসভার কাজের খামতি রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ দিতে হবে। হকারদের ভাতে মারতে চাইছে না সরকার। তবে তাদের আইনের অনুশাসনের মধ্যে আসতে হবে। তাই আনতে চাইছি।

## কলকাতা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক, সরানো হল যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ ফের বোমাতঙ্ক কলকাতা বিমানবঃদরে। শুক্রবার কলকাতা থেকে পুণে যাওয়ার একটি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। জানা গেছে, বিমানটিতে একশোর উপরে যাত্রী ছিলেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক যাত্রীকে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয। ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিআইএসএফ এবং বিমানবঃদর কর্তৃপক্ষ। উানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিমানটি পরীক্ষা করে দেখেন কোথাও কোনও বিস্ফোরক রয়েছে কিনা। জানা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে পুণেগামী একটি বিমান ছাার সময় এই ঘটনাটি ঘটে। এক যাত্রীর লাগেজ ব্যাগ ঘিরেই এই আতঙ্ক ছাায়। লাগেজ চেকের সময় পুনেগামী বিমানের এক যাত্রী দাবি করেন যে, তাঁর ব্যাগে বোমা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রবল চাঞ্চল্য ছড়ায় বিমান তথা বিমানবঃদরে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। আটক করা হয়েছে ওই যাত্রীকে। কিন্তু ব্যাগে আদৌ বোমা ছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই যাত্রীকে জেরা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগেও কয়েকমাস আগে কলকাতা বিমানবঃদরে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেবার ইমেল পাঠানো হয়েছিল বিমানবঃদর কর্তৃপক্ষকে। তাতে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, বিমানবঃদর উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালালেও সেবার কিছু মেলেনি।

## দু' দুটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল উত্তরপাড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ জুন ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে শুক্রবার দু' দুটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল উত্তরপাড়া পুরসভা। পুরসভার অন্তর্গত ৭ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবৈধ ভাবে নির্মান হওয়া বহুতলের একাংশ ভাঙার কাজ শুরু হয়। অবৈধ হলেও যদিও ওই বহুতলে মিউটেশন করে ট্যাক্স দিয়ে বসবাস করছিলেন অনেকেই। এদিন সকালে ৫৬ নম্বর অমরেন্দ্র সরণীর গঙ্গার পাড়ে একটি বেআইনি ফ্ল্যাটের একাংশ পুলিশের উপস্থিতিতে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়। আবাসিকরা জানিয়েছেন, তাঁরা ফ্ল্যাট কেনার সময় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। পুরসভা সব দেখে মিউটেশন দিয়েছে। তাঁরা রীতিমত ট্যাক্সও দেন। হঠাৎ হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে নির্মান নাকি অবৈধ। তাঁরা বিষযটা আগে জানলে কিনতেন না। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র সরণী ও ভদ্রকালীর দুটি ফ্ল্যাটের একাংশকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। যাঁরা নির্মাণ করেছেন তাঁরা অনেক সময় নিযম মানেন না। আদালত যখন নির্দেশ দেয় তখন সময় বেঁধে দেয়।

## রাজ্যের চারটি জায়গায় ডাকাতির চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ রাজ্য সরকার সম্প্রতি রাজ্যের চারটি জায়গায় ডাকাতির চেষ্টা ও ডাকাতির ঘটনায় বিহার, ঝাড়খন্ড সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে গতকাল ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা আজ নবান্নে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় ঝাখন্ড থেকে সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি হাওার ডোমজু, আসানসোল দুর্গাপুর ও বাকুড়ায় আলাদা করে তিনটি ডাকাতির ঘটনায় সাত জন সহ একটি গাড়ি ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ডাকাতির ঘটনায় গত দুই বছরে ১৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে এডিজি আইনশৃঙ্খলা জানান। কোচবিহারে এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

**উত্তর পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার**

**দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং এসএনটি পিআরও জিকেপি২২০২৪**

উপ প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী প্রকল্প এন.ই. টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা ঠিকাদারদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে গোরখপুর এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ঃ- দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং কাজের বিবরণঃ এসএনটি পিআরও জিকেপি২২০২৪ কাজের নাম ডেস্কটপ রেডিও সমীক্ষার কাজ ট্রেনের সংঘর্ষ এড়ানো সিস্টেমের সাথে কম ঘনত্বের রেলওয়ে নেটওয়ার্কে দীর্ঘমেয়াদী বিবর্তন (এলটিই) সিস্টেমের বিধানের জন্য (এখন 'কবচ') এনই-তে রেলওয়ে, আনুমানিক মূল্য টাকা ১৯৭০৬০৩.৩৭, বিড সিকিউরিটি টাকা ৩৯৫০০.০০, সমাপ্তির সময়পর্যায়কাল ইস্যু করার তারিখ থেকে গ্রহণযোগ্যতা পত্র(এসওএ)৯০ দিন। বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫,০০ ঘন্টা। ২৩.০৭.২০২৪ তারিখে দ্রষ্টব্য ঃ- ১. অফারটির বৈধতা ৬০ দিন এবং বিড সিকিউরিটি দরপত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে ৯০ দিন হতে হবে। ২. বিশদ দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতার মানদণ্ড, শর্তাবলী **http:www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় ৩. বিড সিকিউরিটি ই-পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে নগদে জমা করা হবে বা ব্যাংক গ্যারান্টি বন্ড হিসাবে জমা দেওয়া হবে ভারতের একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা দরপত্র নথিতে উল্লিখিত হিসাবে। ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ডটি অ্যানেক্সার-১ (টেন্ডার ডকুমেন্ট) অনুযায়ী হবে এবং বিডের বৈধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ৯০ দিনের জন্য বৈধ হবে।

**ডেপুটি. সিএসটিই প্রকল্প গোরখপুর**

সিপিআরও / এসআইজি-১৬

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Electrical)/ZONE-V/BR-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/LTGV/118/24-25/DECO1(1st Call)**
Name of work : **Improvement of lighting system by installing of pole with energy efficient LED fittings at Buroshibtala main road (from S.N.Roy Rd xing towards Chanditala More) in Ward No. - 118, KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,89,316.72**. Earnest Money: ₹ **9,790.00**. Period Completion:**25 days**.

**(2) NIT No. : KMC/LTGV/115/24-25/SI(1st Call)**
Name of work : **Supply and delivery of outdoor energy efficient LED street light fittings in Ward No. - 115.** Estimated Amount : ₹ **4,95,752.50**. Earnest Money: ₹ **9,920.00**. Period Completion: **60 days**.

**(3) NIT No. : KMC/LTGV/119/24-25/SI1(1st Call)**
Name of work : **Supply and delivery of outdoor energy efficient LED Street Light fittings in Ward No. 119.** Estimated Amount : ₹ **4,97,514.24**. Earnest Money: ₹ **9,970.00**. Period Completion: **40 days**.

**(4) NIT No. : KMC/LTGV/120/24-25/SI1(1st Call)**
Name of work : **Supply and delivery of outdoor energy efficient LED Street Light fittings in Ward No. 120.** Estimated Amount : ₹ **4,97,011.52**. Earnest Money: ₹ **9,950.00**. Period Completion: **40 days**.

**(5) NIT No. : KMC/LTGV/116/24-25/DS(1st Call)**
Name of work : **Supply and delivery of outdoor energy efficient light fittings in Ward No. 116.** Estimated Amount : ₹ **4,98,626.76**. Earnest Money: ₹ **9,990.00**. Period Completion: **40 days**.

**(6) NIT No. : KMC/LTGV/117/24-25/DS(1st Call)**
Name of work : **Supply and delivery of outdoor energy efficient light fittings in Ward No. 117.** Estimated Amount : ₹ **4,98,692.40**. Earnest Money: ₹ **9,990.00**. Period Completion: **40 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **09.07.2024 at 04.00 P.M.** (for Sl. No. 1 to 6) The bid forms and other details are available on and from **28.06.2024 at 04.00 P.M.** (for Sl. No. 1 to 6) from the website **https://etender.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 to 6)

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites tender online, two part Bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/61**
Name of work : **Temporary lighting arrangement at Kasia Bagan Lane from Dr. Biresh Guha St. Part of Rifel Range Rd. part of Miajan Ostagar Lane, part of Bright St. on the occasion of Maharam Festival 2024, in Ward no. 65, under Br. VII.** Estimate Amount : ₹ **4,89,500.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period Completion: **11 days**. Last Date and Time of submission of Bid **05.07.2024 up to 12 Noon.**(for Sl. No. 1) Bid opening date for Technical Proposals (Online) **05.07.2024 - 2.00 P.M.** (for Sl. No. 1)

**(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/47**
Name of work : **Repairing & replacement of electrical wiring at UPHC-83.** Estimated Amount : ₹ **1,25,513.71**. Earnest Money: ₹ **2,600.00**. Period Completion: **20 days**.

**(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/49**
Name of work : **Annual maintenance contract of split air conditioner at Ground, 1st, 2nd & 3rd Floor of UCHC at 96/2 Karl Marx Sarani, Kol-23 under Br.-IX.** Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **4,400.00**. Period Completion: **365 days**.

**(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/48**
Name of work : **Maintenance of water purifier & Coller at different office building and Health Centre under Br.-IX.** Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period Completion: **365 days**.

**(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/55**
Name of work : **Urgent restoration of power supply cable and allied electrical works at Baba Saheb Ambedkar Colony in Ward no. 82.** Estimated Amount Completion: **07 days**.

**(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/56**
Name of work : **Installation of new water purifiers with allied work at different KMCP Schools under Br. IX.** Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period Completion: **07 days**.

**(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/57**
Name of work : **Urgent restoration of damaged street lighting system due to cyclonic storm remal at 47 & 36 Hazra Road, 35 & 52/1 Ballygunge Circular Road, 7/1 & 17/3 Pankaj Mullik sarani in Ward No. 69.** Estimated Amount : ₹ **2,54,845.22**. Earnest Money: ₹ **5,200.00**. Period Completion: **30 days**.

**(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/58**
Name of work : **Urgent restoration of damaged street lighting system due to cyclonic storm remal at 18/D, P-79 & P-83 Lake Terrace, 31 & 68B Jatin Das Rd in Ward No. 90 under Br. VIII.** Estimated Amount : ₹ **2,48,593.32**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period Completion: **30 days**.

**(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/59**
Name of work : **Development of lighting arrangement at Basanta Bose Road and adjacent areas in KMC Ward no. 73.** Estimated Amount : ₹ **4,99,634.32**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period Completion: **30 days**.

**(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/60**
Name of work : **Installation of video monitoring system for surveillance of under costructed Kalighat Skywalk Project within Ward No. 83 under Br. VIII.** Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period Completion: **07 days**. Last Date and Time of Completion of Bid : **08.07.2024 up to 02.00 P.M.** (for Sl. No. 2 to 10) Tender Opening Date : **08.07.2024 at 04.00 P.M.** (for Sl. No. 2 to 10)

**(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/62**
Name of work : **Temporary lighting arrangement for Muharram Festival-2024 at surrounding area of Karbala Park, Garden Reach Road, Watgaunge Street, Munsigaunge Road, Karl Marx Sarani & In Hasting areas in Ward no. 75.** Estimated Amount : ₹ **4,42,695.00**. Earnest Money: ₹ **8,900.00**. Period Completion: **3 days**.

**(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/63**
Name of work : **Temporary lighting arrangement for Muharram Festival-2024 at Mominpur Road, M.B.G. Lane, Ekbalpur Lane & other places in Ward no. 78.** Estimated Amount : ₹ **1,80,510.00**. Earnest Money: ₹ **3,700.00**. Period Completion: **3 days**.

**(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/64**
Name of work : **Temporary lighting arrangement for Muharram Festival-2024 at Ekbalpur Road, M.M.Ali Road, Dent Mission Road & other places in Ward no. 77.** Estimated Amount : ₹ **1,70,577.00**. Earnest Money: ₹ **3,500.00**. Period Completion: **3 days**.

**(14) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/65**
Name of work : **Temporary lighting arrangement for Muharram Festival-2024 at Nazir Lane, Micle Dutta Street, Wattgaunge Street, Hemchandra Street & other places in Ward no. 76.** Estimated Amount : ₹ **1,48,797.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period Completion: **3 days**. Last Date and Time of Completion of Bid : **06.07.2024 up to 02.00 P.M.**(for Sl. No. 11 to 14) Tender Opening Date : **06.07.2024 at 04.00 P.M.**(for Sl. No. 11 to 14) The bid form and other details are available on and from **28.06.2024 at 06.00 P.M.** (for Sl. No. 1) **28.06.2024 from 02.00 P.M.** (for Sl. No. 2 to 14) For full and further details, please visit the Website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 14). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. (for Sl. No. 2 to 14)

142/24-25

# নববারাকপুর মাসুন্দা শ্রী অরবিন্দ একাডেমী কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে গ্রীন ডে পালন

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৮ জুন ঃ ছোট শিশু কিশোর রা আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত। শুক্রবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে মাসু ন্দা শ্রী অরবিন্দ একাডেমী কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের ছোট শিশু কিশোর দের নিয়ে গ্রীন ডে পালন করা হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ছোট ছোট চারাগাছ একদিন মহীরুহ হয়ে সমাজ তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষিকা রা ছোট শিশু কিশোর দের নিয়ে পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি তাদের হাতে একটি করে বেল ফুলের চারা গাছ ও ক্যাডবেরি তুলে দেওয়া হয়। পড়ুয়ারা ও অভিভাবক রা খুশি বিদ্যালয়ের এই

অভিনব উদ্যোগ গ্রহণে। সু ন্দর সকালে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষিকারা কচিকাচাদের সাথে গ্রীন ডে নিয়ে সবুজ গাছ ফল নিয়ে আলোচনা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শাশ্বতী দাস জানান ছোট শিশু কিশোর রা এক একটা ফুলের কুড়ির মতো। সবুজ পরিবেশ নিয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বিদ্যালয়ের এই ধারাবাহিক অভিনব উদ্যোগ। শ্রেণী কক্ষে পড়ুয়াদের পড়াশোনার পাশাপাশি গ্রীন ডে পালন করা হয়।এই ভাবে পড়ুয়ারা এগিয়ে চলেছে । পোস্টারে সবুজ গাছপালা ফল ফুল সনাক্তকরনে পাঠদানে পড়ুয়াদের আনন্দ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো এদিন। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জ্ঞানব্রত দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষিকারা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০৯ সংখ্যা, শনিবার, ১৪ আষাঢ়, ১৪৩১

## ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’

লাইব্রেরির উপরে ছোট দু-তিনটি ঘর,একফালি খোলা ছাদ নিয়ে ছিল বিদ্যাভবন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বছরের পর বছর ধরে মাটিতে বসে একটি ডেস্কের উপরে খাতা রেখে লিখে চলেছেন বাংলা সাহিত্যে তাঁর মহৎ দান সুবৃহৎ ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’। রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন । হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমর করেছে বঙ্গীয় শব্দকোষ’। দুটি চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ততদিনে জীবন থেকে খসে গেছে অমূল্য তিরিশটা বসন্ত। সেসবে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ ছিল না হরিচরণের,বরং বলতেন গুরুদেবের নির্দিষ্ট কাজে চোখ দু'টো উৎসর্গ করতে পেরেছি, এটাই পরম সান্ত্বনা। রবীন্দ্রনাথ, হরিচরণকে বলেছিলেন আমাদের বাংলা ভাষায় কোনও অভিধান নেই, তোমাকে একখানি অভিধান লিখতে হবে। শব্দ আর তার অর্থের সন্ধান খুঁজতে তারপর থেকে হরিচরণের জীবনে দিন-রাত সব এক হয়ে গেলো। প্রায় কুড়ি বছরের নিরলস পরিশ্রমে পাণ্ডুলিপি তৈরি হল। কিন্তু পরের দশটা বছর পাণ্ডুলিপি পড়ে রইল। ছাপার মুখ দেখল না,ততদিনে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার পুরো অভিধানটি সংশোধন সেরে ফেলেছেন। যদিও ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ রচনার থেকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশের সময়ের মাঝের অংশের বেদনাবিধুর গল্প বোধহয় যেকোনও পাঠকের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় নেমে আসবে বারিধারা। অভিধান রচনা করতে গিয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হারিয়েছেন দু'চোখের দৃষ্টি,বই প্রকাশ করার সময় অর্থাভাবে সব দিকের দরজা যখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম,তখন জীবনের সব সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছেন। স্কুলের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য হরিচরণের নেই। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে তখন তিন টাকা বেতন, কিন্তু সেই টাকা কিভাবে জোগাড় হবে! এক বন্ধু বলে পটলডাঙার মল্লিকবাবুরা কয়েক জন ছাত্রের বেতন দেন। দরখাস্তের সঙ্গে দু'টি সুপারিশ পত্র ছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক চন্দ্রমোহন ঘোষের সুপারিশ খারিজ করে দিয়েছিলেন জাঁদরেল মানুষ,ইন্ডিয়ান মিরর’-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। কিন্তু তাঁর জন্য দ্বিতীয় সুপারিশ পত্রটি যে পাঠিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর সমস্যায় পড়তে হয় নি। হরিচরণ-কবিগুরুর এমন স্নেহের সম্পর্কের আসল অনুঘটক হলেন পিসতুতো দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। দাদা খবর দিলেন বাবুদের বাড়িতে নাটক হবে। ‘বাল্মীকি প্রতিভা’। অভিনয় করবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই নাটক দেখার জন্য যদুনাথের কিশোর ভাইয়ের মনে প্রবল উত্তেজনা তেমন অনির্বচনীয় আনন্দ সেই নাটক তিনি দেখেছিলেন প্রবীন বয়সেও দস্যুবেশী রবীন্দ্রনাথের ছবি, নাটক দেখার স্মৃতি জীবনের মনিকোঠায় জ্বলজ্বল করত। আচমকা শান্তিনিকেতন থেকে একটি বার্তা আসে পতিসরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে। বার্তা পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর কর্মচারী? তিনি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে শব্দবোষ তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## কলকাতার ম্যাক্স ম্যুলার ভবন

ফ্রাউ রুথ সাহা, কলকাতা ম্যাক্স ম্যুলার ভবনের ভাষাধ্যক্ষ মি. হান্স-য়ুর্গেন গীয়ার্লিশ ও ড. স্কোর (পুণা)। ফ্রাউ রুথ সাহার ক্লাস, যদিও খুব কম করেছিলাম, সম্ভবত একজন ছুটিতে যাওয়ায় তার বদলে, সে মনে হত সঙ্গীতের মতো। ভিভাল্ডি-র ফিয়েরইয়ারেসৎসাইটেন শুনতে পাব। গীয়ার্লিশ;এর পড়ানো আবার খুব আধুনিক, প্রেসিডেন্সি-র ইংরেজীর প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক তারক সেন সম্পর্কে যে কথা শুনতাম (আমাদের সময় উনি শুধু অনার্স ক্লাসেই পড়াতেন), যে সাহিত্যের পাঠ শুধু সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সঙ্গে শিল্পের নানান মাধ্যমের সঙ্গে তার একটা নিগূঢ় যোগ আছে এবং পড়াতে গেলে সেইভাবে পড়াতে হয় (ছায়ানটের রাগিণীতে তারকনাথ সেন সম্পর্কে দুটি অধ্যায় লিখেছি। মি. গীয়ার্লিশ ও ড. স্কোর-এরও কিছু উল্লেখ আছে), সেইরকম একটা ক্লাস নেবার আগে মি. গীয়ার্লিশ ঠিক সেইরকম প্রস্তুতিই নিতেন। নিবিড় প্রস্তুতি। নানান প্রাসঙ্গিক ছবি, প্রতিটি ছাত্রকে দেবার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাসঙ্গিক টেক্সট এবং চিত্রকলা ও অন্যান্য কিছুর ফটো স্লাইড পূর্বাহ্ণেই ঠিক করে রাখতেন। ক্লাসে এলে যুক্ত হত কবিতা বা গদ্য যেটা পড়াচ্ছেন তার ঘন পাঠগন্ধবিচিত্র পাঠ, বিভিন্ন রকম ভাবে পাঠ কখনও কখনও, সামনে কতকগুলি দিগন্ত তুলে ধরা যেখান থেকে প্রত্যেকে নিজের মতো করে বুঝে নিতে পারে। পড়াতে গিয়ে ফটো স্লাইড সহ অন্যান্য উপকরণের প্রভূত সাহায্য নিতেন। কবিতা পড়ানো ছিল একটা আদর্শের মতো। সাবজেক্ট অবজেক্ট নির্ধারণ করে প্রতিটি শব্দের অবস্থান নির্ণয়, একটা শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক, সেন্ট্রাল থট কিভাবে বার করতে হয় তার বিশ্লেষণ, তারপর প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভাবনার সম্পর্ক , এইভাবে পড়ানো যায় তা শেখাহল। পরে কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে তখন এইগুলি কাজে লাগল। গীয়ার্লিশ বেশ কয়েকটা সাহিত্যপাঠের ছোট পাঠক্রম করিয়েছিলেন, তার মধ্যে ক্লাইস্ট ছিল, একটাতে পাঁচ মিশালি কবিতা ছিল। বার্লিন আলেকজান্ডারপ্লাৎস ছিল ড্যোয়বলিন-এর গোটফ্রিড বেন তো তিনিই ওখানে পড়ালেন। বেন গোড়ার দিকে নাৎসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, পরে ভুল বুঝতে পারেন বেন-এর কবিতায় আবার ছিল খুব গ্রীক প্রভাব জন কীটস-এর, বিশেষ করে ওড অন আ গ্রিসিয়ান আর্নদ কবিতাটা কানে ঝমঝম করে বাজত । পরে যখন ভিয়েনার জাদুঘরে গ্রীস থেকে আনা নানান ভাস্কর্য বস্তু স্বচক্ষে দেখি তখন মন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কেউ না দেখলে সেই আবেগটা বুঝতে পারবেন না। আর একটি ছোট্ট বই তিনি পড়িয়েছিলেন, সেটা হল ভেনিসে মৃত্যু।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

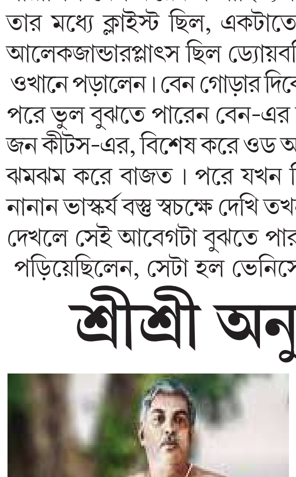

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানের প্রসার হলে মানব জীবন সার্থকতা লাভ করতে পারবে। যিনি তা করতে পারেনতিনি ঈশ্বরের দূত হিসাবে এই ধরনীতে জন্মলাভ করেন। তিনি মহান হন এবং সবার মঙ্গল কামনায় ব্রতী হন। মানব কল্যাণের কথা চিন্তা করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে। তবেই সিদ্ধ সাধনা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা নাহলে শক্তি কোথায় সেটা অনুভব করা যায় না। মা হলেই তবে শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। জীবনে চলতে গেলে মায়ের শক্তির প্রয়োজন। মাতৃশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নাম স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মা সারদা ধ্যান করতেন। তিনি যোগ করতেন। যোগ করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু করতে পারা যায়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই শক্তি। একে চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে। মুখ দিয়ে বলা যেতে পারে না। এই শক্তি যার বেশি তিনিই সব কিছুর মোকাবিলা করতে পারেন।

তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন।

# ‘পণ্ডিতেরা এখনও মনে করেন বৈদিক যুগে তপোবন শিক্ষার পর উত্তরাবাহিনী গঙ্গার পাশেই কাশীই সংস্কৃত-শিক্ষা শ্রেষ্ঠপাঠভূমি

**রবীন্দ্র কুমার শীল**
**দ্বিতীয় কিস্তি**

ভারতের বেশ কয়েকটি স্থান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। সেই সব স্থানগুলি তীর্থক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারেনি আর্যরা। আর্যরা ভারতে এসেছিল হিমালয় পাদদেশের অঞ্চলগুলিতে বসবাস করে তাদের আধ্যাত্মিক চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করতো। এটাই ছিল আর্যদের মূল লক্ষ্য। তখন তাদের ভাষা ছিল আযীয় ভাষা। সাধু সংস্কৃত ভাষা তখনও লাভ প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। ভারতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার অধিকার অর্জন করার পর তারা ভাষাকে আরও পরিশালিত করা দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। আর্যদের প্রাচীন ভাষা আর্যীয় ভাষা থাকলেও তার মধ্যে বহু মধ্য এশিয়ার ভাষা মিশ্রিত ছিল। সেই আর্যীয় ভাষা ছিল কথ্য ভাষা। তারপরে সাহিত্য এবং শিক্ষা গ্রহণের ভাষা সৃষ্টি করার কথা ভাবতে থাকে আর্য পণ্ডিতরা। তারা তখন সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষাণীয় ভাষা হিসাবে প্রাধান্য দিতে থাকে। কথ্য ভাষায় সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। তক্ষশীলা, কাশী, বারাণসী, নবদ্বীপ, মিথিলা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। ভারতের বহু ছাত্ররা সেখানে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করতো। যদিও তখন লিখিত গ্রন্থ প্রকাশ লাভ করেনি। মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক তৈরি করে গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের শিক্ষা দান করতেন। একমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানরা এই শিক্ষা অংশ গ্রহণ করা অধিকারী ছিল। তার বাইরে আর কারোর কোনও শিক্ষা গ্রহণ করার বা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার অর্জন করতে পারতো না। কাশীর ও বারাণসীর নাম নেওয়ার আগে মঙ্গলাচরণ করাই ছিল রীতি। সেই রীতি যদিও ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। তবুও অতীত কালের পথ ধরে বহু পণ্ডিত পরিবার কাশীর নাম স্মরণ করার আগে কাশীর মঙ্গলাচরণ পাঠ করে থাকেন মনে মনে। মঙ্গলাচরণ করাদ্দর আগে একটি ধ্রুয়াপদ রয়েছে। সেই ধ্রুয়াপদ কাশীর বৈশিষ্টকে প্রকাশ করে দেয়। ধ্রুয়াপদটি হল -‘‘শ্রীশ্রীকাশীনথ জয়ভী। ‘‘যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মভী স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্ম্মণা।’’ কাশীর মঙ্গলাচরণ করার আগেই এই ধ্রয়াপদকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সেই সময়ে মিথিলা থেকে শুরু করে ভারত বহু প্রাচীন জনপথ বা শহরকে কেন্দ্র করে এই রকম মঙ্গলাচরণ তৈরি করা হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে ধ্রুয়াপদও। মঙ্গলাচরণের সুরুতেই রয়েছে -‘‘ ত্রিতাপনির্মুক্ত, ভক্তনির্ব্বিঘ্নকারিণ, সর্বগণাধিপতি, সর্ব্বসিদ্ধিবিনায়ক, সর্ব্বগ্রগণ্য, গজেন্দ্রবদন, ভবানীতনয়, বিঘ্নরাজ গণপতিকে আমরা নমস্কার করি। যিনি উদয়কালে ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু এবং সায়াহ্নে রুদ্র বলিয়া কথিত রয়েছেন। যিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিমূর্তি ধারন করিয়া এই ভুবণে যায়ায়াত করিতেছেন, সেই আদিরূপী মহেশ্বরকে আমরা নমস্কার করি।’’ কাশীর মঙ্গলাচরণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে-‘ কাশী ভুতলস্থা হইয়া পৃথিবী, নহেন। যিনি অধঃস্থিতা হইয়াও স্বর্গ হইতে উচ্চতর। যিনি অজ্ঞান চক্ষে এই ধরণী তলে আবদ্ধ হইয়াও মুক্তি দান করেন! যেস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে জীবগণ

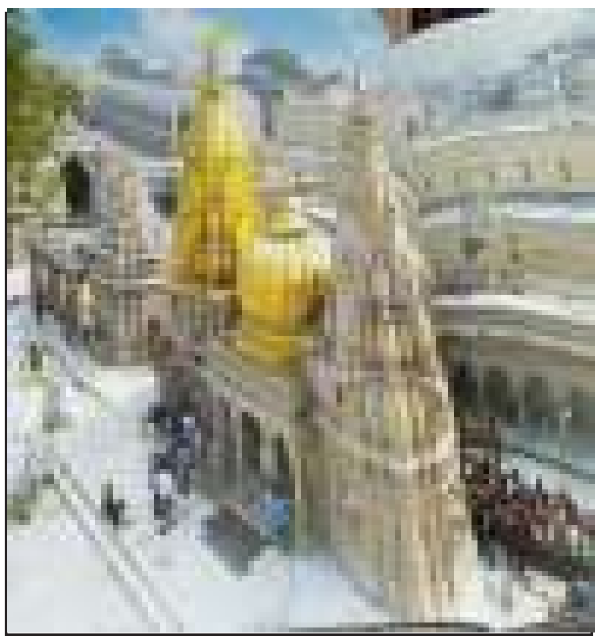

অবিনশ্বর মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। সেই সদা সুর গণসেবিতা, গঙ্গাতীর বিরাজিতা, শশিশেখর বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথের রাজধানী, ত্রিলোকবিদিতা কাশী, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন।’ মঙ্গলাচরণ বিষয়ে আলোচনা করা আগেই আমি উল্লেখ করেছিলাম যে কাশী নিছক তীর্থক্ষেত্র হিসাবে প্রাচীন ভারতে নাগরিকদের কাছে পরিচিত ছিল না। সেটা ছিল একটি শিক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মোক্ষ লাভই ছিল কাশীর মহাত্ম্য। বৈদিকযুগে তপোবন শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করলে তারপরে এসে উপস্থিত হয়েছিল গঙ্গা প্রবাহিত একটি শান্ত সমায়িত স্থান যেখানে কোনও রকমভাবে শিক্ষা গ্রহণ কলে বাধাবিঘ্ন এসে উপস্থিত না হতে পারে। হরিদ্বার, কেদারনাথ বদ্রীনাথকে ঘিরে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনা করা সম্ভব হল না বা সেই সব স্থানে শিক্ষা পাঠগ্রহণ উৎকৃষ্ট স্থান হিসাবে গৃহীত হতে পারলো না। তৎকালীন পণ্ডিতেরা কাশীকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেন। কাশীর মঙ্গলাচরণের মধ্যেই তার উল্লেখ রয়েছে। সেখান লেখা রয়েছে-‘ যাঁহার অনুকম্পা বলে সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস মহাকাব্য মহাভারতে নিজ কবিত্বের পরাকাষ্ঠা করিয়া কবিকূলের শিরোরত্ন হইয়াছেন। যাঁহার কৃপায় দস্যু রত্নাকর, মহাকবি বাল্মিকী নামে অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহার অনুগ্রহে কালিদাস, নবরত্ন শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যোৎসাহী জনগণের হৃদয়ানন্দ দায়ক কবিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা করুণাবিন্দু ব্যতীত কেহই বাক্যস্ফুরণ করিতে সমর্থন হয়েন না, সেই বাগ্মবাদী বীণাপাণী, সরস্বতী দেবীকেও আমরা নমস্কার করিয়া তাঁরাই অনুগ্রহে এই কার্যে অগ্রসর হইলাম।’’ প্রাচীন ভারতের প্রতিটি শহরকে কেন্দ্র করে মঙ্গলাচরণ রচিত রয়েছে। সেই সব মঙ্গলাচরণ এখন বহু স্থানে পাঠ করা হয়ে থাকে। কাশীর মঙ্গলাচরণের মধ্যে দিয়ে একাট স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে কাশীর আর্শীবাদ ভিন্ন বেদব্যাস, বাল্মিকী এমনকী কবি কালিদাস, বাংলার কবি জয়দেব কবিকুলে নিজেদের কবি মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ ছিল না। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি কাশীতে উপস্থিত হয়েছিলেন নিজের কবিত্ব মাহাত্ম্যকে সর্বজন গ্রাহ্য করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। মনে রাখতে হবে যে বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি। তাঁর কাব্য রাজসভার আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কবি বিদ্যাপতি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সৃষ্টি সমগ্র ভারতবাসীর স্বীকৃতি এবং কৃপা দৃষ্টি লাভ না করতে পারলে তা অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে। তার হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে কাশীর আর্শীবাদ গ্রহণ করাটা তাঁর কাছে জরুরী হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে তিনি কাশীতে এসে উপস্থিত হন। কাশীর পণ্ডিতমহল তাঁকে কবি কুলপুরোহিত বলে স্বীকৃতি দান করে। তার ফলেই তাঁর সৃষ্টি সেই সময়ে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিদ্যাপতির সৃষ্টি গুলো শুধু মিথিলা রাজ দরবারের সম্পদ হয়ে থাকলো না। তা বারতবাসীর সম্পদ হয়ে খ্যাতিলাভ করতে থাকে। মহাকবি বাল্মিকীও কাশীর আর্শীবাদ লাভ করেছিলেন সেট কথা মঙ্গালচরণে উল্লেখ করা রয়েছে। তপোবন শিক্ষার কাশী বিদ্যা চর্চা দ্বিতীয় তপোবন হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছিল। মিথিলার বিদ্যাপতি বাংলার চণ্ডীদাস কাশী গিয়েছিলেন নিশ্চয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃত চর্চা লাভ করতে ছাত্ররা যেমন একদিকে মিথিলায় যেতেন। তাপরে তারাই আবার কাশীতে বেশ কয়েক বছর শিক্ষা গ্রহণ করে সেখান থেকে জন্মস্থানে ফিরে আসতেন। তখন কাশী তীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ বহু পড়ে তখন কাশী ছিল শিক্ষার অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র। সেই কারণে কাশীতে শিক্ষা লাভ করা পণ্ডিতদের পণ্ডিত মহলে বিশেষ মর্যাদা দিতে হতো।

হিমালয়ের পাদদেশগুলোতে বিশ্বনাথের প্রভাব বেশি। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, অমরনাথ, কৈলাস মানস সরোবার প্রভৃতি স্থান বাবা বিশ্বনাথ প্রভাব বিস্তার করে আছেন। তিনি সর্বত্যাগী। এই সব তীর্থক্ষেত্রে দেবী দূর্গাকে তাঁর স্ত্রী রূপে পাওয়া যায় না কেন তার উত্তর ভারতীয় পূরাণ ঘাটলে বুঝতে পারা সম্ভব হবে। বেদ রচিত মহাভারত হওয়ার বহু পরে পূরাণ রচিত হয়েছিল। সেই পূরাণে দেব দেবীর মাহাত্ম্যকে প্রচার করা হয়েছে ভারতভূমিকে রক্ষা করতে। পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে সেই সব পূরাণ গ্রন্থগুলিকে বগলদাবা করে ফেলল ব্রাহ্মণরা। তারা সেই সব পুরাণকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে দিল যা এখনও বহাল তবিয়তে চলছে। আর্যরা দেবদেবীর পূজা আর্চনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সেই দৃশ্য এখও কাশীকে বহমান। উত্তরবাহিনী গঙ্গাকে শুধু মাত্র ডুব দিয়েই ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। বাবা বিশ্বনাথ কাশীকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তার বহু বছর পরে। তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল কাশীকে রক্ষা করতে। বারাণসীকে পূণ্যাত্মায় পরিণত করতে। নাহলে কাশীর মাহাত্ম্য ভারতব্যাপী বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হতো না। একমাত্র বিশ্বনাথ কাশী বেনারসকে ভুবন খ্যাত করেছেন যেমন তিনি করেছেন কেদারনাথকে, বদ্রীনাথ এবং অমরনাথ এবং মানস কৈলাস সরোবরকে। রামায়ণে লঙ্কার অধিপতি রাবণ শিবের উপাসক ছিলেন। এমনকী মেঘনাথও শিবের ভক্ত ছিলেন। তখন দেবী দুর্গার প্রভাব ভারতে প্রবল ছিল না। শ্রারামচন্দ্রকে দূর্গা পুজোর করতে বলা হয়েছিল বারণকে পরাজিত করার জন্য। না হলে রাম কোনওকালেই পূজা অর্চনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কট্টর আর্যপন্থায় বিশ্বাসী যারা শুধু মাত্র যাগযজ্ঞ ছাড়া আর কোনও পথকে অবলম্বন করে ঈশ্বর সাধনা করায় বিশ্বাসী নন. কাশীতেও সেই প্রথা প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে কাশীতে ক্রমে ক্রমে দেব দেবীর মন্দির তৈরি হতে থাকে। শিক্ষা কেন্দ্র পাশাপাশি তীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তখন কট্টর আর্যপন্থী লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার ফলে সেইখানে প্রবেশ করতে শুরু করেছে অনার্য সংস্কৃতি চর্চা। আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে তৈরি হতে শুরু করেছে একটি সমন্বয়। যার ফলে পুরাণ রচিত হতে শুরু করলো। ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে দেব দেবীরা আশ্রয় লাভ করতে থাকলো। কাশীধাম সৃষ্টি অধ্যায় একটি কথা সবার চোখে এসে উপস্থিত হয় সেটা হল -‘‘ এই কাশী প্রলয়কালে কখনও বিমুক্ত হইবে না, সেই জন্য ইহাকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। যখন ভূমি বলয় ছিল না, যখন জলের উৎপত্তি হয় নাই, তখন শিবা ও শিবের সুখ সম্পদ পর্য্যাঙ্ক স্বরূপে নির্মিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্র মোক্ষ রূপ আনন্দের হেতুর জন্য পিনাকী ইহার নাম আনন্দকানন রাখিয়াছেন। এই স্থানের এক পরম জ্যোতির বিকাশ হইয়াছিল তদজ্জন্যই ইহার নাম কাশী হইয়াছে।’’

‘‘বারাণসী,- নতাদৃশ্যং হি গগনে, ন ভূম্যাং, ন রসাতলে।’’ বারণসীর সঙ্গে এই জগতের ৷কাশ-পাতাল ভূমির কোন নগরের তুলনা হয় না। পুত পবিত্র গঙ্গার তীরে ভারত আত্মার মূর্তরূপ বারাণসী। প্রচলিত বিশ্বাস বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম নগরী এই কাশী। বৈদিক উত্তরকাল থেকে আজও এই নগর আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বলা হয়ে থাকে দেবাদিবেদ মহাদেব এখানে নিত্য বিরাজমান। জিজ্ঞাসা ছিল বিশ্বনাথ তো শুধু মাত্র হিমালয় পাদদেশে মধ্যে নিজের পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি আবার কী করে সমতলে এসে উপস্থিত হলেন। হরিদ্বার গয়া হয়ে একেবারে বেনারস বা কাশীতে নিজেকে অধিশ্বর করে ফেললেন। স্কন্ধ পুরাণে সে কথা বিস্তৃত করে কাহিনী আকারে বলা হয়েছে। বহু হাজার বছর আগে যখন বিশ্ব জুড়ে ভয়ঙ্কর মহামারি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছে তখন কাশী ছিল একেবারে শান্ত সমাধিস্থ। সেখান ধ্যানে মগ্ন ছিলেন রিপুঞ্জয়। রিপুঞ্জয়ের ওপরে পৃথি রক্ষা করার অধিকার দিল দেবতারা। এই রিপুঞ্জয়ের নামকরণ হল দিবোদাস। দেবোদাস দেবতাদের কাশী ত্যাগ করতে বললেন। কাশী ত্যাগ করতে হবে বলে শিব দুঃখ পেলেন। তবুই ব্রহ্মার ইচ্ছায় শিব একটি লিঙ্গ স্থাপন করে হিমালয়ে ফিরে গেলেন। এদিকে শিব অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি কাশীতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শিব তার প্রতিনিধিদের কাশীতে পাঠালেন। দিবোদাস তাদেরকে কাশীকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না। তখন শিব তাঁর চৌষট্টি যোগিনীকে কাশীতে পাঠালেন। তারা সব কাজ ভুলে কাশীতে রয়ে গেলেন। এবারে শিব সূর্যকে পাঠালনে। সূর্য কাশীতে রয়ে গেলেন। এরপরে এলেন গন্ধর্বরা। তারাও কিছু করতে পারলো না। শেষে এলেন গণেশ। তিনি দিবোদাসকে বললেন আপনি অনেক কল্যাণ করেছেন এবারে আপনার মোক্ষ লাভের প্রয়োজন রয়েছে। নগরের বাইকে এক ব্রাহ্মণ রয়েছে তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে হবে। ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্ম বললেন শিবের উপাসনা করতে। দিবোদাস শিবকে পুনরায় কাশীতে প্রতিষ্ঠা করলেন। দেবদূতেরা দিবোদাসকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। এই সব কাহিনীর মধ্যে দিয়ে পণ্ডিতেরা ইতিহাসের একটি ধারাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। বৌর্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাবে হিন্দু ধর্ম লোপ পেতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে আবার হিন্দু ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। চৌষট্টি যোগিনী ছিল শাক্তমতে বিশ্বাসী। সূর্যের আগমনে সৌরীয় মতের প্রভাব। গাণপত্য প্রভাব বিস্তার করে গণপতির আগমনের ফলে। বিষ্ণুর আগমনের ফল বৈষ্ণব মত প্রকাশ লাভ করে। বারাণসী শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর সকল ধর্মসাধনাপ পীঠস্থান। (ক্রমশ)

# আজও সুতানুটি-বাগবাজার একই সূত্রে গাঁথা

বাগবাজার - কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি বহু প্রাচীন বর্ধিষ্ণু অঞ্চল । এই অঞ্চলটি কলকাতা তথা বাংলা তথা ভারতের অন্যতম পীঠস্থান। এই অঞ্চলের সাথে বহু মনিষীর সংযোগ ঘটছে। কেউ বা এখানে জন্মেছেন, কেউ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকেছেন, কেউ বা জীবনের অনেকটা সময় এখানেই অতিবাহিত করেছে। সারদা মা (১৮৫৩ - ১৯২০) রামকৃষ্ণ (১৮৩৬ - ১৮৮৬) বিবেকানন্দ (১৮৬৩ - ১৯০২) নিবেদিতা (১৮৬৭ - ১৯১১) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার) (১৮৪৪ - ১৯১২) বলরাম বসু, (শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত) ( ১৮৪২ - ১৮৯০) নন্দলাল বসু - স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী (১৮৮২ - ১৯৬৬) নগেন্দ্র নাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) - বিশ্বকোষ নামক বাংলা জ্ঞানকোষ রচয়িতা, বাগবাজারের ৮ নং কাঁটাপুকুর বাইলেনে তাঁর নিবাস ছিল। এখানেই তিনি তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন। কলকাতা পৌরসংস্থা তাঁর সম্মানে এই লেনটি বিশ্বকোষ লেন নামে উৎসর্গ করেছে। সম্ভবত এটিই পৃথিবীর একমাত্র বইয়ের নামে রাস্তা। মোহনচাঁদ বসু ( নিধুবাবুর শিষ্য। উনিশ শতকে বাগবাজারে বাস করতেন। বাংলা আখড়াই গানে খেউড় উদ্ভাবন তিনিই করেন।) ভোলা ময়রা (আঠারো-উনিশ শতক ) স্বনামধন্য কবিয়াল ও বাগবাজারের মিষ্টান্ন বিক্রেতা (রসগোল্লার উদ্ভাবক ও )। ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভালো কই। ঢাকার ভালো পাতাক্ষীর, বাঁকুড়ার ভালো দই।। কৃষ্ণনগরের ময়রা ভালো, মালদহের ভালো আম। উলোর ভালো বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম।। রংপুরের শ্বশুর ভালো, রাজশাহীর জামাই। নোয়াখালির নৌকা ভালো, চট্টগ্রামের ধাই।। দিনাজপুরের কায়েত ভালো, হাবড়ার ভালো শুঁড়ি। পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভালো, ফরিদপুরের মুড়ি।। বর্ধমানের চাষী ভালো, চব্বিশ পরগণার গোপ। গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো, শীঘ্র-বংশলোপ।। হুগলির ভালো কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভালো বোল। ঢাকের বাদ্য থামলেই ভালো, হরি হরি বোল।। গায়কঃ ভোলা ময়রা।’ নবীন চন্দ্র দাস (ভোলা ময়রার নাতী) (১৮৪৫ - ১৮২৫) - স্বনামধন্য মিষ্টান্ন বিক্রেতা ( শোনা যায় ইতি প্রথম রসগোল্লা বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন) তছাড়া অসংখ্য নাম আর ইতিহাস

জড়িয়ে আছে বাগবাজারের সাথে লিখে শেষ করা যাবে না। অনেকের মতে ব্রিটিশ আমলে বাগবাজার এ বিশাল বাগ (বাগান/ উদ্যান) ছিল, সেই বাগ থেকে বাগবাজার শব্দটির উদ্ভব। তবে ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন মনে করেন বাগবাজার শব্দটি ‘বাঁক বাজার’ শব্দের অপভ্রংশ। কারণ এই অঞ্চলের নিকটে হুগলি নদীর একটি প্রকাণ্ড বাঁক অবস্থিত।

বাগবাজার একসময় ছিল সুতানুটি গ্রামের অন্তর্ভুক্ত বর্ধিষ্ণু অঞ্চল । এই অঞ্চল ছিল বসু ও পাল পরিবারের আবাসভূমি। এই বসু পরিবারে অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ব নন্দলাল বসু ব্রিটিশদের আগমনের অনেক আগেই সুতানুটিতে আসেন। ডিহি কলকাতা গ্রামে বসতি স্থাপনের পর সুতানুটি অঞ্চল ধীরে ধীরে ইংরেজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। এই অঞ্চলের উত্তরভাগে পেরিনস গার্ডেন নামে একটি প্রমোদ উদ্যান ছিল । কলকাতার আদিযুগে কোম্পানির গণ্যমান্য কর্মচারীরা একসময় সস্ত্রীক এই উদ্যানে আমোদ প্রমোদ করতে আসতেন বলে জানা যায়। ১৭৪৬ সাল নাগাদ এই উদ্যানে ইংরেজ যাতায়াত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৫২ সালে ২৫,০০০ টাকায় এই উদ্যানটি বিক্রি হয়ে যায়। যাঁর নামে এই উদ্যান, সেই ক্যাপ্টেন পেরিন ছিলেন বহু জাহাজের মালিক। ১৭৫৪ সালে কর্নেল সি এফ স্কট এই অঞ্চলের উত্তর ভাগে একটি বারুদ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেছিলেন। কলকাতার অন্যতম ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী জমিদার ‘ব্ল্যাক জমিদার’ নামে পরিচিত গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র রঘু মিত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কালেই বাগবাজারের বিখ্যাত বাগবাজার ঘাটটি নির্মাণ করান। ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন তারিখে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে বাগ বাজারের অদূরেই কোম্পানির সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত লালদিঘির যুদ্ধটি ঘটে। এই যুদ্ধে সিরাজ জয়লাভ করেন ও কলকাতা অধিকার করে নেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার যে বিশিষ্ট মানুষটির সঙ্গে বাগবাজারের নাম ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে পড়ে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। সম্ভবত ১৮৭৭ সালে প্রথমবার তিনি বাগবাজারে এসেছিলেন। ৪০, বোসপাড়া লেনে (বর্তমান নাম মা সারদামণি সরণি) কালীনাথ বসুর পৈত্রিক বাসভবনে তিনি আসেন। এখানেই হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ), গদাধর ঘটক (গঙ্গোপাধ্যায়) (পরবর্তীকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ) ও বিশিষ্ট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সংঘ-জননী সারদা দেবীর কলকাতায় বসবাসের সুবিধার জন্য মিশন বাগবাজারেই তাঁর জন্য একটি সুউচ্চ তিনতলা বাড়ি নির্মাণ করেন। বর্তমানে এই বাড়িটি ‘মায়ের বাড়ি’ নামে পরিচিত এবং মিশনের বাংলা মুখপত্র উদ্বোধন পত্রিকার কার্যালয়। এই বাড়ি থেকে দূরে মারাঠা খাল ও গঙ্গার মিলনস্থলটি দেখা যায়। বাড়ি সম্মুখস্থ রাস্তাটির নাম মুখার্জ্জী লেন থেকে পরিবর্তিত করে উদ্বোধন লেন করা হয়েছে। বাড়ির দক্ষিণে কাশী মিত্র শ্মশানঘাট ও শ্মশানেশ্বর শিব মন্দির অবস্থিত।

বাগবাজার অঞ্চলের উত্তরে বাগবাজার খাল (মারহাট্টা/ মারাঠা ডিচ) , পূর্বে শ্যামবাজার, দক্ষিণে শোভাবাজার ও কুমারটুলি এবং পশ্চিমে প্রবাহিত হুগলি নদী। সুপ্রাচীন চিৎপুর রোড (বর্তমান নাম রবীন্দ্র সরণি) সুদীর্ঘকাল ধরেই বাগবাজার অঞ্চলের জীবনরেখা। সাবর্ণ রায়চৌধুরী নির্মিত হালিশহর থেকে বেহালা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি তীর্থপথের (এই নিয়ে পূর্বেই অনেক আলোচনা করা হয়ে গেছে) উপরে এই রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। ১৯০৪ সালে এই পথ ধরেই ট্রামলাইন বাগবাজার অবধি বিস্তৃত করা হয়। বাগবাজার বাংলার বহু কৃতি সন্তানের বাসভূমি। তাছাড়া কলকাতার সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গেও এই অঞ্চলের নাম বিশেষভাবে জড়িত। ১২৫ বছরের পুরনো বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি।

# সম্পাদকীয়

## কবিগুরুকে লেখা নেতাজির চিঠি

ক্লাসের অন্য ছেলেদের সাথে এই ছেলেটার পোশাকে একদম মিল নেই, তাঁর গায়ে জামা নেই.খালি পা,ঢাকার গভর্ণর ফুলার তাঁকে জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার! তুমি খালি পায়ে কেন? তোমার জুতো নেই? মেঘনাদ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলগ্ধ সাহেব আবার বললেন ;কি হল চুপ কেন? মাথা তুলে নির্ভিক কণ্ঠে ইংরেজিতে ফুলার কে মেঘনাদ বলল;ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এটা আমার প্রতিবাদ। হোয়াট,গর্জে ওঠে সাহেব বললেন -গেট আউট। আই সে গেট আউট। কুনো দিন তুমি আর স্কুলে আসিবে না। মেঘনাদ কে কেবল স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হল না,বন্ধ করা হল তাঁর মাসিক বৃত্তি। ফুলারের ঘটনায় মেঘনাদের বাড়ির লোকেরা জানতে পারলেন শুধু পড়াশোনায় তাদের বাড়ির ছেলেটা ডুবে নেই,বরং দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা তাঁর মন কে নাড়িয়ে দেয। স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেও কিছুই যায় আসেনি মেঘনাদের। কাছেই একটি স্কুল ছিল নাম কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুনলেন, বিতাড়িত ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাদ বলে একটা ছেলে আছে অত্যন্ত মেধাবী। মধ্যবৃত্তি পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে সে প্রথম হয়েছে। স্কুলের হেড মাস্টার মশাই বুঝলেন এই রকম ছাত্র তাঁর স্কুলে ভর্তি হলে স্কুলের গৌরব বাড়বে। তিনি কিশোরীলাল জুবিলি স্কুলে বিনা বেতনে মেঘনাদকে পড়ার সুযোগ করে দিলেন। বাবার কষ্টের কথা মাঝে-মাঝে মনে হয় তাঁব ঠিক করলেন ফাইনান্স সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন। সব কিছু যখন ঠিকঠাক, জানতে পেরেছিলেন এমন ছেলেকে ইংরেজ সরকার চাকরি দেবে না। ইংরেজ আমলে বিপ্লবী বাঘা যতীন আর পুলিন দাসের সঙ্গে যার ওঠা-বসা তাঁকে সরকারি কাজে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভাগ্যিস মেঘনাদ ব্রিটিশের চাকরি করেনি, তাহলে আমরা হয়ত পেতাম না প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভারত তথা বাঙালির গর্ব ‘ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স’ (সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স)-এর প্রতিষ্ঠাতাকে। জাতিভেদ প্রথার কদর্য দিকটা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে। তিনি তখন শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সাইকেলে চড়ে গৃহশিক্ষকতা করে বেড়ান। বাকি সময়টা ডুবে থাকেন গণিতে। মেধা বৃত্তি পাওয়ায় তখন অবশ্য সহপাঠীদের সম্ভ্রমের পাত্র মেঘনাদ। কৈশোরের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন, জাতিভেদ, অসাম্য আসলে আমাদের সমাজের এক গভীর অসুখ। পিতৃদেবের দেওয়া নাম ছিল ‘মেঘনাথ’। নিজে বদলে দিয়েছিলেন সেই নাম জাতিভেদ প্রথার প্রতিবাদেই,হয়েছিলেন ‘মেঘনাদ’। বিজ্ঞানে মেঘনাদ সাহার অসংখ্য অবদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘তাপীয় আয়নন তত্ত্বের’প্রণয়ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে একাধিক জটিল রহস্যের উদঘাটন ও তার সার্থক প্রয়োগ। ‘তাপীয় আয়নন তত্ত্ব’ বিজ্ঞানে যে নতুন যুগের সুচনা করেছিল,তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরবর্তীকালে জানা গিয়েছে। ‘দেশ’ পত্রিকাকে (১৯৯৩, ৯ অক্টোবর সংখ্যা) দেওয়া সাক্ষাৎকারে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিত ডেভিড ডিভরকিন জানিয়েছিলেন, মেঘনাদ সাহাকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত করার চেষ্টা করেছিলেন ১৯২৭-এর পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী আর্থার কম্পটন। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় ভাটা পড়ার কারণেই হোক বা দেশীয় বিজ্ঞানীদের বিরোধিতায়! নোবেল প্রাইজ তিনি পাননি। ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা পড়াতে শুরু করেছেন। নিউক্লিয়ার গবেষণা প্রয়োজন। --রতন সাহা।

# স্কুলে রোমিওদের তান্ডব, প্রতিবাদ করতে গিয়ে হুমকির মুখে শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের কুলি চৌরাস্তা সাধারণ বিদ্যাপীঠ স্কুলের গেটের সামনে প্রায় বহিরাগত রোমিওরা শিক্ষার্থীদের উত্তপ্ত করে এর প্রতিবাদ করায় শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে আশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন স্কুল শুরু থেকে টিফিন আওয়ার এমনকী ছুটির সময় স্কুল গেটের সামনে বহিরাগত রোমিওদের চলে বাইক নিয়ে দাপাদাপি এবং ইভটিজিং। ফলে স্কুল ছাত্রীদের পক্ষে বিষয়টি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ছাত্রীরা শিক্ষকদের ঘটনার কথা জানায়। এই নিয়ে কয়েক দিন আগে ভূগোল শিক্ষক ইকবাল মাতিন বহিরাগতদের সাবধান করেন। কিন্তু এর ফল হয় বিপরীত। ওই শিক্ষককেই ঘুরিয়ে নিগ্রহ করার অভিযোগ উঠেছে। এদিকে বৃহস্পতিবার স্কুল খোলার সাথে সাথে ফের বহিরাগতরা তান্ডব শুরু করে। সেই সময় এক স্কুল শিক্ষক প্রতিবাদ করলে সেই শিক্ষককেও হুমকি দেওয়া হয়। তার বাড়িতে গিয়ে গালিগালাজ এবং হুমকি দেয়। এই নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন স্কুলের সমস্ত শিক্ষক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা, ওই বহিরাগতদের ধরে ফেলেন। পরে তাদের অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হয়। যদিও বিষয়টি পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে শেষ বারের মতো শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কুলি চৌরাস্তা সাধারণ বিদ্যাপীঠের কিছু শিক্ষক ক্যামেরার সামনে বলতে না চাইলেও ওনারা বলেন আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি বলে জানিয়েছেন। সাধারণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শের নওয়াজিস বলেন, আমাদের ছাত্র আমরা অভিভাবক। তাই অভিভাবক নিয়ে আমরা মীমাংসা করে নিয়েছি। পরিবর্তিতে যদি কোন এরকম শিক্ষককে নিগ্রহ করা হয়। তাহলে আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে জানাতে বাধ্য। যদিও ভূগোলের শিক্ষক ইকবাল মাতিন জানান, আমরা বাইরে থেকে শিক্ষাগতা করতে আসি এই স্কুলে। স্কুল ছুটির পর আমাদের সঙ্গে কি হবে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। সাধারণ বিদ্যাপীঠের একজন শিক্ষক নাম জানাতে অনিচ্ছুক। তিনি বলেন এইখানকার স্থানীয় শিক্ষকদের উপরে হামলা করছে, বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসছে। আমরা তো বাহিরে থেকে আসি আমাদের কি অবস্থা হবে একটু ভাবুন।

# সিমবক্স কান্ডে পুলিশের জালে আন্তর্জাতিক অসাধু চক্রের ধৃত আরোও এক পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুন ঃ সিমবক্স কান্ডে পুলিশের জালে আন্তর্জাতিক অসাধু চক্রের ধৃত আরোও এক পান্ডা। মোবাইল ও জেরক্স এর দোকানের আড়ালে চলতো আন্তর্জাতিক সাইবার চক্র। পুলিশের অভিযানে বর্তমানে ওই চক্রের ৪ জন পান্ডা শ্রীঘরে। জটিয়াকালী বাজারে মোবাইল, জেরক্স এর দোকান দিয়েছিল জটিয়াকালী সংলগ্ন সন্ন্যাসীকাটা নিবাসী সাব্বির আলী। গত ১৬ মে দুপুরে হঠাৎই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও এনজেপি থানা যৌথ ভাবে হানা দেয় সাব্বির আলীর দোকানে। দোকানে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক সিম কার্ড, সিমবক্স ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও কিছু মেশিন উদ্ধার করে। নকল আধার, ভুয়ো সিম ও আন্তর্জাতিক ফোন কল ব্যাবহারের জন্য সাব্বির আলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের অনুমান কোন আন্তর্জাতিক অসাধু চক্রের সঙ্গে সাব্বিরের যোগাযোগ রয়েছে। এর পরেই তদন্তের ভার দেওয়া হয় শিলিগুড়ি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে। তারা তদন্তে নেমে এনজেপি এলাকা থেকে দয়াল বর্মন ও রাজু রায়কে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, ধৃত ওই দুই ব্যক্তি এই অসাধু চক্রের সঙ্গে অতপ্রত ভাবে যুক্ত। ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে তদন্তের স্বার্থে রিমান্ডে নিয়ে গত বৃহস্পতিবার রাতে ফুলবাড়ি বাংলাদেশ সীমান্তের বেরুবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় আব্দুল কাদের নামে এক ব্যাক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতো। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ অভিযান চালিয়ে সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া গার্ঘেষা ওই বেরুবাড়ি নিবাসী আব্দুল কাদেরকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। তবে এর সাথে কাঁটাতারের ওপারে থাকা সিমবক্স কান্ডের মূল আরোও এক পান্ডার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

# জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৮ জুন ঃ চিকিৎসায় গাফিলতি ও রোগীর আত্মীয়দের মারধরের অভিযোগ জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের উপরেও চড়াও হওয়ার অভিযোগ জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরপর নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে দেড় বছরের একটি শিশুকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসে তার পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থ শিশুটিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দেখে মহিলা শল্য বিভাগে ভর্তি করাতে বলেন। সেই মোতাবেক মহিলা শল্য বিভাগে অসুস্থ শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তাররা কার্যত চিকিৎসায় গাফিলতি করেন এবং ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে ব্যস্ত থাকেন। বেশ কিছু সময় পার হওয়ার পরেও চিকিৎসা শুরু না হওয়ায় জুনিয়র ডাক্তারদের শিশুটিকে দেখার জন্য বলেন শিশুর আত্মীয়রা। আর তখনই জুনিয়র ডাক্তাররা শিশুটির পরিবারের লোকজনের উপরে চড়াও হন বলে অভিযোগ। যার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান অসুস্থ শিশুটির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং স্থানীয় কো-অর্ডিনেটর তথা জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা। জুনিয়র ডাক্তাররা রোগীর আত্মীয়দের পাশাপাশি চৈতালি ঘোষ সাহাকেও মারধর ও হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি এই খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে মারমুখি জুনিয়র ডাক্তারদের হাতে হেনস্থার শিকার হন সংবাদমাধ্যম কর্মীরাও। ঘটনায় কার্যত ধুন্ধুমার লেগে যায় মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়গঞ্জ থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। অসুস্থ শিশুটির বাবা রাজা মণ্ডল জানান, তাঁর দেড় বছরের সন্তান হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় তাঁরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রথমে জরুরি বিভাগের চিকিৎসককে দেখালে, তাঁকে মহিলা শল্য বিভাগে ভর্তি করার কথা বলা হয়। সেই মোতাবেক মহিলা সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে অসুস্থ শিশুটিকে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তাররা দ্রুত চিকিৎসা না করে ক্রিকেট খেলা দেখায় ব্যস্ত থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পরেও চিকিৎসা শুরু না হওয়ায় জুনিয়র ডাক্তারদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা। অভিযোগ, তারপরই হঠাৎ করে জুনিয়র ডাক্তাররা এসে তাঁদের ওপর চড়াও হন এবং মারধর শুরু করেন। এমনকী মহিলাদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় চৈতালি ঘোষ সাহাও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'একটি অসুস্থ শিশুকে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলে, জুনিয়র ডাক্তার চিকিৎসা না করে মোবাইলে খেলা দেখছেন। তাঁদের চিকিৎসার কথা বলা হলে ইউনিয়ন ডেকে রোগীর আত্মীয়দের উপরে চড়াও হন ও মারধর করেন। মহিলাদেরও রেয়াত করা হয়নি।' ঘটনায় তাঁকেও শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ চৈতালির। এদিকে এই ঘটনায় রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বিপ্লব হালদারের কাছে জানতে চাওয়া হলেও তিনি তেমন কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। বিপ্লব জানান, এই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না, যা বলার তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই বলবে। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

# পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ জুন ঃ একদিকে বেহাল রাস্তা, অন্যদিকে পুলিশের তোলাবাজির জুলুমের বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ করল স্থানীয় বাসিন্দা সহ ট্রাক্টর চালকদের একাংশ। বীরভূমের নলহাটি থানার নামোপাড়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। তাদের অভিযোগ, বেহাল রাস্তার জন্য প্রায় সময় দুর্ঘটনা ঘটছে। ট্রাক্টরে চালকদের অভিযোগ, পাথর বোঝাই করে যাতায়াতের সময় পুলিশ তাদের কাছে থেকে জোর করে মোটা অঙ্কের টাকা তোলা আদায় করছে। তোলা না দিলে বিভিন্ন ধরনের কেস দিচ্ছে। টাকা না দিলে মস্তান দিয়ে পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা আদায় করছে। দিনের পর দিন তাদের উপর এই ধরনের জুলুমবাজি চালাচ্ছে নলহাটি থানার পুলিশ। একদিকে এবড়োখেবড়ো রাস্তার কারণে গাড়ির যন্ত্রাংশ ভাঙছে, অন্যদিকে পুলিশের তোলাবাজির কারণে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই তাদের দাবি, যতক্ষণ না তাদের দাবি মানা হচ্ছে ততক্ষণ তারা রাস্তা অবরোধ চলবে। ট্রাক্টর ব্যবসায়ী সমীর শেখ বলেন, থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আমাদের উপর জোর জুলুম করছে। তাদের দাবি মতো টাকা না দিলে গাড়ি আটকে মোটর ভিহিকেল দফতরের হাতে তুলে দিচ্ছে। ওই দফতর অন লাইনে মোটা টাকা ডিমান্ড করছে। তারই প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলন। হালিম শেখ বলেন, একে রাস্তা খারাপ। তার উপর পুলিশের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ। পুলিশ বড় বড় গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ট্রাক্টর ধরে মোটা টাকা কেস দিচ্ছে। এরই প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলন।

# সবজির ফেলে দেওয়া খোসা থেকেই হবে অর্থ উপার্জন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুন ঃ ছাদের ওপরই হরেক রকমের গাছ লাগিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সিদ্ধার্থ সরকার। তিনি পেশায়ও কৃষি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরঞ্জাম কেনা বেচার সঙ্গে যুক্ত। তবে এই গাছ গুলির সার হিসেবে তিনি বাইরের কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করেন নি। বরং, ফেলে দেওয়া সবজির খোসা দিয়েই সার বানিয়ে গাছের যত্ন করেন প্রতিদিন। বাড়ির ছাদই এক টুকরো কৃষিক্ষেত্র। ফল, ফুল, সবজি থেকে শুরু করে কি নেই ছাদ বাগানে! পেশার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ির পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সিদ্ধার্থবাবুর গাছ লালন পালন করা নেশাও বটে! আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু থেকে শুরু করে হরেক ধরনের সবজি চাষও করেছেন তিনি। সারাবছর মেলে ভাল ফলন। এবার থেকে সবজির খোসা ফেলে না দিয়ে গাছের খাবার তৈরি করার পরামর্শ দেন তিনি। কেউ যদি এইভাবে চাষাবাদ করতে চায় তা হলে তার সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেন। দু'হাত বাড়িয়ে সাহায্য করার আশ্বাস দেন তিনি। সবজির খোসা দিয়ে যে গাছের সুষম খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং বাড়তি উপার্জন হতে পারে কম খরচেই। তা শিখিয়ে দিলেন জলপাইগুড়ির এই বাসিন্দা।

# বাইক সহ গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ জুন ঃ ২৭ তারিখ ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকে চুরি যায় একটি হিরো গ্ল্যামার বাইক। বাইক চুরির ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাইকের মালিক। অভিযোগ পাওয়ার পর ভক্তিনগর থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশ তদন্তে নামে। এরপর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বাইক সহ গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় শ্রাবণ শর্মা নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। তার হেফাজত থেকেই বাইকটি উদ্ধার হয়েছে। ধৃত শ্রাবণ শর্মাকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ।


**Gobindapur Gram Panchayat**
Gobindapur, Jagatballavpur, Howrah
**Notice Inviting e-Tender**
GGP/NIT/128-131 (4 nos)
Dated – 25.06.2024
Last Date – 02.07.24 and 08.07.24
Opening Date – 04.07.24 and 10.07.24
Will be available at
https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Gobindapur Gram Panchayat

**TENDER NOTICE No.: 1/SIM/15 th CFC/2024-25**
Tender ID: 2024_ZPHD_702481_1, 2024_ZPHD_702539_1, 2024_ZPHD_702565_1, 2024_ZPHD_702709_1, 2024_ZPHD_702741_1, 2024_ZPHD_702804_1, 2024_ZPHD_702851_1, 2024_ZPHD_702892_1. Bid submission starting from 28.06.2024. Bid submission end date: 06.07.2024. Date Opening of Bid: 08.07.2024. For details visit office of the undersigned.
Sd/-Prodhan
Simulpur Gram Panchayat

**Saharjora Gram Panchayat**
**Shitla Barjora Bankura**
e-NIT No.- 01/SGP/24-25 Dated- 25/06/2024
All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition can be obtained from www.wbtenders.gov.in and Saharjora Gram Panchayat Office.
Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

**Office of the Haturia-I Gram Panchayat**
Natibpur, Agunshi, Bagnan, Howrah
Notice inviting e-Tender
Ref. Memo No.- HGP 1/176/NIT-09/15 th FC/24-25, Dt-27/06/24. E-Tenders are invited in the website http://wbtenders.gov.in for above reference no. Last date of submission of bid: 04/07/2024. Bid Opening Date: 07/07/2024.
Sd/-Pradhan
Haturia-I Gram Panchayat

**পূর্ব রেলওয়ে**
টেন্ডার বাতিলকরণ
টেন্ডার নোটিস নং. এসএএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/০৬/২০২৪, তারিখ ১১.০৬.২০২৪ এর মাধ্যমে ডেপুটি চিফ সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১, কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নং. এসএএনডিটি-কন-০৬-২০২৪-এইচডব্লুএইচ, যেটি ০৫.০৭.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টেয় বন্ধের কথা ছিল এতদ্বারা অনিবার্য কারণবশত তা বাতিল করা হল।
CON-33/2024-25
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**KANCHRAPARA MUNICIPALITY**
The Following E-Quotation are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website https://wbtenders.gov.in. Tender Notice No.-442,Dt.26/06/2024 for Different Civil Works at Different Area of this Municipality.Tender ID : 2024_ MAD_ 702337_1 to 3, Last Date of Bid Submission 13/07/2024 at 17:00 Hrs.
S/D Kamal Adhikary,
Chairman,
Kanchrapara Municipality

**Babnan Gram Panchayat**
Babnan, Dadpur, Hooghly
**e-Tender Notice**
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors vide **NIT No.: 01/BAB/CFC/2024-25 Date: 28.06.2024.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned GP Office & www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

**Raghunathpur Gram Panchayat**
(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com
Memo No.***/RGP/2024 Dated:-28/06/2024
NIT NO:-004/RGP/2024-2025 Date:-28/06/2024
Tender ID :- 2024_ZPHD_702782_1 to 2
Bid submission end date:-05/07/2024 12:00PM
Bid opening date:-08/07/2024 12:00PM

**Hooghly Chinsurah Municipality**
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
**E-Tender Notice**
**Memo No-938/WS/SD** **Dated-28/06/2024**
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT6/6e/24 and Tender Id No-2024_MAD_702240_1 to 3 for Supply of D.I. pipe, strainer & etc. for pipeline renovation & sinking of tube well at w-13 & 30 under 15 th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: 23/07/2024 at 10:00 hrs. For more details and bidding online please visit website-https://wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**Udaynarayanpur, Howrah**
**PRESS NOTICE**
**E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-1/BDO/24-25, Dt.-28/06/2024** for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2024_ZPHD_702708_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

**E-TENDER INVITING NOTICE**
**Tender Reference no.:- WB/HOW/ BJPS/NIT-01/2024-25**
**(Memo No: 414 / Panch, Dated: 28/06/2024)**
Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of four (04) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.
Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

**Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT,**
**Birshibpur, Uluberia, Howrah**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference / memo no. **77/MGP & 80/MGP, Dated : 29.06.2024** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **05/07/2024 at 14:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

**আগ্রহের অভিব্যক্তি**
টেণ্ডার নং. ইওআই-সিএমএস-২০২৪-২৬-আরটি। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ সিএমএস/ডিআরএইচ/এনএফআর/কাটিহারের অধীনে ওষুধ, সার্জিক্যাল সামগ্রী এবং টেণ্ডারের অনুমোদিত যোগানদাতা রূপে ওষুধ এবং সার্জিক্যাল সামগ্রীর খ্যাতিপ্রাপ্ত খুচরো বিক্রেতার পঞ্জীয়ন। বায়না রাশিঃ ৭,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৭-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**Office of The Executive Officer**
**Purbasthali-II Panchayat Samity**
**NOTICE INVITING E-TENDER**
The undersigned hereby inviting e-tender Vide ref no 312/PS, Dated 27-06-2024, application are hereby invited from prospective bidders by **12/07/24**, for details visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-II Panchayat Samity

**KANCHRAPARA MUNICIPALITY**
The Following E-Quotation are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in.Tender Notice No.-443,Dt.26/06/2024 for Supplying Fitting & Fixing of Painted Drama,Gabion and Printed Name Plate with Logo and Allied other works including Plantation from Ward No.-1 to Ward No.-24. Tender ID : 2024_ MAD_ 702376_1**, Last Date of Bid Submission **06/07/2024 at 17:00 Hrs.**
S/D Kamal Adhikary,
Chairman,
Kanchrapara Municipality

**Office of The Pradhan**
**Lakhanpur Gram Panchayat**
**Hura Panchayat Samity**
**Vill-Layakdih, P.O-Lakhanpur, Dist-Purulia, Pin-723104**
**Notice Inviting Tender No: 01(2024-25)/LKGP**
Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 5(Five) Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from 01.07.2024 to 09.07.2024 (11.30 am to 3.30 pm). Last date of dropping of sealed tender form on or before 10.07.2024 up to 12.00 noon. Date of Tender Opening: 10.07.2024 at 12.30 pm. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

**লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৯৯ অফ ২০২৪, তারিখ: ২৪-০৬-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ মাইগ্রেন্ডিসা-নিউ হাফলং ব্লক সেকশনের মধ্যে কিমি ৯৪/৭-৯৫/৫ -এ ডি/এস এবং ইউ/এস চ্যানেল এবং ঢালের মানককরণ, টো সুরক্ষা, সিডব্লিউডি নির্মাণ, অন্যান্য সম্পর্কিত কাজের মাধ্যমে বিআর নং. ২০২ এবং ২০৪ -এর শক্তিশালীকরণ। টেন্ডার মূল্য: ১৪,০৮,৫৭,৪২১.১২ টাকা; বায়না মূল্য: ৮,৫৪,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ৩০-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আমি, শেখ হানিফ, মনোহরপুর সেখ পাড়া, ডানকুনি হুগলি-৭১২৩১১-এর এসকে হানিফা এস / ও এসকে সাকাবত আলি এলআর-২.৪৮ ডেসিমেল জমি কিনেছি। দাগ নং. ২০৯৫ এবং ২০৯৬, এলআর খতিয়ান নং. ৮৮৯৮, ৮৯১৬,৯০৯০, জেএল নং ৯৮, মৌজা মনোহরপুর, পিএস. ডানকুনি হুগলি -৭১২৩১১ রাজু কুরাশির তরফ থেকে মোঃ সোলেমান এবং জাবিদ কুরাশি বর নিজামুদ্দিন শেখ, নাজরানা বিবি ডব্লু /ও নিজামুদ্দিন শেখ, মোঃ মুন্না কুরাশি এস /ও এসকে সোলেমান তাদের অ্যাটর্নি হোল্ডার এসকে সাইদুল এস /ও এসকে ইসমাইল বনাম ২৮.৩.২৪ তারিখের বাংলা বিক্রয় দলিল হল ভলিউম নং 0608-2024, দলিল নং 060803217 / 2024, ADSR জনাইয়ের অফিসে নিবন্ধিত।

**মেরামতি, প্রতিস্থাপন ও পুনরুদ্ধারের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন**
ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-০২-এলএমজি-২০২৪-২৫-আরটি, তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ও এর স্থানঃ সিনি. ডিএসটিই/ মালিগাঁওয়ের অধীনে ০২টি স্টেশনের (আউজারি ও ধরমতুল) ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের মেরামতি, প্রতিস্থাপন ও পুনরুদ্ধারের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৩,২৮,৭৪৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮৬,৬০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৯-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।
সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**PUBLIC NOTICE** এটি জানানো যাচ্ছে যে আমরা, মেসার্স. আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড, যার SEBI রেজিস্ট্রেশন নম্বর রয়েছে। INZ000183631 এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং BSE লিমিটেডের সদস্য), ইউনিট নং ৫০২, ৬০১,৭০১,৮০১, ৯০১, বিল্ডিং নং ৩ মাইন্ডস্পেস জুইনগর, প্লট নং Gen-2/1/D, Gen-2-এ কর্পোরেট অফিস রয়েছে ১ / E/ (পার্ট) এবং Gen-2/1/F (পার্ট) ট্রান্স থানে ক্রিক, M.I.DC TTC ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, জুইনগর, নাভি মুম্বাই ৪০০৭০৬. নিম্নলিখিত অনুমোদিত ব্যক্তিকে (AP) সমাপ্ত / অসম্পর্কিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে-

| এপির নাম | ট্রেডের নাম | ঠিকানা | এপি রেজি. নং ও তারিখ |
|---|---|---|---|
| দীপক কুমার সাউ | দীপক কুমার সাউ | হোল্ডিং নং ৭৫৮ ওল্ড নং ৭, মেদিনীপুরের অধীনে, পৌরসভা ওয়ার্ড নং ৫, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - পূর্ব, ৭২১১০১ | NSE-CASH Ap0346094531<br>NSE-FO-AP0346094531<br>NSE-CDX-AP0346094531<br>Dated 15-DEC-2022<br>BSE- Ap01010301148472<br>Dated- 12-DEC-2022<br>MCX- 157718<br>Dated- 20-DEC-2022 |

উপরোক্ত AP-এর সাথে লেনদেনকারী বিনিয়োগকারীদের একই কথা নোট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এক্সচেঞ্জ দ্বারা নিবন্ধন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত AP আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে যে কোন প্রশ্নের জন্য যোগাযোগের ইমেল আইডি - iseccompliance@icicisecurities.com/ ifahelpdesk@icicisecurities.com
পরিচালক আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডের
আদেশ দ্বারা
বিজয় চন্দক

**KANCHRAPARA MUNICIPALITY**
The Following E-Quotation are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in.Tender Notice No.-441,Dt.26/06/2024 for Supply of 788 Nos. (renowned company made) Different Size of Rain Ware (The number of Male Rain Ware 644 and Female Rain Ware Number is 144) of this Municipality.Tender ID : 2024_ MAD_ 702297_1**, Last Date of Bid Submission **06/07/2024 at 17:00 Hrs.**
S/D Kamal Adhikary,
Chairman,
Kanchrapara Municipality

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি**
ই-অকশন নোটিস নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/ওওএইচ- IV/২৪ তারিখ ২৮.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব-রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রীনিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নং. পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-ওওএইচ- IV, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা। এসইকিউ নং. ঃ এঃ/১; লট নং. ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেটিএল-ওএইচ-৪-২৪-২ (বিজ্ঞাপন গৃহের বাইরে); বিবরণ ঃ ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার- IV স্টেশনসমূহের অধীনে ((ক) ঝাপটের ঢাল স্টেশন থেকে গুমানি স্টেশন (খ) আদালপাহাড়ি স্টেশন থেকে কুরবা স্টেশন (গ) আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন থেকে তকিপুর স্টেশন এবং (ঘ) চৌহাট্টা স্টেশন থেকে অজয় কেবিন পর্যন্ত) (স্টেশন চত্বরের বাইরে) গৃহের বাইরে বাণিজ্যিক প্রচারমূলক প্রদর্শনী।
HWH-141/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**
**ABRIDGED NIT**
The **OSD & Ex. E.O. DG (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
**1. NIT No. : KMC/TW/CMO/59/VII/01/24-25**
Name of work : **Sinking of 03 nos. power driven tubewell without electrical connection in Ward 59 under Borough-VII**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,18,534.13**. Earnest Money: **Rs.4,400.00**. Time of Completion: **180 Days**.
**2. NIT No. : KMC/WS/C/SEC-J/56/01/24-25**
Name of work : **Development of filtered water supply by laying 100MM dia. service main at 7, Kamardanga Road and 26, Pottery Road area under Ward No. 56**. Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,28,649.95**. Earnest Money: **Rs. 8,600.00**. Time of Completion: **30 Days**. Last date and time of online submission of tender: **10.07.2024** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). For full and further details, please visit the website **http://www.wbtender.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply) Project, KMC** invites e-tender for the works (Submission of bid through online):
**1. NIT No. : KMC/WS/PROJECT/18/2024-25**
Name of work : **Construction of masonary inspection PIT and laying of SW pipe for drainage connection at the western side inside Shitalakhola CBPS**. Estimate Amount : **Rs. 2,77,455.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **10 Days**.
**2. NIT No. : KMC/WS/PROJECT/19/2024-25**
Name of work : **Construction of boundary wall at the eastern side of Panchannagram Booster Pumping Station**. Estimate Amount : **Rs. 2,97,426.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **20 Days**. Last date and time of online submission of tender: **13.07.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). For full and further details, please visit the website **http://www.wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites tender online two part bid system for the following works:
**1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/25/24-25/PD**
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Brahmapur South end, Banerjee Para Gostatala etc areas in Ward No.-111, Br-XI**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,009.60**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of completion of bid: **08.07.2024** up to **12 noon**.
**2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/13/24-25**
Name of work : **Repairing of bustee lighting system at Bikramgarh, Bijoygarh and other slum areas in Ward No. 95, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,48,682.10**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
**3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/24/24-25**
Name of work : **Restoration of street lighting arrangement due to super cyclone and heavy rain fall at Bansdroni, Khanpur and different areas in Ward No.-98, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,49,780.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.
**4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/25/24-25**
Name of work : **Repairing works of street lighting arrangement at Netajinagar and Narkelbagan etc. area in Ward No.-98, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,476.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of completion of bid: **09.07.2024** up to **12 noon**. (for sl. no. 2 to 4). The bid form and other details are available on and from **28.06.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1) **/ 27.06.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 2) and **01.07.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 3 & 4). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Elec) Lighting, Zone-II, KMC** invites E-tender by two bid system for the following works:
**1. NIT No. : LTG/24/54/VI/Z-II/24-25**
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting system at different bustee in Ward No.-54**. Estimate Amount : **Rs. 1,47,801.38** Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
**2. NIT No. : LTG/26/54/VI/Z-II/24-25**
Name of the work : **Miscellaneous repairing and replacement of street lighting poles, LED fittings, loop boxes etc at various places in Ward No.-54**. Estimate Amount : **Rs. 1,97,521.26**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
**3. NIT No. : LTG/25/61/VI/Z-II/24-25**
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting system at different bustee in Ward No.-61**. Estimate Amount : **Rs. 1,49,483.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.07.2024** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3).
**4. NIT No. : LTG/23/45/V/Z-II/24-25**
Name of the work : **Repairing & maintenance of street lighting system at Strand Road, Canning Street and other different places in Wd No.-45, Br-V**. Estimate Amount : **Rs. 1,99,958.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
**5. NIT No. : LTG/25/37/V/Z-II/24-25**
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting system at Patwar Bagan bustee and other sites in Wd No.-37**. Estimate Amount : **Rs. 1,49,907.23**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
**6. NIT No. : LTG/21/41/V/Z-II/24-25**
Name of the work : **Repairing & replacement of bustee lighting arrangement at Syed Salley Ln, Pratap Ghosh Ln bustee & other bustee places in Wd No.-41**. Estimate Amount : **Rs. 1,49,981.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.07.2024** up to **12 noon** (for sl. no. 4 to 6).
**7. NIT No. : LTG/10/MKT/COM/V/Z-II/24-25**
Name of the work : **Supply & installation, wall fixing of fire extinguishers at College Street Market & Sisir Market under Br-V, ZN-II**. Estimate Amount : **Rs. 1,77,388.32**. Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.07.2024** up to **4 p.m.**
**8. NIT No. : LTG/24/36/V/Z-II/23-24**
Name of the work : **Repairing and replacement of bustee lighting system at 136 Beliaghata Road bustee and other sites in WD-36**. Estimate Amount : **Rs. 1,49,997.40**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.07.2024** up to **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.07.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) / **29.06.2024** at **6 p.m.** (for sl. no. 4 to 6) / **28.06.2024** at **6 p.m.** (for sl. no. 7) and **02.07.2024** at **6 p.m.** (for sl. no. 8). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 8).
144/24-25

## চাষবাস

# কার্শিয়াংয়ের পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে স্ট্রবেরি গার্ডেন
## সাফল্যের পথ দেখছে দার্জিলিং-র মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জুন ঃ উঁচুতে পাহাড়ে কোলে ছোট্ট একটি গ্রাম চিমনি। সমতলে গ্রীষ্মের দাবদাহ চোখ রাঙালেও এই গ্রামে সবসময়

প্রকৃতি তার কুয়াশার চাদরে মোড়া থাকে। মনোরম পরিবেশ মন কেড়ে নেয়। জানা গিয়েছে, এই গ্রাম স্বনির্ভরতার দিশা পাহাড়বাসীরা দেখতে পেয়েছেন। অত্যন্ত মনোরম আবহাওয়াতে কীভাবে স্ট্রবেরি চাষ করে পাহাড়েও ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। প্রায় দেড় একর জায়গা নিয়ে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে তৈরি করা স্ট্রবেরি গার্ডেন থেকে উৎপন্ন হওয়ার স্ট্রবেরি দেশের অন্য রাজ্যের পাইকারি বিক্রেতাদের নজরে পড়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। অনেকেই সেখানে এসে স্ট্রবেরি নিয়ে যেতে চাইছেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এই স্ট্রবেরি গার্ডেনের স্রষ্টা এক যুবক চাষি। নাম অলোক প্রধান। নিজের জমিতেই স্ট্রবেরি চাষের উদ্যোগ নেন তিনি। প্রথমটায় নানান ধরনের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাঁকে। পাহাড়ের ধস, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি যে কোনও সময়ে স্ট্রবেরি নষ্ট করে দিতে পারে জেনেও এই উদ্যোগে পরিবারের লোকেরা তাঁকে সহায়তা করেন। তবে ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে তিনি সাফল্য হাতে পান। বর্তমানে এই স্ট্রবেরি গার্ডেন থেকে প্রতি বছর প্রায় দুই কুইন্টাল স্ট্রবেরি উৎপন্ন হচ্ছে। যার গুণমান অত্যন্ত উন্নত। যার ফলে সুমিষ্ট এই স্ট্রবেরি মুম্বই, দিল্লির পাইকারি ব্যবসায়ীরা এই স্ট্রবেরি নিজেদের রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইছেন। কাজের খোঁজে ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশে বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা কমবে পাহাড়ের যুবকদের মধ্যে, এমনটা ভাবা হচ্ছে।

# ২৫০ টাকার সুগন্ধী ধান ফলাচ্ছে সুন্দরবন

প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে হারিয়ে অর্গানিক সুগন্ধী চালের ফলন করছেন সুন্দরবনের চাষীরা। যা আড়াইশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এই অসাধ্যসাধন করেছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড'। সলতে পাকানো শুরু ২০১৯ সাল থেকে। পরীক্ষামূলকভাবে দুই থেকে তিন বিঘে জমিতে শুরু হয় নোনা সহনশীল ধানের জৈব চাষ। সাফল্যআসতে জমির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এ বছর ৮ হেক্টর জমিতে অর্গানিক ধানের চাষ হয়েছে। যার মধ্যে অনেকগুলি চাল সুগন্ধী। বেগুনি, লালচে, কালো সেই সব চাল ভালো দাম পেয়েছে। জানা গিয়েছে, কেজি প্রতি ১১০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা মিলেছে। তাতেই আনন্দে হাসছেন চাষিরা। এখনও পর্যন্ত গোসাবার টিটলিঘেরা, শান্তিগাছি ও কুলতলির মইপীঠ গ্রামে অর্গানিক চাষ হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. হিমাদ্রিশেখর দেবনাথ জানিয়েছেন, সুন্দরবনে অর্গানিক ধান চাষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা সফল হয়েছে। গোসাবার মন্মথনগর সিড ফার্ম থেকে চাষিরা বীজ নিয়ে গিয়ে ধান চাষ করছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভালোই ফলন দিচ্ছে গোবিন্দভোগ। অর্গানিক চাষের পরিধি বাড়ছে। আসলে রাজ্য সরকার এই চাষের ব্যাপারে খরচখরচা করলেও উৎপাদিত ধান বিক্রির ৭০ শতাংশ দামই যাচ্ছে চাষির কাছে। বাকি টাকা গচ্ছিত হচ্ছে 'সিড ব্যাঙ্ক'-এর উন্নয়নে।জানা গিয়েছে, পরবর্তীকালে চাষিদের সমবায় গড়ে উঠলে গচ্ছিত এই অর্থ 'স্টার্টিং ক্যাপিটাল' হিসাবে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কৃষিবিজ্ঞানীরা নোনা স্বর্ণ ধান তৈরি করেছে। যা নতুন দিশা দেখিয়েছে সুন্দরবনের মানুষকে।এবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে সুগন্ধী চাল।জানা গিয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে প্রায় ২৮ রকমের ধান ফলানো হয়েছে সুন্দরবনে।

# নদীর গা ঘেঁষে বেআইনিভাবে পার্ক নির্মাণের চেষ্টায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, গয়েরকাটা, ২৮ জুন ঃ নদীর পাশে পার্ক গড়ে তোলা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠল। বলা হচ্ছে নদীর স্বাভাবিক গতিকে বাধা দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে গুরুতর

অভিযোগ তুলেছেন বানারহাট ব্লকের দক্ষিণ সাঁকোয়াঝোরা গ্রামে কালুয়া নদীপাড়ের বাসিন্দারা। সেচ দপ্তরকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে পাড় বাঁধাই করে নদীর গতিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টার পাশাপাশি, একেবারে নদীর পাড়ে বিশাল এলাকাজুড়ে জলাশয় তৈরি করার ফলে বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এলাকায়। শাসকদলের নেতাদের একাংশের মদতে ধূপগুড়ির কয়েকজন ব্যবসায়ী ওই প্রকল্পের কাজ চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ। মাসতিনেক ধরে বিশাল এলাকায় জলাশয় খনন, বোল্ডার দিয়ে পুকুর ও জলাশয়ের পাড় বাঁধানোর কাজ হলেও তা কেন স্থানীয় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেল তা নিয়েও প্রশ্ন এলাকাবাসীর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নেতা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে 'সেটিং' হওয়ার জেরেই একাধিক সরকারি দপ্তরের নির্দেশিকা ও নিয়মকে কার্যত শিকেয় তুলে দিনের পর দিন এই কাজ বহালতবিয়তে হয়েছে। সেচ দপ্তরের নিয়মে নদীর পাশে কোনও ব্যক্তিগত জমিতে কোনওরকম নির্মাণকাজ করতে হলেও দপ্তরের অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক। তাছাড়া কেউ নিজের ইচ্ছেমতো নদীর পাড় বাঁধানো কিংবা বাঁধ নির্মাণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে তাও মানা হয়নি। নদীর স্বাভাবিক গতি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্যে জাতীয় নদী কমিশন এবং গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশিকাও অমান্য হয়েছে এই নির্মাণকাজে। উপরন্তু পাড় বাঁধাতে আনা বোল্ডারবোঝাই ডাম্পারের দাপটে সদ্যনির্মিত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার বিটুমিন রোডও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীর পাড়ে আর্থমুভার নামিয়ে চলছে নির্মাণকাজ। টাকা এবং ক্ষমতায় বলীয়ান নির্মাণকারীদের দাপটে মুখ বুজে থাকলেও সম্প্রতি নির্মাণকাজের বোল্ডারবোঝাই ডাম্পারের চাপে এলাকার একটি কালভার্টের অ্যাপ্রোচ রোড ধসে যাওয়ায় এলাকাবাসীর ক্ষোভ দেখা যায়। যৌথ প্রকল্প হলেও বিশাল ওই নির্মাণকাজের মূল অংশীদারি ধূপগুড়ির এক বড় সুপারি কারবারির স্ত্রীর নামে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'গাড়িতে করে বোল্ডার নিয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের এখানে একটি কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুনেছি পার্ক বানানোর জন্য এই পাথর প্রতিদিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এভাবে নদীর পাশে জলাশয় তৈরি হলে বর্ষায় এলাকা বানভাসি হতে পারে।' তৃণমূল পরিচালিত বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অরবিন্দ রায় সরকার জানান, 'ওই নির্মাণকাজ নিয়ে বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ উঠছে। পুরো বিষয়টির তদন্ত হবে।

# বাংলায় বিদেশি আম গাছের চাহিদা তুঙ্গে
## পূর্বস্থলীতে ভিড় জমাচ্ছেন ভিন জেলার মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৮ জুন ঃ পাকিস্তান বা আফগানিস্তান, এই দুদেশের আমই এখন বাংলায় চায় করা হচ্ছে। আমের ভরপুর স্বাদগন্ধেই মন ভরিয়েদেয়। এই আমগাছের চারা এখন এখানেই পাওয়া যাবে। পাকিস্তান-আফগানিস্তানে যেতে হবে না। বাংলাদেশ, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মতো বিভিন্ন দেশের বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন সব আমগাছ এখন এই রাজ্যেই পাওয়া যায়। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতির বিদেশি আমগাছে যেমন এখানকার মাটিতে আম ফলতে শুরু করেছে, তেমনই এসব গাছের চাহিদাও এখন তুঙ্গে। শুধু দেশি আমেই নয়, বিদেশি আমেও মন মজেছে আমবাঙালির। বর্ষা শুরুর আগেই এসব গাছের চারা সংগ্রহে এখন পূর্বস্থলীতে ভিড় জমাচ্ছেন জেলা ও ভিন জেলার মানুষজন।জানা গিয়েছে, পূর্বস্থলী ২ ব্লকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নার্সারি। প্রতি বছরই তারা যেমন ফুলগাছের চারা তৈরি করেন, তেমনই দেশিবিদেশি প্রজাতির ফলের চারাও এখানে তৈরি হয়। পূর্বস্থলীর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে শংকর মহাদেব নার্সারি। প্রায় সাত দশক ধরে বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন ফুল ও ফলগাছ থেকে তারা যেমন কলম তৈরি করে চারা বিক্রি করেন, তেমনই সেই গাছগুলি থেকে ফুল ও ফল ফলান। তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আমগাছ রয়েছে,

তেমনই উল্লেখযোগ্যভাবে দেশি ও বিদেশি প্রজাতির শতাধিক ধরনের আমগাছ রয়েছে সেখানে। এই সব গাছের নাম লম্বা তালিকার সমান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নূরজাহান'। নার্সারির মালিক বললেন, এই আম প্রায় ৩-৪ কেজি আকারের হয়। কিন্তু এখানকার মাটিতে আমরা আড়াই কিলো ওজনের করতে পেরেছি। এই আম বেশ সুস্বাদু। আলফানসো,কিং চাকাপথ,টমি আটকিনস,ন্যাম ডক মাই,রেড আইভরি,সিয়ন সন অফ গোল্ড,তাইওয়ান রেড, অস্ট্রেলিয়ান কালাবাউ, বাংলাদেশের থ্রি টেস্ট, বালি ২, বালি ১৩, সেনসেশন, চিয়াংমাই, অ্যাপেল ম্যাঙ্গো,চিলি ম্যাঙ্গো ( লঙ্কার মতো দেখতে) ব্যানানা কিং (কলার মত লম্বা) রসগোল্লা আম (রসগোল্লার মতো গোল) জাপানের বিখ্যাত মিয়াজাকি আমের ফলনও হচ্ছে এখানে। এবারেও বেশ কিছু আম ফলেছে ওই নার্সারিতে। আন্তর্জাতিক বাজারে আমের দাম এখন বেশ চড়া। কিন্তু সেই পর্যাপ্ত দাম এখানে মিলছে না। বর্তমানে এই আমের চারা সংগ্রহে বিভিন্ন জেলার মানুষজন ভিড় করছেন এই নার্সারিতে। চায়ীরা বলছেন, বিভিন্ন প্রজাতির বিদেশি আমগাছ থেকে আমরা সফলতা পেয়েছি। এখানকার আবহাওয়াতে এইসব গাছে আমের ফলন, স্বাদ, গন্ধ বেশ ভালো হচ্ছে। বর্তমানে তাই এখানে বিদেশি গাছের মার্কেট তৈরি হচ্ছে।

# উত্তরপূর্বসীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার-এর রেল সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত অগ্রণী কর্মীদের সাথে মতবিনিময়

মালিগাঁও, ২৮জুনঃ উত্তরপূর্বসীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে মালিগাঁওস্থিত উত্তরপূর্বসীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়েরেল সুরক্ষার সাথে যুক্ত অগ্রণী কর্মী এবং আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।বার্তালাপের সময় উত্তরপূর্বসীমান্তরেলওয়ের সমস্ত বিভাগের প্রিন্সিপাল হেডরাও উপস্থিত ছিলেন। উত্তরপূর্বসীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত পাঁচটি ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররাও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মতবিনিময়ে উপস্থিত থাকেন। এই মতবিনিময়ের উদ্দেশ্য ছিল সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালন নিশ্চিত করার পাশাপাশি যাত্রীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা। সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সুরক্ষিতট্রেন পরিচালন সংক্রান্তীয় সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এটি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করা হয়। জেনারেল

ম্যানেজার উপস্থিত সকলকে একটি নিরাপদ রেল ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। জেনারেল ম্যানেজার সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ডিভিশনগুলিকে বলেন কারণ এটি সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলির মধ্যে একটি।তিনি অগ্রণী কর্মীদের সাথে আরও ভাল সমন্বয়, তাদের জন্য আরও ভাল অনুপ্রেরণা, সঠিক পরামর্শ প্রদান, প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মানসিক পাশাপাশি শারীরিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন। শেষে, জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের পরামর্শ দেন। তিনি সমস্ত সুরক্ষা নিয়ম মেনে চলার এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ট্রেন চলাচলে সুরক্ষানিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। জেনারেল ম্যানেজার বলেন, সুরক্ষিতট্রেন পরিচালনএবং যাত্রীদের সুযোগসুবিধা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বের করে আনা উচিত এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা উচিত।

# শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেন নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৮ জুন ঃ রেলপথের পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনায় সেতুর কাঠামোগত সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যা পরিষেবা বিঘ্ন ও বিলম্বের ঝুঁকি হ্রাস করে, এবং নির্ভরযোগ্য ও সময়নিষ্ঠ ট্রেন অপারেশনে সহায়ক। রক্ষনাবেক্ষনের কাজ একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক, যা রেল নেটওয়ার্কের অখণ্ডতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখতে সহায়ক। ভালোভাবে রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ব্রিজগুলি ট্রেন পরিষেবার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেতুর কাঠামোগত সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যা পরিষেবা বিঘ্ন ও বিলম্বের ঝুঁকি হ্রাস করে, এবং নির্ভরযোগ্য ও সময়নিষ্ঠ ট্রেন অপারেশনে সহায়ক। সেই অনুযায়ী, শিয়ালদহ ডিভিশনের দমদম জংশনবারাসত সেকশনের মাঝখানে ২৯৩০.০৬.২০২৪ (শনিবার রবিবার) রাতের মধ্যে ১০টি ব্রিজের রিগার্ডারিং কাজের জন্য মাধ্যমগ্রাম ও বিরাটি স্টেশনের মধ্যে ডাউন লাইনে ১২ ঘণ্টা (রাত ২২.৩০ থেকে সকাল ১০.৩০ পর্যন্ত) এবং আপ লাইনে ১০ ঘণ্টা (রাত ২২.৩০ থেকে সকাল ০৮.৩০ পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে। শনিবার (২৯.০৬.২০২৪) ট্রেন বাতিল বনগাঁশিয়ালদাঃ ডাউন ৩৩৮৫৬, ৩৩৮৬০ আপ ৩৩৮৬১, ৩৩৮৬৩। হাসনাবাদ-শিয়ালদা ডাউন ৩৩৫৩৮আপ ৩৩৫৩৩। রবিবার (৩০.০৬.২০২৪) ট্রেন বাতিলঃ হাসনাবাদ-শিয়ালদা ঃ ডাউন ৩৩৫১২আপ ৩৩৫১৩। বনগাঁ-শিয়ালদাঃ ডাউন ৩৩৮১২, ৩৩৮১৪, ৩৩৮১৮, ৩৩৮২০আপ ৩৩৮১১, ৩৩৮১৩, ৩৩৮১৫, ৩৩৮১৭। দত্তপুকুর-শিয়ালদাঃ ডাউন ৩৩৬১২, ৩৩৬১৬, ৩৩৬১৮, ৩৩৬২০আপ ৩৩৬১৩, ৩৩৬১৫। লক্ষ্মীকান্তপুর-নমখানাঃ ডাউন ৩৪৯২৪আপ ৩৪৯২৩। মাঝেরহাট লক্ষ্মীকান্তপুর ডাউন ৩০৭১২আপ ৩০৭১১।বনগাঁ মাঝেরহাট ঃ ডাউন ৩০৩৪২। হাবরা-শিয়ালদা ঃ ডাউন ৩৩৬৫২আপ ৩৩৬৫১।বি.বি.ডি বাগ-কৃষ্ণনগর সিটি-আপ ৩০১৪৫। মাঝেরহাট বারাসত আপ ৩০৩৫১। মাঝেরহাট মাধ্যমগ্রাম-আপ ৩০৩৫৭ডাউন ৩০৩৫৮। বারাসতবনগাঁ-আপ ৩৩৩৬১। বারাসত শিয়ালদা-ডাউন ৩৩৪৩২, ৩৩৪৩৪ আপ ৩৩৪৩১, ৩৩৪৩৫, ৩৩৪৩৯ ।বারাসত দত্তপুকুরঃ আপ ৩৩৩৫৭ । ২৯.০৬.২০২৪ তারিখে বারাসাতে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিশুরু হওয়া. ট্রেনগুলিঃ বনগাঁ-শিয়ালদাঃ ৩৩৮৫৮ শিয়ালদাবনগাঁ ৩৩৮৫৯ ৩০.০৬.২০২৪ তারিখে বারাসাতে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিশুরু হওয়া. ট্রেনগুলি বনগাঁশিয়ালদা ৩৩৮১৬, ৩৩৮২২, ৩৩৮২৪, ৩৩৮২৬। শিয়ালদা-দত্তপুকুরঃ ৩৩৬১৭। মাঝেরহাট হাসনাবাদঃ ৩০৩৬১।রবিবার (৩০.০৬.২০২৪) রাণাঘাটে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিঃগেদে মাঝেরহাটঃ ৩০১৪২।রবিবার (৩০.০৬.২০২৪) মেইলএক্সপ্রেস ট্রেন পুনঃনির্ধারণঃ ১৩১২৯ (বন্ধন এক্সপ্রেস) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পুনঃনির্ধারিত হবে, অর্থাৎ এটি ০৭.১০ এর পরিবর্তে ০৮.৪০ এ কলকাতা ছাড়বে। রবিবার (৩০.০৬.২০২৪) ই.এম.ইউ পুনঃ নির্ধারণঃ৩৩৮২৮ ডাউন (বনগাঁ-শিয়ালদা) ১৫ মিনিট পুনঃনির্ধারিত হবে, অর্থাৎ এটি ০৯.০৫ এর পরিবর্তে ০৯.২০ এ বনগাঁ ছাড়বে।

# মুমূর্ষু রোগীদের ভিসা দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ হবে ঃ শেখ হাসিনা

ঢাকা, ২৮ জুন ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরে দু'দেশের মধ্যে গৃহীত কিছু কার্যক্রমের ঘোষণা প্রদান করা হয়-ক্স গঙ্গা নদীর জল বণ্টন চুক্তি নবায়নও বাংলাদেশের তিস্তা নদীর জল ব্যবস্থাপনা ও জল সংরক্ষণের প্রকল্পে ভারতের সহায়তার ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি। তবে এর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তি না হওয়া তিস্তার জল ভাগাভাগির কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ থেকে ভারতে চিকিৎসার জন্য যাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ইভিসা চালু এবং রংপুরে ভারতের নতুন সহকারী হাই কমিশন প্রতিষ্ঠা করা। এতে করে মুমূর্ষু রোগীদের ভিসা আগের চেয়ে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করা যাবে। রাজশাহীও কলকাতার মধ্যে নতুন ট্রেন সার্ভিস চট্টগ্রামও কলকাতার মধ্যে নতুন বাস পরিষেবা চালু এবং গেদেদর্শনা এবং হলদিবাড়িচিলাহাটির মধ্যে দলগাঁও পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু। এতে করে দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকা আরও বৃদ্ধি পাবে। ক্স অনুদান সহায়তার আওতায় সিরাজগঞ্জে ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) নির্মাণ।ভারতীয় গ্রিডের মাধ্যমে নেপাল থেকে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি,যার মাধ্যমে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা প্রত্যাশী রোগীদের জন্য খরচ সর্বোচ্চসীমা ৮লাখ টাকা করা এবং বাংলাদেশের পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ চালু। ক্স,উপিআই' এর ব্যবহার শুরু করার উদ্দেশ্যে দুই দেশ, বাংলাদেশে 'রুপি' কার্ড এবং ভারতে 'টাকাপে' কার্ড চালু । সমঝোতা স্মারক বিনিময় শেষে আমি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখি। পরে আমারও আমার সফরসঙ্গীদের সম্মানে আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজে অংশ নিই। দিল্লি ছাড়ার আগে অপরাহ্নে আমি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধানখারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করি। ভারতের রাষ্ট্রপতিও উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতকালে আমরা দু'দেশের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করি। তাঁরা বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশভারত সম্পর্ক বিগত১৫ বছরে একটি অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। যার সুফল দু'দেশের জনগণ ভোগ করছেন। বিশেষ করে ২০২৩ সালে দু'দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। গত বছর আমি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে যোগাযোগও বিদ্যুৎখাতে চারটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছি। বাংলাদেশভারত যৌথভাবে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক 'মুজিবএকটি জাতির রূপকার' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে আমি ভারতের আমন্ত্রণে জি-২০ সম্মেলনে যোগদান করেছি। বাংলাদেশ এবং ভারত দু'দেশেই নতুন সরকার গঠনের পরও সফর অনুষ্ঠিত হলো।এসফরকালে ভারতের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল নবনির্বাচিত দুটি সরকার কীভাবে সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে একটি রূপকল্প প্রণয়ন। যেহেতু নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে ঢাকাওদিল্লি নতুনভাবে পথচলা শুরু করেছে,সে ধারাবাহিকতায় 'রূপকল্প ২০৪১' এর,স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি।এ সফর ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত ফলপ্রসু। আমি মনে করি ভারতও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এ সফর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।

# পর্যটকদের জন্য শীঘ্রই খুলছে শতবর্ষ প্রাচীন শ্রীনাথপুর বাংলো

২৮ জুন ঃ মহাকাল চৌপথির দিকে যেতেই বাঁদিকে পড়ে পুঁটিমারি হাইস্কুল, তার পাশেই রয়েছে দুর্গাবাড়ি। সেখান থেকে ১১ কিলোমিটার গেলেই শ্রীনাথপুর চা বাগান। বক্সা ব্যাঘ্রপ্রকল্পের জঙ্গল ঘেরা এই চা বাগানের মধ্যেই রয়েছে প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো কাঠের একটি বাংলো। দ্বিতল এই বাংলোটি বড় বড় শাল গাছের খুঁটির উপর গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলোজুড়ে শৈল্পিক হাতের ছোঁয়া চোখে পড়ে। তিনদিকে রয়েছে সুন্দর বারান্দা। রয়েছে অত্যাধুনিক শৌচাগার। পাথরের বাথটব। প্রতিটি কক্ষে কাঠের পালঙ্ক এবং আসবাব। পুরোনো এই কাঠের বাংলো পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে শীঘ্রই। তার জন্য বাংলোটি সংস্কারের পাশাপাশি রাস্তাঘাট সংস্কারেরও উদ্যোগ নিয়েছে মালিকপক্ষ। বাগানের মালিক দেবমিত্রা দে সরকার মঙ্গলবার ওই কাঠের বাংলোতে বসে তাঁর এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই এই বাংলোটি পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়ার দাবি উঠছিল। এবার মালিকপক্ষ সেই উদ্যোগ নেওয়ায় রীতিমতো খুশি জেলার পর্যটক মহল। ইংরেজ আমলে এলাকাজুড়ে তখন ছিল ঘন জঙ্গল। বাঘ ও অন্যান্য জীবজন্তু লোকালয়ে চলে আসত যখনতখন। চলাচলের মতো তেমন রাস্তাঘাটও গড়ে ওঠেনি। দুর্গম এলাকায় জনবসতিও খুব কম। সে সময়ই পার্শ্বনাথ ঘটক নামে এক বাঙালি শিল্পপতি আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানার শিবকাটা এলাকায় স্থাপন করেন শ্রীনাথপুর চা বাগান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চা বাগানের পরিধি অনেকটা বাড়িয়ে তোলেন তিনি। সেসময় মাঝেমধ্যেই তাঁকে ওই চা বাগানে এসে থাকতে হত। নিজেদের থাকার জন্য ১৯৫৩ সালে ওই চা বাগানের মাঝে গড়ে তুলেছিলেন সুন্দর এক কাঠের বাংলো। তাঁর শখের সেই বাংলো তৈরি করার মতো কোনও মিস্ত্রি মিলছিল না এখানে। সেসময় ওই বাংলো তৈরির জন্য চিন থেকে দক্ষ মিস্ত্রির দল আনিয়েছিলেন। টানা ছয় মাস থেকে সুন্দর ওই বাংলো গড়ে তুলেছিলেন চিনের ওই মিস্ত্রিরা। এবার সেই বাংলোতে রাত্রিযাপন করার অনভূতি নেওয়ার জন্য রীতিমতো উৎসুক হয়ে রয়েছে পর্যটকরা। একজন জানালেন 'সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে রাত্রিযাপন করার ইচ্ছে সবারই থাকে। কিন্তু বন দপ্তরের যেসব বাংলো রয়েছে সেগুলি বুকিং পাওয়া খুব কঠিন। শ্রীনাথপুর চা বাগানের কাঠের বাংলোটি সত্যি অপরূপ সুন্দর। এটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হলে সত্যিই একটা দারুণ উদ্যোগ হবে।' সেই সময় অত্যাধুনিক এমন বাংলো তৈরি করা ছিল রীতিমতো কঠিন। আকর্ষণীয় সেই বাংলো দেখতে বা কিছুটা সময় কাটাতে এখনও বহু মানুষ শ্রীনাথপুর চা বাগানে ছোটেন। পর্যটনপ্রেমীরা ইতিহাসবিজড়িত ওই কাঠের বাংলোটিকে সংরক্ষণ করে পর্যটন আবাস হিসাবে খুলে দেওয়ার দাবি তুলে আসছেন দীর্ঘদিন ধরেই। তবে যাঁর হাত দিয়ে গড়া এই কাঠের বাংলো সেই শিল্পপতি আজ বেঁচে নেই। শ্রীনাথপুর চা বাগানের মালিকানারও বদল হয়েছে। পার্শ্বনাথ খুব শৌখিন ছিলেন।

# দুই কৃতিকে দেওয়া হল আশুতোষ দেব মেমোরিয়াল এওয়ার্ড

কুমারঘাট, ২৮ জুন ঃ এবছরে মাধ্যমিকের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত দুইজন কৃতিকে প্রয়াত শিক্ষক আশুতোষ দেব মেমোরিয়াল এওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হল ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর বাণীমন্দির হাই স্কুলের ছাত্র জুবাহির হুসেন ও মেয়েদের মধ্যে প্রতিমা দাস। শুক্রবার কৃষ্ণনগর বাণী মন্দির হাই স্কুলের স্কুল কর্তৃপক্ষ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দুই সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র ও ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করেন প্রয়াত শিক্ষক আশুতোষ দে মেমোরিয়াল ওয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষিকা অর্চিতা দে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বদেশ দেববর্মা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমেশ দেবনাথ, কুমারঘাট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ পাল ও এসএমসির সদস্য তথা এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ পাল, আশুতোষ দে মেমোরিয়াল এওয়ার্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শিক্ষিকা অর্চিতা দেও বক্তব্য রাখেন। আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিকের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র জুবাহির হুসেনকে প্রশংসা পত্র, এওয়ার্ড এবং নগদ তিন হাজার টাকা প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে প্রতিমা দাসকেও প্রশংসাপত্র, এওয়ার্ড ও নগদ তিন হাজার টাকা প্রদান করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

**নাম পরিবর্তন**

আমি Ratna Panja (পুরাতন নাম) স্বামী Abhijit Bal ঠিকানা 592, Becharam Chatterjee Road, P.O. Behala, Kolkata-700034 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ratna Bal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ratna Bal (নতুন নাম) ও Ratna Panja (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**NAME CHANGE**

I, (Old Name) MEHERUL KHAN S/o- EMA-JUDDIN KHAN, Residing at, Vill- Pathanpara, Post-Pathanpara, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MEHERUL KHAN To MD MEHERUL KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD MEHERUL KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MD MEHERUL KHAN and MEHERUL KHAN both are Same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, (Old Name) RAHAMAN HAFIZUR S/o- MAIJUDDIN MOMIN, Residing at, Vill- Kalikapur kabirajpara, Post- Kaliachak, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin-732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAHAMAN HAFIZUR To HAFIZUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HAFIZUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, HAFIZUR RAHAMAN and RAHAMAN HAFIZUR both are Same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Saify Mohammed Bhai S/o. Mohammed Bhai Johar R/o. 35, Ripon Street, Flat-406, P.S.- Park Street, Dist.- Kolkata- 700016 shall henceforth be known as Saifee Bhai Johar. I declare that Saifee Bhai Johar and Saify Mohammed Bhai is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-06-2024.

**NAME CHANGE**

I, Sujit Kumar Das S/o. Late Krishna Chandra Das R/o. 1A/H/4, Motijheel Lane, P.O.- Tangra, P.S.- Entally, Dist.- Kolkata-700015 shall henceforth be known as Sujit Das. I declare that Sujit Das and Sujit Kumar Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Magistrate at Kolkata on 27-06-2024.

**NAME CHANGE**

I, (Old Name) EMAJUDDIN S/o- INSAN KHAN, Residing at, Vill- Pathanpara, Post- Pathanpara, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from EMAJUDDIN To EMAJUDDIN KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) EMAJUDDIN KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, EMAJUDDIN KHAN and EMAJUDDIN both are Same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, (Old Name) DAILY BIBI W/o- BABLU MIA, Residing at, Vill- Alinagar, Post- Chhabghati, Ps- Suti, Dist- Jangipur, Pin- 742201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DAILY BIBI To DOILY KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DOILY KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, DOILY KHATUN and DAILY BIBI both are Same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sakaot Hossain S/o. Mojammel Hossain Kazi R/o. Mostafa Chak, Sanchra, P.O.- Sanchra, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713401 shall henceforth be known as Sakaot Hossain Kazi. I declare that Sakaot Hossain Kazi and Sakaot Hossain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-06-2024.

**NAME CHANGE**

I, Mojammel Hossain S/o. Md Rased Kazi R/o. Mostafa Chak, Sanchra, P.O.- Sanchra, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713401 shall henceforth be known as Mojammel Hossain Kazi. I declare that Mojammel Hossain Kazi and Mojammel Hossain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-06-2024.

**NAME CHANGE**

I, Suman Majumdar wife of Sri Debasis Majumdar, residing at near Make my zone beauty parlor, Nayabad Avenue, Panchasayar, North 24 Paraganas-700094, do hereby solemnly affirm and declare that Suman Kumari Sharma wife of Sri Debasis Majumdar and Suman Kumari Sharma daughter of Dev Raj Sharma is the same and one identical person via affidavit in the court of Ld.Judicial Magistrate, 1st.Class, Barrackpore North 24 Parganas dated 26th June 2024.

# দামোদরে বালি চুরির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের ঃ গ্রেপ্তার ১২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৮ জুন ঃ টানা নজরদারি চালিয়ে গলসি থানার জুজুটি এলাকায় দামোদরের অন্তর্গত জল প্রকল্পের কাছে বেআইনি বালি চুরি অভিযানে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। বর্ধমান, গলসি ও খন্ডঘোষ থানার সম্মিলিত উদ্যোগে ১২ জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। সেই সঙ্গে বালি পাচারে ব্যবহৃত ৬ টি ট্রাক্টর ও ৩ টি ট্রলিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং জানান, বালি পাচার সহ বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ড রুখতে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সর্বদা সচেষ্ট ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জেলায় অবৈধ বালি পাচার বন্ধ করতে প্রথম থেকেই উদ্যোগী জেলা পুলিশ। নজরদারি ছিল আগেই, শেষ কয়েকবার নৌকা করে নদীর উপর দিয়ে পালাতে সক্ষম হলে ও শেষ রক্ষা হলো না এবার। ফাঁদ পাতা হয়েছিল গুছিয়েই। গতকাল ভোর রাত্রে বর্ধমান থানা, খন্ডঘোষ আর গোলসি থানার যৌথ বাহিনী গোপন সূত্র মারফত বেআইনিভাবে বালি খননের খবর পেয়ে এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের সঙ্গে নিয়ে জুজুটির দামোদর নদীর ঘাটে একটি বিশেষ অভিযান চালায়। পুলিশের জালে ধরা পড়ে সেখানে অবৈধ এবং বেআইনি বালি খননে যুক্ত ১২ জন, বাজেয়াপ্ত করা হয় ছটি ট্রাক্টর সহ তিনটি ট্রলি। বর্ধমান থানা এবং গলসি থানা দুই জায়গাতেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে দুটি কেস শুরু করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও বৃহস্পতিবার রাত্রে পালিতপুর এর কাছে বর্ধমান থানা ৩ টি, গলসি থানা ২ টি, দেওয়ানদিঘী থানা ৩ টি ওভারলোডিং বালি বোঝাই ট্রাক আটক করেছে এবং এম ভি আই এর হাতে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি জুন মাসে জেলার ১৮ টি থানা মিলিয়ে ৩৪ টি কেস করা হয়েছে, ৪৭ জন অ্যারেস্ট হয়েছে এবং বালি পাচারের সাথে যুক্ত ৪৯ টি পরিবহন যান বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এছাড়া চলতি বছরে ১ জানুয়ারি থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত ৫ মাসে জেলার বিভিন্ন থানা মিলিয়ে মোট ২৭১ টি ওভারলোডিং গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এমভিআই ও ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

# দল বিরোধী কাজের অভিযোগে বহিষ্কার সুদেব দাস

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৮ জুন ঃ দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করা হল তৃণমূলের রামপুরহাট শহর সাধারণ সম্পাদক সুদেব দাসকে। দিন দুয়েক আগে দলের রামপুরহাট শহর সভাপতি বহিষ্কারের নোটিশ পাঠিয়ে দেন সুদেবের কাছে। যদিও এই বহিষ্কারের পিছনে রামপুরহাট বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চক্রান্তের হাত রয়েছে বলে দাবি করেছেন সুদেব। প্রসঙ্গত, রামপুরহাট কলেজের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী সুদেব দাস রামপুরহাট পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ২০০৫ সালে প্রথম সিপিএমের প্রতীকে জয়ী হন। ওই সময় পুরসভার চেয়ারম্যান ভোটাভুটিতে কংগ্রেসকে সমর্থন করায় সিপিএম তাঁকে বহিষ্কার করে। ২০১০ সালে ওয়ার্ডটি মহিলা হওয়ায় সুদেব দাস এক মহিলাকে দাঁড় করিয়ে নির্দলে জিতিয়ে আনেন। ২০১৫ সালে কংগ্রেসের টিকিটে ফের জয়ী হন সুদেব দাস। এরপর তৃণমূলে যোগদান করলেও দল তাঁকে টিকিট দেয়নি। সেই থেকে দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে। তবে এতদিন তিনি দলের রামপুরহাট শহর সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন। সদ্য লোকসভা নির্বাচনে দল বিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানান তৃণমূলের শহর সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেননি। বরং বিজেপির পক্ষে ভোট করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাই দলের সিদ্ধান্ত মেনে তাঁকে বহিষ্কার করা হল। সুদেব দাস বলেন, লোকসভা নির্বাচনে আমাকে কোন মিটিংও ডাকা হয়নি। আমার উপর কোন দায়িত্বও দেওয়া হয়নি। তাই আমি বাড়িতে বসেছিলাম। এই কারণে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে রামপুরহাট কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি, ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। কারণ উনি কলেজে আমার কর্মজীবনে আর্থিক লাভ থেকে বঞ্চিত করে তাঁর ঘনিষ্ঠ জনকে সেই লাভ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই কাজের আমি প্রতিবাদ করি এবং আমি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। তাঁর অনৈতিক কাজ আমি মেনে নিতে না পারায় উনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। দল পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ পাবে।

# ভোর থেকেই ভারী বৃষ্টিতে জারি সতর্কতা, জলমগ্ন এলাকা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুন ঃ মেখলিগঞ্জ তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় জারি হলুদ সতর্কতা। এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীতে সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা। রাত থেকে বৃষ্টি ডুয়ার্স জুড়ে। সেই বৃষ্টি এখনও হয়েই চলেছে। অল্প সময়ের জন্য থামলেও আবার হয়েই যাচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে ডুয়ার্সের নদীগুলি ফুলে-ফেঁপে উঠছে। শুক্রবার ভোর থেকে ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে। জল বাড়ছে তিস্তায়। জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে আজ, শুক্রবার সকাল ৬ টায় ১৯৯০.৪২ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দফতর ফ্লাড কন্ট্রোল সূত্রে জানা যায়। জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি। পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন। শুক্রবার সকাল নাগাদ চলাফেরায় চরম দুর্ভোগ বাসিন্দারা। ড্রেনের ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকার দরুন বৃষ্টির জল সরতে পারে না, সেই কারণেই রাস্তায় জল আটকে থাকায় যাতায়াতের চরম দুর্ভোগ বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। অল্প বৃষ্টি হলেই জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ১২ নম্বর এবং ২২ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজিপাড়া পরেশমিত্র কলোনি করলা নদী-সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রাত থেকে বৃষ্টি ডুয়ার্স জুড়ে। সেই বৃষ্টি এখনও হয়েই চলেছে। অল্প সময়ের জন্য থামলেও আবার হয়েই যাচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে ডুয়ার্সের নদীগুলি ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। একটানা বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। বাড়ি- ঘরে জল ঢুকে গেছে মাল ব্লকের ঘিস বস্তি এবং বর্মনপাড়া এলাকায়। যে ভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে এই বৃষ্টি থামার সম্ভাবনা খুব কম। বৃষ্টির কারণে আবহাওয়াও ঠান্ডা।

# বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট রুখলেন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ জুন ঃ গতকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর নদীয়ার কৃষ্ণনগর ভাতজাংলা পালপাড়া এলাকায় বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট রুখলেন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা নদীয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ভাতজাংলা পালপাড়া এলাকায় বেআইনিভাবে জলাশয় ভরাট করার চেষ্টা প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় এলাকাবাসীরা জানান সকাল থেকে মাটি ফেলে এই জলাশয় বন্ধ করার জন্য শয়ে শয়ে মাটি এনে বোঝাই করে ফেলছে ট্রাক্টর করে। এলাকার স্থানীয় এলাকাবাসীরা মাটির গাড়ি আটকে রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করলে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় ওই প্রোমোটারেরা এবং এরপর মাটি ফেলা বন্ধ করা নিয়ে ঘটনাস্থলে এলাকাবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন প্রোমোটারেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ প্রশাসন, এলাকাবাসীর দাবি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেও বেআইনিভাবে জলাশয় ভরাট করে চলেছে প্রোমোটার রাজ। অবিলম্বে এই জলাশয় বন্ধের দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। আর এই বিষয়ে সুজয় প্রামাণিক (তৃণমূল লোকাল মেম্বার), কৃষ্ণা চ্যাটার্জী (নদীয়া উত্তর বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী) ও কনিকা দুর্লভ (এলাকাবাসী) আমাদের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে কী প্রতিক্রিয়া দিলেন শুনে নেব তাদের মুখ থেকে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-এ, তারিখ ২৭.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিসোর্ট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং ঃ [illegible]। কাজের নাম ঃ [illegible]। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৩০,৮৭,৯৯৫.১৬ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ২,৬৫,৪০০.০০ টাকা। [illegible] টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৭.২০২৪ [illegible]। www.ireps.gov.in -তে টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ পাওয়া যাবে। [illegible]

(SDAH-103/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ-২৫/২১ (নোটিশ)/৫১১, তারিখ ২৭.০৬.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া [illegible] নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। [illegible]

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

(HWH-139/2024-25)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**Office of the Pradhan**
**DALDALI GRAM PANCHAYAT**
**Vill+Post-Daldali, PS-Hura, Dist-Purulia, Pin-723130**
**NOTICE INVITING TENDER No.-01/DGP/2024-25**

Sealed Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of the total 9(Nine)Nos. different works. Date of sale of tender form from 28/06/2024 up to 05/07/2024 at 3.00 pm. Last date of dropping of sealed tender form on 10/07/2024 up to 4:00 PM. Date of opening of Tender 11/07/2024 at 12 Noon. For details please visit office of the undersigned on any working days.

**Sd/- Pradhan**
**Daldali Gram Panchayat**

**Office of the Pradhan**
**DALDALI GRAM PANCHAYAT**
**Vill+Post-Daldali, PS-Hura, Dist-Purulia, Pin-723130**
**NOTICE INVITING E-TENDER No.-01/DGP/24-25**

E-Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of the total 6(Six) Nos. Different works. Last Date of Submission of Bid on 08.07.2024 upto 5:30 pm. Date of Opening of Bid 11.07.2024 on 12:00 Noon. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Pradhan**
**Daldali Gram Panchayat**

# ৩৫ টি মহিষ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জুন ঃ আবার একবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পশ্চিম মাদাতি টোলগেট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি ১৪ চাকা লরি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৩৫ টি মহিষ। চালকের কাছে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে বলা হয়, কিন্তু চালক কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় লরি চালক ও সহকারী চালককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতদের নাম আশফাক আলী (২২) ইদ্রিস আলমগীর (২১)। আশফাক উত্তর দিনাজপুর এবং ইদ্রিস কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ১৪ চাকা লরি থেকে ৩৫ টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মহিষ উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে এই ঘটনার সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদলেতে তোলা হয়। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনা তদন্তে নেমেছে বিধাননগর থানার পুলিশ।

**Office of the Pradhan**
**Kenda Gram Panchayat**
**Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia**
**NOTICE INVITING e-TENDER NO-02/2024-25/KGP, Dated:28/06/2024**

Bid submission end date-06.07.2024 – 6 pm. Bid open Date(Technical)- 08.07.2024 – 6PM. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in and office of the undersigned.

**Sd/- Pradhan**
**Kenda Gram Panchayat**

**NAPARA GRAM PANCHAYAT**
**Vill.-NAPARA, P.O.- NAPARA, Dist.-PURULIA(W.B), Pin.-723151**
**Email id- naparagp@gmail.com**
**Notice Inviting E-Tender:-NGP/NIT(e)-03/2024-25, Date: 27.06.2024**

Pradhan, Napara Gram Panchayat, Napara, Purulia invites E-Tender for 11(Eleven) nos. work. Period for submission of bid documents 28.06.2024 6.00 p.m. To 08.07.2024 up to 12.00 p.m. Time and date of opening of Technical bid At 12.00 p.m. on 10.07.2024. For details please visit https://wbtender.gov.in

**Sd/- Pradhan**
**Napara Gram Panchayat**

**Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayat**
**Under Purulia-II Development Block**
**PO: Chharra PS: Purulia (M) Dist: Purulia**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
**No. 03/2024-25/CDGP dated-27/06/2024**

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: 28/06/2024 to 13/07/2024 ii) Last date of submission of tender documents: on or before 13/07/2024 upto 6.00 PM. iii) Date of opening of technical bid: on 15/07/2024 (at 06.00 PM onwards). iv) Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in. For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

**Sd/- Pradhan**
**Chharra-Dumdumi Gram Panchayat**

**Daluibazar-I Gram Panchayat**
**Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman**
**Notice Inviting e-Tender**

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the development work vide **e-Tender No.: 01/DB-I/15th FC/2024-25, Tender ID : 2024_ZPHD_699970_1, e-Tender No.: 02/DB-I/15th FC/2024-25, Tender ID : 2024_ZPHD_700323_1, 2024_ZPHD_700323_2, e-Tender No.: 03/DB-I/15th FC/2024-25, Tender ID : 2024_ZPHD_700331_1, 2024_ZPHD_700331_2, 2024_ZPHD_700331_3, 2024_ZPHD_700331_4, Date : 25.06.2024.** Bid Submission Closing Date (Online): **12.07.2024 up to 18.00 IST.** Bid Opening Date (Technical): **15.07.2024 at 15.15 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

**Sd/-**
**Prodhan**
**Daluibazar-I Gram Panchayat**

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

# SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED

Please Scan this QR Code to view the Prospectus

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company in the name of "*Singh Brothers Exim Private Limited*" on August 02, 2002 under the provisions of Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U51431WB2002PTC095027 issued by Registrar of Companies - West Bengal. Subsequently the name of our company was changed to "*Sylvan Plyboard (India) Private Limited*" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon Change of Name dated March 05, 2013 bearing Corporate Identification Number U51431WB2002PTC095027 issued by Registrar of Companies - West Bengal. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company under the Companies Act, 2013 and the name of our Company was changed to "*Sylvan Plyboard (India) Limited*" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated June 19, 2018 bearing Corporate Identification Number U51431WB2002PLC095027 issued by Registrar of Companies – Kolkata. For further details of change in name and registered office of our company, please refer to section titled "***Our History and Certain Corporate Matters***" beginning on page no 169 of the Prospectus.

**Registered Office**: NH-2, Delhi Road, Champsara, Chinnamore, Baidyabati, Hooghly – 712222, West Bengal, India **Corporate Office:** Adventz Infinity@5, Block-BN5, Office No. 802, Sector-V, Salt Lake, Kolkata – 700091, West Bengal, India **Contact Person:** Mr. Rajneesh Mishra, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel No**: +91 33 4801 7916, **E-Mail ID:** cs@sylvanply.com; **Website:** www.sylvanply.com; **CIN:** U51431WB2002PLC095027

**OUR PROMOTERS: (I) MR. ANAND KUMAR SINGH; (II) MR. JAI PRAKASH SINGH, (III) MRS. SHAKUNTALA SINGH, (IV) MRS. KALYANI SINGH AND (V) M/S. SINGH SUPPLIERS PRIVATE LIMITED**

**THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE EMERGE).**

## BASIS OF ALLOTMENT

**INITIAL PUBLIC OFFER OF 51,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹55/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹45/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 2,805.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹55/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 140.80 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 48,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹55/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 2,664.20 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.32% AND 25.00% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.**

**THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 48 of the Prospectus.)**

**THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹55/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 5.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.**
**ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPENED ON: JUNE 24, 2024 and CLOSED ON:JUNE 26, 2024,**
**PROPOSED DATE OF LISTING: JULY 01, 2024*.**

## RISK TO INVESTOR

1. Our Company, Directors, Promoters and Group Companies are parties to certain legal proceedings. Any adverse decision in such proceedings may have a material adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
2. If we are unable to successfully implement our proposed expansion plans; our results of operations and financial condition could be adversely affected.
3. Our Company is yet to place orders for the machinery for the expansion of the Manufacturing Facility. Any delay in placing orders or procurement of such machinery may delay the schedule of implementation and possibly increase the cost of commencing operations.
4. The availability of look-alikes, counterfeit products, primarily in our domestic markets, manufactured by other companies and passed off as our products, could adversely affect our goodwill and results of operations.
5. Our Company maintains high level of inventory for uninterrupted production activities

For further details please refer to the chapter "**Risk Factor**" on page no. 21 of the Prospectus.

The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). Our Company has received in-principal approval letter dated June 13, 2024 from NSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). The trading is proposed to be commence on or about July 01, 2024.

* Subject to receipt of listing and trading approvals from the National Stock Exchange of India Limited.

**SUBSCRIPTION DETAILS**

The Issue was subscribed to an extent of 77.89 times (after technical rejection and bids not banked). i.e Net Subscription of Rs. 21,84,68,80,000/- for 39,72,16,000 equity shares after eliminating technically rejected and bid not banked applications.

**Summary of the Valid Applications Received:**

| Sr. No | Category | Gross Application | | Less: Rejections | | Valid | | Allotment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of Application | Equity Share | No. of Application | Equity Share | No. of Application | Equity Share | No. of Application | Equity Share |
| 1 | Retail Individual Applicants | 109,085 | 218,170,000 | 1,661 | 3,322,000 | 107,424 | 214,848,000 | 1,311 | 2,622,000 |
| 2 | Non Retail Applicants (Non Institutional Applicants and QIBs) | 11,440 | 184,062,000 | 140 | 1,950,000 | 11,300 | 182,112,000 | 817 | 2,222,000 |
| 3 | Market Maker | 1 | 256,000 | - | - | 1 | 256,000 | 1 | 256,000 |
| | Total | 120,526 | 402,488,000 | 1,801 | 5,272,000 | 118,725 | 397,216,000 | 2,129 | 5,100,000 |

**Allocation:** The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – NSE. on June 27, 2024.

**A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹55/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 2,56,000 Equity shares.

| Sr. No | No. of Shares applied for (Category wise) | Number of applications received | % to total | Total No. of Shares applied in each category | % to total | Allocation per Applicant: Before rounding off | Allocation per Applicant: After rounding off | Ration of allottees to applicants | | Number of successful applicants(after rounding) | Total No. of shares allocated/ alloted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256000 | 1 | 100.00 | 256000 | 100.00 | 256000 | 256000 | 1 | 1 | 1 | 256000 |
| | GRAND TOTAL | 1 | 100.00 | 256000 | 100.00 | | | | | 1 | 256000 |

**B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹55/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 81.94 times i.e. for 21,48,48,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 26,22,000 Equity Shares to 1,311 successful applicants.

| Sr. No | No. of Shares applied for (Category wise) | Number of applications received | % to total | Total No. of Shares applied in each category | % to total | Allocation per Applicant: Before rounding off | Allocation per Applicant: After rounding off | Ration of allottees to applicants | | Number of successful applicants(after rounding) | Total No. of shares allocated/ alloted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 107424 | 100.00 | 214848000 | 100.00 | 24.41 | 2000 | 12 | 983 | 1311 | 2622000 |
| | GRAND TOTAL | 107424 | 100.00 | 214848000 | 100.00 | | | | | 1311 | 2622000 |

**C. Allocation to Non Retail Applicants (Non Institutional Applicants and QIBs) (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 55/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 81.96 times i.e. for 18,21,12,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 22,22,000 Equity Shares to 817 successful applicants.

**The category wise details of the Basis of Allotment are as under:**

| Sr. No | No. of Shares applied for (Category wise) | Number of applications received | % to total | Total No. of Shares applied in each category | % to total | Allocation per Applicant After rounding off | | Ratio of allottees to applicants | | Number of successful applicants (after rounding) | Total No. of shares allocated/ alloted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 | 7390 | 65.40 | 29560000 | 16.23 | 48.81 | 2000 | 18 | 739 | 180 | 360000 |
| 2 | 6000 | 721 | 6.38 | 4326000 | 2.38 | 73.21 | 2000 | 26 | 721 | 26 | 52000 |
| 3 | 8000 | 549 | 4.86 | 4392000 | 2.41 | 97.61 | 2000 | 3 | 61 | 27 | 54000 |
| 4 | 10000 | 393 | 3.48 | 3930000 | 2.16 | 122.01 | 2000 | 8 | 131 | 24 | 48000 |
| 5 | 12000 | 134 | 1.19 | 1608000 | 0.88 | 146.42 | 2000 | 5 | 67 | 10 | 20000 |
| 6 | 14000 | 99 | 0.88 | 1386000 | 0.76 | 170.82 | 2000 | 8 | 99 | 8 | 16000 |
| 7 | 16000 | 132 | 1.17 | 2112000 | 1.16 | 195.22 | 2000 | 13 | 132 | 13 | 26000 |
| 8 | 18000 | 220 | 1.95 | 3960000 | 2.17 | 219.62 | 2000 | 6 | 55 | 24 | 48000 |
| 9 | 20000 | 788 | 6.97 | 15760000 | 8.65 | 244.03 | 2000 | 24 | 197 | 96 | 192000 |
| 10 | 22000 | 68 | 0.60 | 1496000 | 0.82 | 268.43 | 2000 | 9 | 68 | 9 | 18000 |
| 11 | 24000 | 28 | 0.25 | 672000 | 0.37 | 292.82 | 2000 | 1 | 7 | 4 | 8000 |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 17 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 22 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 23 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 24 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 26 | 54000 | 7 | 0.06 | 378000 | 0.21 | 658.86 | 2000 | 2 | 7 | 2 | 4000 |
| 27 | 56000 | 8 | 0.07 | 448000 | 0.25 | 683.25 | 2000 | 3 | 8 | 3 | 6000 |
| 28 | 58000 | 7 | 0.06 | 406000 | 0.22 | 707.71 | 2000 | 3 | 7 | 3 | 6000 |
| 29 | 60000 | 21 | 0.19 | 1260000 | 0.69 | 732.1 | 2000 | 8 | 21 | 8 | 16000 |
| 30 | 62000 | 6 | 0.05 | 372000 | 0.20 | 756.5 | 2000 | 1 | 3 | 2 | 4000 |
| 31 | 64000 | 3 | 0.03 | 192000 | 0.11 | 781 | 2000 | 1 | 3 | 1 | 2000 |
| 32 | 66000 | 1 | 0.01 | 66000 | 0.04 | 805 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 68000 | 7 | 0.06 | 476000 | 0.26 | 829.71 | 2000 | 3 | 7 | 3 | 6000 |
| 34 | 70000 | 10 | 0.09 | 700000 | 0.38 | 854.1 | 2000 | 2 | 5 | 4 | 8000 |
| 35 | 72000 | 11 | 0.10 | 792000 | 0.43 | 878.45 | 2000 | 5 | 11 | 5 | 10000 |
| 36 | 74000 | 2 | 0.02 | 148000 | 0.08 | 903 | 2000 | 1 | 2 | 1 | 2000 |
| 37 | 76000 | 5 | 0.04 | 380000 | 0.21 | 927.2 | 2000 | 2 | 5 | 2 | 4000 |
| 38 | 80000 | 23 | 0.20 | 1840000 | 1.01 | 976.09 | 2000 | 11 | 23 | 11 | 22000 |
| 39 | 82000 | 7 | 0.06 | 574000 | 0.32 | 1000.57 | 2000 | 4 | 7 | 4 | 8000 |
| 40 | 84000 | 5 | 0.04 | 420000 | 0.23 | 1025 | 2000 | 3 | 5 | 3 | 6000 |
| 41 | 86000 | 5 | 0.04 | 430000 | 0.24 | 1049.4 | 2000 | 3 | 5 | 3 | 6000 |
| 42 | 88000 | 7 | 0.06 | 616000 | 0.34 | 1073.71 | 2000 | 4 | 7 | 4 | 8000 |
| 43 | 90000 | 14 | 0.12 | 1260000 | 0.69 | 1098.14 | 2000 | 4 | 7 | 8 | 16000 |
| 44 | 92000 | 14 | 0.12 | 1288000 | 0.71 | 1122.5 | 2000 | 4 | 7 | 8 | 16000 |
| 45 | 94000 | 4 | 0.04 | 376000 | 0.21 | 1147 | 2000 | 1 | 2 | 2 | 4000 |
| 46 | 96000 | 7 | 0.06 | 672000 | 0.37 | 1171.29 | 2000 | 4 | 7 | 4 | 8000 |
| 47 | 98000 | 3 | 0.03 | 294000 | 0.16 | 1195.67 | 2000 | 2 | 3 | 2 | 4000 |
| 48 | 100000 | 23 | 0.20 | 2300000 | 1.26 | 1220.13 | 2000 | 14 | 23 | 14 | 28000 |
| 49 | 102000 | 8 | 0.07 | 816000 | 0.45 | 1244.5 | 2000 | 5 | 8 | 5 | 10000 |
| 50 | 104000 | 8 | 0.07 | 832000 | 0.46 | 1268.88 | 2000 | 5 | 8 | 5 | 10000 |
| 51 | 106000 | 5 | 0.04 | 530000 | 0.29 | 1293.4 | 2000 | 3 | 5 | 3 | 6000 |
| 52 | 108000 | 5 | 0.04 | 540000 | 0.30 | 1317.8 | 2000 | 3 | 5 | 3 | 6000 |
| 53 | 110000 | 3 | 0.03 | 330000 | 0.18 | 1342 | 2000 | 2 | 3 | 2 | 4000 |
| 54 | 114000 | 4 | 0.04 | 456000 | 0.25 | 1391 | 2000 | 3 | 4 | 3 | 6000 |
| 55 | 116000 | 9 | 0.08 | 1044000 | 0.57 | 1415.33 | 2000 | 2 | 3 | 6 | 12000 |
| 56 | 118000 | 2 | 0.02 | 236000 | 0.13 | 1440 | 2000 | 1 | 2 | 1 | 2000 |
| 57 | 120000 | 9 | 0.08 | 1080000 | 0.59 | 1464.11 | 2000 | 7 | 9 | 7 | 14000 |
| 58 | 124000 | 1 | 0.01 | 124000 | 0.07 | 1513 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 59 | 126000 | 2 | 0.02 | 252000 | 0.14 | 1537.5 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 60 | 128000 | 2 | 0.02 | 256000 | 0.14 | 1562 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 61 | 130000 | 5 | 0.04 | 650000 | 0.36 | 1586.2 | 2000 | 4 | 5 | 4 | 8000 |
| 62 | 132000 | 1 | 0.01 | 132000 | 0.07 | 1611 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 63 | 134000 | 2 | 0.02 | 268000 | 0.15 | 1635 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 64 | 136000 | 3 | 0.03 | 408000 | 0.22 | 1659.33 | 2000 | 1 | 1 | 3 | 6000 |
| 65 | 138000 | 2 | 0.02 | 276000 | 0.15 | 1684 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 66 | 140000 | 5 | 0.04 | 700000 | 0.38 | 1708.2 | 2000 | 4 | 5 | 4 | 8000 |
| 67 | 144000 | 3 | 0.03 | 432000 | 0.24 | 1757 | 2000 | 1 | 1 | 3 | 6000 |
| 68 | 146000 | 2 | 0.02 | 292000 | 0.16 | 1781.5 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 69 | 150000 | 7 | 0.06 | 1050000 | 0.58 | 1830.14 | 2000 | 6 | 7 | 6 | 12000 |
| 70 | 152000 | 3 | 0.03 | 456000 | 0.25 | 1854.67 | 2000 | 1 | 1 | 3 | 6000 |
| 71 | 154000 | 1 | 0.01 | 154000 | 0.08 | 1879 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 72 | 158000 | 1 | 0.01 | 158000 | 0.09 | 1928 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 73 | 160000 | 2 | 0.02 | 320000 | 0.18 | 1952 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 74 | 162000 | 1 | 0.01 | 162000 | 0.09 | 1977 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 75 | 164000 | 1 | 0.01 | 164000 | 0.09 | 2001 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 76 | 166000 | 1 | 0.01 | 166000 | 0.09 | 2025 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 77 | 168000 | 1 | 0.01 | 168000 | 0.09 | 2050 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 78 | 170000 | 1 | 0.01 | 170000 | 0.09 | 2074 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 79 | 174000 | 1 | 0.01 | 174000 | 0.10 | 2123 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 80 | 178000 | 3 | 0.03 | 534000 | 0.29 | 2171.67 | 2000 | 1 | 1 | 3 | 6000 |
| 81 | 180000 | 9 | 0.08 | 1620000 | 0.89 | 2196.22 | 2000 | 1 | 1 | 9 | 18000 |
| 82 | 180000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 9 | | 2000 |
| 83 | 182000 | 21 | 0.19 | 3822000 | 2.10 | 2220.62 | 2000 | 1 | 1 | 21 | 42000 |
| 84 | 182000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 2 | 21 | | 4000 |
| 85 | 184000 | 5 | 0.04 | 920000 | 0.51 | 2245 | 2000 | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 86 | 184000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 5 | | 2000 |
| 87 | 186000 | 1 | 0.01 | 186000 | 0.10 | 2269 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 88 | 192000 | 2 | 0.02 | 384000 | 0.21 | 2342.5 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 89 | 194000 | 2 | 0.02 | 388000 | 0.21 | 2367 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |

| Sr. No | No. of Shares applied for (Category wise) | No. of Applications Received | % to total | Total No. of Equity Shares Applied | % to total | Allocation per Applicant After rounding off | | Ratio of allottees to applicants | | No. of Succesful Applicants | Total No. of Equity Shares Allotted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 198000 | 1 | 0.01 | 198000 | 0.11 | 2416 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 91 | 200000 | 10 | 0.09 | 2000000 | 1.10 | 2440.3 | 2000 | 1 | 1 | 10 | 20000 |
| 92 | 200000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 5 | | 4000 |
| 93 | 204000 | 1 | 0.01 | 204000 | 0.11 | 2489 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 94 | 206000 | 1 | 0.01 | 206000 | 0.11 | 2513 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 95 | 208000 | 1 | 0.01 | 208000 | 0.11 | 2538 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 96 | 212000 | 1 | 0.01 | 212000 | 0.12 | 2587 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 97 | 220000 | 1 | 0.01 | 220000 | 0.12 | 2684 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 98 | 222000 | 2 | 0.02 | 444000 | 0.24 | 2708.5 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 99 | 222000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 2 | | 2000 |
| 100 | 234000 | 1 | 0.01 | 234000 | 0.13 | 2855 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2000 |
| 101 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 102 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 103 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 104 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 105 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 106 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 107 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 108 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 109 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 110 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 111 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 112 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 113 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 114 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 115 | 272000 | 1 | 0.01 | 272000 | 0.15 | 3319 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 116 | 274000 | 1 | 0.01 | 274000 | 0.15 | 3343 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 117 | 276000 | 1 | 0.01 | 276000 | 0.15 | 3368 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 118 | 280000 | 2 | 0.02 | 560000 | 0.31 | 3416.5 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 119 | 280000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 2 | | 2000 |
| 120 | 282000 | 2 | 0.02 | 564000 | 0.31 | 3441 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 121 | 282000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 2 | | 2000 |
| 122 | 288000 | 2 | 0.02 | 576000 | 0.32 | 3514 | 4000 | 1 | 1 | 2 | 8000 |
| 123 | 300000 | 1 | 0.01 | 300000 | 0.16 | 3660 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 124 | 302000 | 1 | 0.01 | 302000 | 0.17 | 3685 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 125 | 306000 | 1 | 0.01 | 306000 | 0.17 | 3734 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 126 | 310000 | 1 | 0.01 | 310000 | 0.17 | 3782 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 127 | 314000 | 1 | 0.01 | 314000 | 0.17 | 3831 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 128 | 316000 | 1 | 0.01 | 316000 | 0.17 | 3856 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 129 | 318000 | 1 | 0.01 | 318000 | 0.17 | 3880 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 130 | 334000 | 1 | 0.01 | 334000 | 0.18 | 4075 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 131 | 344000 | 1 | 0.01 | 344000 | 0.19 | 4197 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 132 | 350000 | 1 | 0.01 | 350000 | 0.19 | 4270 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 133 | 356000 | 1 | 0.01 | 356000 | 0.20 | 4344 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 134 | 360000 | 1 | 0.01 | 360000 | 0.20 | 4392 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 135 | 362000 | 1 | 0.01 | 362000 | 0.20 | 4417 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 136 | 364000 | 1 | 0.01 | 364000 | 0.20 | 4441 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 137 | 380000 | 1 | 0.01 | 380000 | 0.21 | 4636 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 138 | 396000 | 1 | 0.01 | 396000 | 0.22 | 4832 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 4000 |
| 139 | 400000 | 3 | 0.03 | 1200000 | 0.66 | 4880.67 | 4000 | 1 | 1 | 3 | 12000 |
| 140 | 400000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 3 | | 2000 |
| 141 | 428000 | 1 | 0.01 | 428000 | 0.24 | 5222 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 142 | 434000 | 1 | 0.01 | 434000 | 0.24 | 5295 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 143 | 460000 | 1 | 0.01 | 460000 | 0.25 | 5613 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 144 | 490000 | 1 | 0.01 | 490000 | 0.27 | 5979 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 145 | 514000 | 1 | 0.01 | 514000 | 0.28 | 6271 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 146 | 536000 | 1 | 0.01 | 536000 | 0.29 | 6540 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 147 | 548000 | 1 | 0.01 | 548000 | 0.30 | 6686 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 148 | 560000 | 1 | 0.01 | 560000 | 0.31 | 6833 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 149 | 580000 | 1 | 0.01 | 580000 | 0.32 | 7077 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 8000 |
| 150 | 600000 | 1 | 0.01 | 600000 | 0.33 | 7321 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 8000 |
| 151 | 636000 | 1 | 0.01 | 636000 | 0.35 | 7760 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 8000 |
| 152 | 642000 | 1 | 0.01 | 642000 | 0.35 | 7833 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 8000 |
| 153 | 726000 | 1 | 0.01 | 726000 | 0.40 | 8858 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 8000 |
| 154 | 728000 | 2 | 0.02 | 1456000 | 0.80 | 8882.5 | 8000 | 1 | 1 | 2 | 16000 |
| 155 | 728000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 2 | | 2000 |
| 156 | 752000 | 2 | 0.02 | 1504000 | 0.83 | 9175.5 | 8000 | 1 | 1 | 2 | 16000 |
| 157 | 752000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 2 | | 2000 |
| 158 | 770000 | 1 | 0.01 | 770000 | 0.42 | 9395 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 10000 |
| 159 | 800000 | 2 | 0.02 | 1600000 | 0.88 | 9761 | 10000 | 1 | 1 | 2 | 20000 |
| 160 | 818000 | 1 | 0.01 | 818000 | 0.45 | 9981 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 10000 |
| 161 | 862000 | 1 | 0.01 | 862000 | 0.47 | 10518 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 10000 |
| 162 | 900000 | 1 | 0.01 | 900000 | 0.49 | 10981 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 12000 |
| 163 | 910000 | 1 | 0.01 | 910000 | 0.50 | 11103 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 12000 |
| 164 | 1000000 | 1 | 0.01 | 1000000 | 0.55 | 12201 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 12000 |
| 165 | 1090000 | 1 | 0.01 | 1090000 | 0.60 | 13299 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 14000 |
| 166 | 1180000 | 1 | 0.01 | 1180000 | 0.65 | 14398 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 14000 |
| 167 | 1182000 | 1 | 0.01 | 1182000 | 0.65 | 14422 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 14000 |
| 168 | 1310000 | 1 | 0.01 | 1310000 | 0.72 | 15984 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 16000 |
| 169 | 1364000 | 1 | 0.01 | 1364000 | 0.75 | 16643 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 16000 |
| 170 | 1508000 | 1 | 0.01 | 1508000 | 0.83 | 18400 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 18000 |
| 171 | 1510000 | 1 | 0.01 | 1510000 | 0.83 | 18424 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 18000 |
| 172 | 1936000 | 2 | 0.02 | 3872000 | 2.13 | 23621.5 | 24000 | 1 | 1 | 2 | 48000 |
| 173 | 3274000 | 1 | 0.01 | 3274000 | 1.80 | 39947 | 40000 | 1 | 1 | 1 | 40000 |
| 174 | 3944000 | 1 | 0.01 | 3944000 | 2.17 | 48122 | 48000 | 1 | 1 | 1 | 48000 |
| 175 | 4844000 | 2 | 0.02 | 9688000 | 5.32 | 59103 | 58000 | 1 | 1 | 2 | 116000 |
| 176 | 4844000 | | 0.00 | | 0.00 | | 2000 | 1 | 2 | | 2000 |
| GRAND TOTAL | | 11300 | 100.00 | 182112000 | 100.00 | | | | | 817 | 2222000 |

The Board of Directors of the company at its meeting held on June 27, 2024 has approved the Basis of Allotment of Equity shares as approved by the Designated stock Exchange viz. NSE and at a meeting held on June 27, 2024 has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

In terms of the Prospectus dated June 15, 2024 and as per the SEBI (ICDR) Regulations wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b) other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount has been processed on June 28, 2024. Further, the CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before June 28, 2024. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the NSE EMERGE within three working days from the date of the closure of the Issue.

**Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated June 15, 2024 ("Prospectus")**

**The Lead Manager associated with the Offer have handled 24 SME public issues and Nil Main Board public issue during the current financial year and three financial years preceding the current Financial Year, out of which 7 SME public issues closed below the issue price on the listing date.**

| Type | FY 2024-25 | FY 2023-24* | FY 2022-23 | FY 2021-22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SME IPO | - | 5 | 12 | 7 | 24 |
| Main Board IPO | - | - | - | - | - |
| **Total** | - | 5 | 12 | 7 | 24 |
| Issue closed Below Issue Price on Listing Day | - | - | 5 | 2 | 7 |
| Issue closed above Issue Price on Listing Day | - | 5 | 7 | 5 | 17 |

* *Status upto 14/06/2024*

**Corrigendum to Offer Documents: "The date of tripartite agreement with Company, CDSL and the Registrar to Issue should be read as August 27, 2018 wherever mentioned in the offer documents."**

**INVESTORS PLEASE NOTE The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, https://www.bigshareonline.com/ipo_Allotment.html All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:**

**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED**
Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093
**Telephone:** 022-62638200 **E-mail:** ipo@bigshareonline.com; **Contact Person:** Mr. Sagar Pathare **Website:** www.bigshareonline.com;
**Investor Grievance Email:** investor@bigshareonline.com; **SEBI Registration No:** INR000001385 **CIN No:** U99999MH1994PTC076534

For **SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
**Anand Kumar Singh**
**Managing Director**
**DIN:00651384**

Place : Kolkata
Date : June 28, 2024

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED

# টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

## ভারত বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠতেই কেঁদে ভাসালেন রোহিত শর্মা

**গায়ানা, ২৮ জুনঃ** সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা। তাই বলা যায়, সারা বিশ্বের চাপ নিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেমেছিল ভারত। টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের মনে মনে কোথাও না কোথাও গত বারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের রেজাল্ট উঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু সে সব বাউন্ডারির বাইরে আছড়ে দিয়ে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে রোহিত ব্রিগেড। আর টিম ইন্ডিয়া এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠতেই কেঁদে ভাসান রোহিত শর্মা। আর তাঁকে দেখে বিরাট কোহলি যা করেছেন, সেই ভিডিয়ো এখন ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নেটদুনিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন ড্রেসিংরুমের সামনে বসে ছিলেন। এক এক করে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ড্রেসিংরুমে ঢুকছিলেন। রোহিতের কাছে বিরাট গিয়ে তাঁর পিঠ চাপড়ে দেন। সেই সময় রোহিতকে দেখা যায় বাঁ হাত দিয়ে চোখের জল মুছছিলেন তিনি। তাঁকে দেখে বোঝা যায় সেই কান্না ছিল খুশির কান্না। সোশ্যাল মিডিয়ায় রোহিতের একাধিক অনুরাগী এই ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। রোহিত শর্মা ভারতের অন্যতম সফল ক্যাপ্টেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ভারতের হয়ে তিনিই সর্বাধিক রান (৫৭) করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এ বার ফের ভারতের সামনে সুযোগ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ট্রফি জেতার। গত বছর ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে অবধি ভারত অপরাজিত ছিল। কিন্তু ফাইনালে অজিরা হারিয়ে দিয়েছিল রোহিত-বিরাটদের। এ বার টি-২০ বিশ্বকাপেও অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠল ভারত। ওডিআই বিশ্বকাপের স্মৃতি টি-২০ বিশ্বকাপে ফেরাতে চায় না টিম ইন্ডিয়া। রোহিতদের হাতে উঠুক বিশ্বকাপ, সেই প্রার্থনাই আরও জোরাল ভাবে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তরা। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতার এ বার মনে-প্রাণে চাইছেন ভারত জিতুক কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ। গত বছর ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। তার জন্য কষ্ট পেয়েছিলেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস। সে কথা উল্লেখ করে প্রাক্তন পাক তারকা বলেন, ''এই টুর্নামেন্ট জিতুক ভারত। আমি ভারতের পক্ষেই রয়েছি। গত বছর ভারত বিশ্বকাপ জেতেনি বলে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। ভারত বিশ্বকাপ জেতার যোগ্য ছিল।''

## প্লেয়ার-ক্যাপ্টেন, আইসিসি টুর্নামেন্টে রোহিতের প্রাপ্তি ও আক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রোহিত শর্মার ক্যাবিনেটে কতগুলি আইসিসি মেডেল থাকতে পারত? ক্যাপ্টেন এবং প্লেয়ার। দুই ভূমিকা মিলিয়ে অনেকে। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে ভারত। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে সেই চ্যাম্পিয়ন টিমে ছিলেন রোহিত শর্মাও। সে সময় দলের একজন তরুণ সদস্য মাত্র। সেটাই তাঁর বিশ্বকাপে একমাত্র ট্রফি। ২০১১ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। যদিও স্কোয়াডে জায়গা হয়নি রোহিতের। চূড়ান্ত হতাশায় ভুগলেও সেখান থেকে দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। এরপরও ট্রফির সুযোগ এসেছে। ২০১৩ সালে ধোনির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে ভারত। সেই টিমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন রোহিত। সেখান থেকেই নিয়মিত ভাবে সাদা বলে ওপেনিংয়ের সুযোগ, যা রোহিতের কেরিয়ারে টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। এরপর থেকে শুধুই আক্ষেপ। প্লেয়ার এবং ক্যাপ্টেন হিসেবে ট্রফির খুব কাছ থেকে ফিরতে হয়েছে। এরপর ২০১৭ সালেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠেছিল ভারত। টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেললেও ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হার। সেমিফাইনালের হিসেব ধরলে আক্ষেপটা আরও বাড়বে। সেই হিসেবটা না হয় বাদই থাক। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ২০০৭ সালের পর ২০১৪ সালে ফের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিল ভারত। ফাইনালে বড় রান না পেলেও টুর্নামেন্টে দুটি হাফসেঞ্চুরি সহ ২০০ রান করেছিলেন রোহিত। আসা যাক ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ২০১১ সালে সুযোগ না পাওয়া রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিল ভারত। টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠলেও ওডিআই বিশ্বকাপ ট্রফির স্বাদ পাননি রোহিত শর্মা। প্লেয়ার হিসেবে যে আক্ষেপ ছিল, ক্যাপ্টেন হিসেবেও। ক্রিকেটের দীর্ঘ ফরম্যাট অর্থাৎ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও দু'বার ফাইনাল খেলেছেন। উদ্বোধনী সংস্করণে শুধু প্লেয়ার হিসেবে। গত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে রোহিতের নেতৃত্বেই ফাইনাল খেলে ভারত। প্রথম বার নিউজিল্যান্ড, গত বার অস্ট্রেলিয়া। রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। প্লেয়ার রোহিত শর্মার কেরিয়ারে দুটি আইসিসি ট্রফি থাকলেও ক্যাপ্টেন রোহিতের সেই আক্ষেপ এখনও পূরণ হয়নি। সাত মাসের ব্যবধানে তাঁর সামনে আবারও সেই সুযোগ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে ভারত। ২০০৭ সালে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের একমাত্র সদস্য হিসেবে এ বারও ফাইনাল খেলছেন রোহিত শর্মা। এ বার ক্যাপ্টেন হিসেবে। আর ২০১৪ সালের স্কোয়াড ধরলে ফাইনালে রয়েছেন রোহিত, বিরাট, জাডেজা। ক্যাপ্টেন হিসেবে রোহিতের কাছে সাদা বলের ফরম্যাটে এটাই যেন শেষ সুযোগ ট্রফি জেতার। সেই আক্ষেপ মেটানো থেকে এক ধাপ দূরে রোহিত শর্মা।

# আজ মিশন 'প্রোটিয়া বধ'

**বার্বাডোজ, ২৮ জুনঃ** আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। শনিবার ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাতে বার্বাডোজে এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল। বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের শেষ লড়াইয়ে মুখোমুখি রোহিত শর্মার ভারত ও এইডেন মার্কর‍্যামের দক্ষিণ আফ্রিকা। কেনসিংটন ওভালে 'প্রোটিয়া বধ' করাই এখন টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য। আর এই মিশনের জন্য ইতিমধ্যেই গায়ানা ছেড়ে বার্বাডোজে পৌঁছে গিয়েছে রোহিত ব্রিগেড। গায়ানাতে ইংল্যান্ডকে ৬৮ রানের বড় ব্যবধানে সেমিফাইনালে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট পেয়েছে ভারত। বার্বাডোজের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য খুব অল্পই সময় পাবে ভারতীয় টিম। এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে অপরাজিত থেকেই ফাইনালে উঠেছেন বিরাট-রোহিতরা। সুপার এইটে ভারতের সূচি এমনই ছিল, যার ফলে বার বার এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যাওয়ার ধকল সহ্য করতে হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের। ফলে ফাইনালের আগে ভারতের এই সফর হয়তো ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলবে না। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের শেয়ার করা এক ভিডিয়োতে দেখা যায় ভারতীয় টিম বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য বার্বাডোজে পৌঁছে গিয়েছে। এবং এক এক করে ভারতীয় ক্রিকেটাররা টিম বাসে ওঠেন। ২০০৭ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের পর আর ভারতীয় টিম টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। বিশ্বকাপ ট্রফির অনেক কাছে পৌঁছেও, সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি। এ বার সেই

বিশ্বকাপ ট্রফির খরা কাটাতে মরিয়া রোহিত ব্রিগেড। এই বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার অনেক ইতিবাচক দিক আছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা ভারতকে নিয়ে এমনই বলা যায়। রোহিত শর্মা রানে আছেন। সূর্যকুমার যাদব টিমকে টানছেন। হার্দিক পান্ডিয়ার ঝড় থামছে না। আর বোলারদের হাতে একে একে ধরাশায়ী হচ্ছে প্রতিপক্ষ টিম। জসপ্রীত বুমরা থেকে কুলদীপ যাদব, দুরন্ত ফর্মে সবাই। যন্ত্রণার শুধু একটাই দিক, বিরাট কোহলি। পুরো বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থ। ব্যাট থেকে বেরিয়েছে মাত্র ৭৫ রান। ঝড় দূরে থাক, এক বারও মনে হয়নি খুব একটা স্বস্তিতে আছেন। এক আধ বার ট্রেডমার্ক শট দেখা গিয়েছে ঠিকই, তাতেও কখনও মনে হয়নি ফর্মে ফেরার ঝলক আছে। তারপরও বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে ভারত। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফেভারিট রোহিত শর্মার টিম। তবুও খচখচানি একটা থেকে যাচ্ছে, অন্যরা ব্যর্থ হলে বিরাট কি টানতে পারবেন টিমকে? ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন কিন্তু বিরাট উদ্বেগে ভুগছেন না। বরং রোহিত শর্মার মনে হচ্ছে বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য নিজেকে তুলে রেখেছেন বিরাট কোহলি। রোহিত বলেছেন, ''বিরাট কোয়ালিটি প্লেয়ার। যে কোনও প্লেয়ারই এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর ক্লাস আমরা ভুলে যেতে পারি না। যে কোনও বড় ম্যাচে ও কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, সেটাও মাথায় রেখে এগোতে হবে।'' রোহিত যাই বলুন না কেন, বিরাট কিন্তু ব্যাড প্যাচের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আইপিএলে সেঞ্চুরি, হাফসেঞ্চুরি করেছেন ঠিকই। বিশ্বকাপে পা রাখার পর থেকেই নড়বড়ে দেখিয়েছে তাঁকে। দীর্ঘদিন পর ভারতীয় টিমের ওপেনারের ভূমিকায়। তিন নম্বরে খেলতে অভ্যস্ত বিরাট কি সেই কারণেই একটু অস্বস্তিতে পড়েছেন? এমন যুক্তি অবশ্য কেউই মানছেন না। রোহিত তো ননই। তিনি বলছেন, ''বিরাটের ফর্ম কখনওই সমস্যা নয়। যে ক্রিকেটার ১৫ বছর টানা খেলছে তাঁর কাছে ফর্মটা সমস্যা হতে পারে না। ওকে ব্যাট করার সময় দেখে ভালো লাগছে। ব্যাটিংয়ে ঝাঁঝ দেখতে পাচ্ছি। আমার তো মনে হয় বিরাট নিজেকে ফাইনালের জন্য তুলে রেখেছে।''

## রোনাল্ডোর পর্তুগালকে হারানোয় ৮৯ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা জর্জিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর

**টিপলিসি, ২৮ জুনঃ** এবারই প্রথম ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে জর্জিয়া। আর প্রথমবারেই পূর্ব ইউরোপের দেশটি পর্তুগালকে হারিয়ে চমকে দিয়েছে। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর মতো মহাতারকাকে নিয়ে গড়া দলের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানের জয়ে জর্জিয়ার মানুষ ভীষণ উচ্ছ্বসিত। দেশটির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ধনকুবের বিদজিনা ইভানিশভিলি তো বড় অঙ্কের অর্থ পুরস্কারই ঘোষণা করেছেন। ইউরোর প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন পর্তুগালের বিপক্ষে জর্জিয়ার জয়কে 'ঐতিহাসিক ও স্বপ্নের' উল্লেখ করে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের সদস্যদের জন্য

ইভানিশভিলি ৩ কোটি জর্জিয়ান লারি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, যা ভারতীয় মুদ্রায় ৮৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকার বেশি। জর্জিয়া শেষ ষোলোয় স্পেনকে হারাতে পারলে আরও ৮৯ কোটি টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। ৬৮ বছর বয়সী ইভানিশভিলি জর্জিয়ার শাসক দল ড্রিম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ২০১১ সালে দলটি প্রতিষ্ঠা করার পরের বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তিনি। তবে এক বছর পরই উত্তরসূরির হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেন। যদিও জর্জিয়ার শাসনক্ষমতায় তাঁকে এখনো ব্যাপকভাবে প্রভাবশালী মনে করা হয়। নব্বইয়ের দশকে রাশিয়ায় ব্যাংকিং, কম্পিউটার ও লৌহ খাতে বিনিয়োগ করে ধনকুবের হয়ে ওঠেন তিনি। বাণিজ্য সাময়িকী ফোর্বসের হিসাব অনুসারে ইভানিশভিলি ৪৯০ কোটি মার্কিন ডলারের মালিক। বুধবার জার্মানিতে ইউরোর পর্তুগালকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে 'এফ' গ্রুপে তৃতীয় হয় জর্জিয়া। গ্রুপ পর্বের তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটি হয়ে জর্জিয়া জায়গা করে নেয় নকআউট পর্বেও। এ জয়ের পর বৃহস্পতিবার জর্জিয়ার সংসদে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যদের অনেকে জাতীয় ফুটবল দলের জার্সি পরে হাজির হন, ফুটবল দলের সংগীতও গান কয়েককজন। জর্জিয়ান ড্রিম পার্টির পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়, দলের অনারারি চেয়ারম্যান ইভানিশভিলি পর্তুগালের বিপক্ষে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। ঐতিহাসিক ও স্বপ্নের জয়ের স্বীকৃতি হিসেবে চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন থেকে ৩ কোটি জর্জিয়ান লারি প্রদান করা হবে দলের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের জন্য। একই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে শেষ ষোলো স্পেনকে হারাতে পারলেও। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৭৪ নম্বরে থাকা জর্জিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ের ৮ নম্বর দল ও প্রাক্তন ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে রবিবার।

## মেয়েদের ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড শেফালির, দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি ভারতীয় তারকার

**বেঙ্গালুরু, ২৮ জুনঃ** মহিলাদের ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ভারতের শেফালি ভার্মা। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের প্রথমদিন ২০৫ রান করেছেন। ভারতীয় দলের ওপেনার ১৯৭ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ২৩টি বাউন্ডারি ও ৮টি ছক্কা রয়েছে। এর আগে এত কম সময়ে কেউ মহিলাদের ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি করেননি। আগের রেকর্ড ছিল অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের, তিনি ২৪৮ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। শেফালি অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের মালকিন হতে পারেননি। এর আগে মিতালি রাজ করেছিলেন ২১৪ রান। ভারতীয় দল প্রথমদিনেই তুলেছে চার উইকেটে ৫২৫ রান। শেফালি (২০৫) ও স্মৃতি মান্ধানা (১৪৯) ২৯২ রানের জুটি গড়েন ওপেনিংয়ে। এটিও মহিলাদের ক্রিকেটে অন্যতম রেকর্ড। এর আগে পাকিস্তানের কিরণ বালচু ও সাজিদা শাহ ২৪১ রানের জুটি গড়েছিলেন। স্মৃতি ১৪৯ রানের ইনিংস গড়েন ১৬১ বল খেলে, যারমধ্যে রয়েছে ২৭টি চার ও একটি ছয়। মহিলা প্রোটিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে ২০ বছরের শেফালির ব্যাটিং ছিল আকর্ষণ। তিনি ভারতের দ্বিতীয় মহিলা ব্যাটার হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। তিনি ভাঙলেন রোহিতেরও রেকর্ড। এত কম সময়ে রোহিতেরও ডাবল সেঞ্চুরি নেই। রোহতকের এই ব্যাটার আগামী দিনের তারকা হতে চলেছেন তা ফের প্রমাণ করলেন।

## এটা বিশ্বকাপ কোথায়, ভারতের টুর্নামেন্ট! হারের পরে গা জ্বলছে ভনের

**লন্ডন, ২৮ জুনঃ** বিশ্বকাপের বদলা বিশ্বকাপেই! ২০২২ সালে এই ইংল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে হেরেছিল রোহিত শর্মার ভারত। সেই হারের পরে অনেক সমালোচনা হয়েছিল ভারতের। সেই বদলা ভারতীয় দল নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে টি-২০ বিশ্বকাপে। কোহলিরা শুক্রবার জিতেছেন ৬৮ রানে। ইংল্যান্ড দলকে রীতিমতো দুরমুশ করেছেন রোহিতরা। ভারতের এই ঐতিহাসিক জয় নিয়ে কটাক্ষ করেছেন মাইকেল ভন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন নামী অধিনায়ক জানিয়েছেন, আমার তো মনে হচ্ছে আইসিসি এই বিশ্বকাপটা করছে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করবে বলে! না হলে একটা দল এত সুবিধে পায় কী করে। ভন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, ভারতের সব ম্যাচ দেওয়া হয়েছে সকালে। তারা খেলে রাতে বিপক্ষ দলের যাতে খেলা দেখতে পারে। সেমিফাইনাল দুটি ম্যাচ গায়ানায় না দিয়ে ভিন্ন কেন্দ্রে দেওয়া হল কেন? ভন বলেছেন, ''তাও তো সেমিফাইনালে ম্যাচটা শেষমেশ হয়েছে। যদি বৃষ্টিতে বাতিল হয়ে যেত, তা হলে না খেলেই ভারত ফাইনালে উঠে যেত। দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জন্য কোনও রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। একটা টুর্নামেন্টে এত নিয়মের তারতম্য কেন, সবাই সেটি বুঝবে।'' ইংল্যান্ডের হার যে প্রাক্তন দলনেতা হজম করতে পারছেন না, সেটি বোঝাই গিয়েছে। তিনি বলেছেন, ''আমার তো বারবার মনে হচ্ছে এটা বিশ্বকাপ নয়, একেবারেই ভারতকে সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার টুর্নামেন্ট! এর আগে পাকিস্তানও আইসিসি র সমালোচনা করেছিল। তাদের মাঠ থেকে হোটেলের দূরত্ব অনেক বেশি ছিল। আর আমেরিকায় ভারতীয় দল ছিল মূল স্টেডিয়ামের একদম পাশেই।''

# উরুগুয়ের গোল উৎসব, যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে চমক পানামার

কোপা আমেরিকা

**নিউ জার্সি, ২৮ জুনঃ** নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আজ কোপা আমেরিকায় 'সি' গ্রুপ থেকে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বলিভিয়াকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে উরুগুয়ে। এই জয়ে ২ ম্যাচে মোট ৬ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল প্রায় নিশ্চিতই করে ফেলল মার্সেলো বিয়েলসার দল। ম্যাচের প্রথমার্ধে দুটি ও বিরতির পর আরও তিন

গোল করে উরুগুয়ে। ৮ মিনিটে ফাকুন্দো পেলিস্ত্রির গোলের ১৩ মিনিট পর বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন তারকা ফরোয়ার্ড দারউইন নুনিয়েজ। বিরতির পর ৭৭ মিনিটে ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহোর গোলে ম্যাচ মোটামুটি শেষই হয়ে গিয়েছিল। তবে গোল উৎসবের মেজাজে থাকা বিয়েলসার শিষ্যরা এরপর ৮১ মিনিটে ফেদেরিকো ভালভের্দে ও ৮৯ মিনিটে রদ্রিগো বেন্তাঙ্কুরের সৌজন্যে আরও দুটি গোল পেয়েছে। আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অন্য ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ২-১ গোলে হারিয়ে চমকে দিয়েছে পানামা। দুই দল মিলে ২২ ফাউলের এ ম্যাচে হট্টগোল হয়েছে কয়েকবার। ১৮ মিনিটে পানামার সেন্টারব্যাক রডেরিক মিলারের মাথায় আঘাত করে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন যুক্তরাষ্ট্রের উইঙ্গার টিমোথি উইয়াহ। ৪ মিনিট পর ফ্লোরিন বালুগানের গোলে এগিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। তার আগে ম্যাচে ২০ মিনিটের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টন ম্যাককেনি একটি গোল করলেও অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়। যুক্তরাষ্ট্র ২২ মিনিটে এগিয়ে গেলেও সেটি মাত্র ৪ মিনিট স্থায়ী থেকেছে। ২৬ মিনিটে সিজার ব্লাকম্যান গোল করে সমতায় ফেরান পানামাকে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথমার্ধে ফাউলের কারণে পাওয়া চোটে নিয়মিত গোলকিপার ম্যাট টার্নারকে বিরতির পর আর মাঠে নামাতে পারেনি। তাঁর জায়গায় পোস্ট আগলেছেন ইথান হোরভাথ। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ২ মিনিট আগে যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পানামার আদালবার্তো কারাসকুইলা। তার ৫ মিনিট আগেই অবশ্য ম্যাচে এগিয়ে

যাওয়া গোলটি পেয়ে যায় পানামা। ৮৩ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের গোলপোস্টের সামনে জটলা থেকে গোল করেন পানামার ফরোয়ার্ড জোসে ফাজার্দো। হারের পর যুক্তরাষ্ট্রের কোচ গ্রেগ বেরহল্টার উইয়াহর লাল কার্ড দেখাকে দুষেছেন, ''সে দলের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। আমার মনে হয় সে বুঝতে পেরেছে, দলকে সে কতটা কঠিন অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে। এসবের কিছুই হতো না এবং ফল হিসেবে আমরা ম্যাচটা হেরেছি।'' ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপে উরুগুয়ের পরই দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ছ'টায় গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্রে। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে উরুগুয়ের বিপক্ষে এ ম্যাচে জিততেই হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় পানামা (-১) গোলব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের (১) চেয়ে পিছিয়ে তৃতীয়। ২ ম্যাচে কোনো পয়েন্ট না পেয়ে তলানিতে থাকা বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে পানামা। বলিভিয়ার সুযোগ শুধু কাগজে-কলমে থাকলেও কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সুযোগ রয়েছে পানামারও। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে উরুগুয়ে হার এড়াতে পারলে গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবেন নুনিয়েজরা। তবে হারলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সুযোগ রয়েছে উরুগুয়ের (৭)।


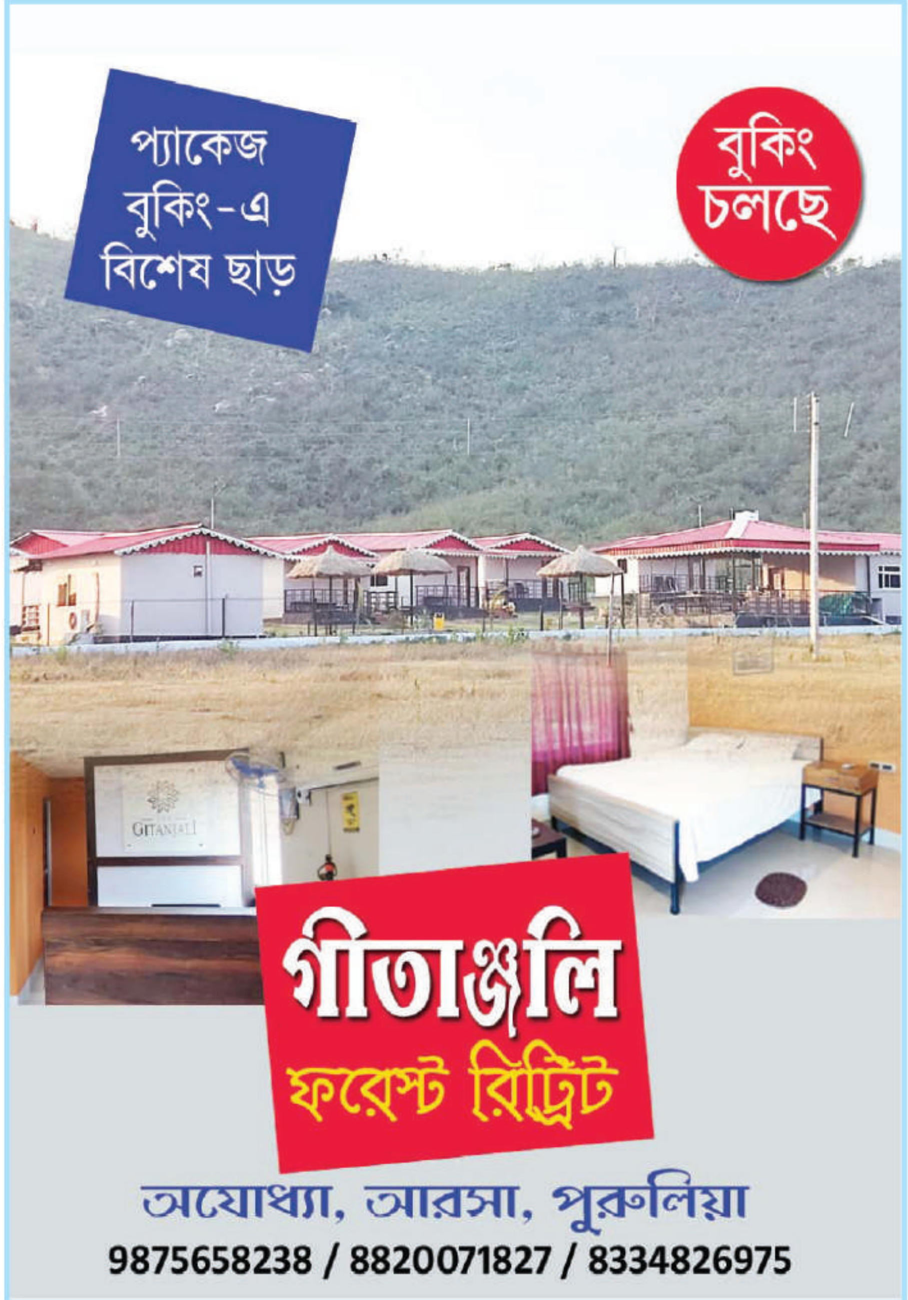



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com